সাহু সাজদার বিধান

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

ভূমিকা

সাজদা সাহু (سجود السهو) অর্থ হলো ভুলের কারণে সাজদা। নামাজের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু ভুল সংঘটিত হলে শেষে দুটি অতিরিক্ত সাজদা করতে হয়। এটাকে বলা হয় সাজদা সাহু। সাজদা সাহু নির্দিষ্ট কিছু কারণে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আদায় করতে হয়। এর অন্যথা হলে নামাজ ভঙ্গ হয়। ইবনে হাযার আসকালানী رحمه الله সাজদা সাহুর ক্ষেত্রে দুটি সাজদা দিতে হবে একথা বলার পর বলেন,

فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَاهِيًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَوْ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ الْإِتْيَانَ بِسَجْدَةٍ زَائِدَةٍ لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً

যদি কেই কেবল একটি সাজদা করে তবে ভুলক্রমে হলে সমস্যা নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে হলে তার নামাজ ভঙ্গ হবে। যেহেতু সে শরীয়তের নিয়মের বাইরে (নামাযের মধ্যে) একটি অতিরিক্ত সাজদা করেছে। [ফাতহুল বারী]

তাছাড়া নামাজের মধ্যে অকারণে অতিরিক্ত সাজদা বৃদ্ধি করা নামাজ ভঙ্গের কারণ। এ ব্যাপারে সকল আলেম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। শামছুদ্দীন ইবনে কুদামা رحمه الله শারহে কাবীরে উল্লেখ করেন,

أو يزيد ركعة أو ركنا، فإن فعله عمدا بطلت صلاته إجماعا

যদি কেই রুকু বা নামাযের অন্য কোনো রুকন (যেমন সাজদা বা কিয়াম) ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করে তবে তার নামায ভঙ্গ হবে এ ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

তাই যারা শোকরানা সাজদা বৈধ বলেছেন তারাও বলেছেন, নামাজের মধ্যে তা করা যাবে না। ইবনে হাযার আসকালানী رحمه الله বলেন,

لِأَنَّ سُجُودَ الشَّاكِرِ لَا يُشْرَعُ دَاخِلَ الصَّلَاةِ

শোকরানার সাজদা নামাযের মধ্যে আদায় করা বৈধ নয়। [ফাতহুল বারী]

ইমাম শাওকানী رحمه الله বলেন,

قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى: وَلَا يُسْجَدُ لِلشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا إِذْ لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهَا

ইমাম ইয়াহিয়া ﵀ বলেছেন, শোকরানার সাজদা নামাযের মধ্যে আদায় করবে না এ বিষয়ে একটিই মত। যেহেতু এটা নামাযের সাথে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়।

[নায়লুল আওতার]

‘নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়’ এ কথার উদ্দেশ্য হলো, তেলাওয়াতের সাজদার সাথে শোকরানার সাজদা পার্থক্য করা। যেহেতু তেলাওয়াত নামাযের একটি অংশ ফলে তেলাওয়াতের সাজদা নামাযের সাথে এক দিক থেকে সম্পর্কিত। সে কারণে নামাযের মধ্যে আদায় করা যায়। কিন্তু শোকরানার সাজদা এমন নয়। যদি কেই এমনটি করে তাহলে নামাজ ভঙ্গ হবে। ‘চার মাযহাবের ফিকাহ’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে,

فلو أتي بها في الصلاة بطلت صلاته

যদি কেউ নামাযের মধ্যে শোকরানা সাজদা আদায় করে তবে তার নামায ভঙ্গ হবে।

তবে অজ্ঞতার কারণে বা ভুল বশতঃ এমন হয়ে গেলে নামাজ ভঙ্গ হবে না। যেহেতু এক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে। সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব, আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো অকারণে সাহু সাজদা না করা হয়। যেহেতু তাতে নামাজ ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে এই ভয়ে নামাজে ভুল-ক্রটি হলে সাহু সাজদা করবো না বরং নামাজ ঐ অবস্থায়ই রেখে দেবো বা শূরু থেকে নামাজ আদায় করে নেবো এমনও বলা যাবে না। যেহেতু নামাজ ঐ অবস্থায় রেখে দিলে কেউ বলেছেন নামাজ আদায়ই হবে না আর কেউ বলেছেন নামাজ অপূর্ণ হবে। তাছাড়া এটা হাদীস অমান্য করা বলে গণ্য হবে। আর শুরু থেকে আদায় করলে রসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত এর বিপরীত বিদয়াত আমল হিসেবে গণ্য হবে। মাওহিবুল জালীলে বলা হয়েছে,

التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ الْمُرَقَّعَةِ الْمَجْبُورَةِ إِذَا عَرَضَ فِيهَا الشَّكُّ أَوْلَى مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْ تَرْقِيعِهَا وَالشُّرُوعِ فِي غَيْرِهَا، وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَيْضًا بَعْدَ التَّرْقِيعِ أَوْلَى مِنْ إعَادَتِهَا فَإِنَّهُ مِنْهَاجُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَمِنْهَاجُ أَصْحَابِهِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ بَعْدَهُمْ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الِاتِّبَاعِ وَالشَّرُّ كُلُّهُ فِي الِابْتِدَاعِ

নামাজে ভুল বা সন্দেহ হলে (সাহু সাদজার মাধ্যমে) তা শুধরে নেওয়া নতুনভাবে নামাজ পড়ার চেয়ে অধিক শ্রেয় একইভাবে সাহু সাজদার মাধ্যমে যে নামাজ আদায় করা হলো সেটাকেই যথেষ্ট মনে করা পুনরায় নামাজ আদায় করার চেয়ে শ্রেয় যেহেতু এটাই রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবা ও তাদের পরবর্তী নেককার ব্যক্তিদের অনুসৃত

পথ। তাদের অনুসরণ করার মধ্যেই যত কল্যাণ আর যত ক্ষতি (তাদের আমলের বিপরীতে) বিদয়াত আবিষ্কারের মধ্যে।

বরং সাহু সাজদার সঠিক কারণ জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করবো। কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা সাহু সাজদা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. সাহু সাজদা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহ
২. সাহু সাজদার কারণসমূহ
৩. সাহু সাজদার পদ্ধতি সম্পর্কে
৪. সাহু সাজদার বিধান সম্পর্কে
৫. সাহু সাজদা সম্পর্কে বিবিধ মাসয়ালা-মাসায়েল

নিম্নে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ কা হলো।

সাহু সাজদা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহ

1. নামাজে কম-বেশি হলো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহে পতিত হওয়া সম্পর্কে

এ বিষয়ে আবু হুরাইরা, আবু সাঈদ আল খুদরী, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবী ﵁ থেকে কাছাকাছি অর্থের কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা ﵁ এর হাদীসে বলা হয়েছে,

أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

শয়তান আগমন করে নামাজী ব্যক্তিকে বলে এটা স্মরণ করো ওটা স্মরণ করো যেসব বিষয় সে কখনও স্মরণ করতো না। শেষে সেই ব্যক্তি কতটুকু নামাজ পড়েছে তা ভুলে যায়। এভাবে যদি কেউ ভুলে যায় সে কতটুকু নামাজ পড়েছে তিন রাকাত নাকি চার রাকাত সে সাজদা সাহু করবে। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, (فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ) ‘‘সে সালাম ফেরানোর আগে দুটি সাজদা করুক এবং পরে সালাম ফেরাক।’’ [আবু দাউদ]

আবু সাইদ আল খুদরী ﵁ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

যখন তোমাদের কেউ নামাজের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় ফলে তিন কি চার কত রাকাত সলাত আদায় করেছে তা মনে থাকে না। তখন সে সন্দেহকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং যতটুকু নিশ্চিত সেটা গ্রহণ করবে এরপর তার উপর ভিত্তি করে বাকীটা পূর্ণ করবে। শেষে সালাম ফেরানোর আগে দুটো সাজদা করবে। যদি সে আসলে পাঁচ রাকাত সলাত আদায় করে থাকে তবে এটা তার নামাজকে জোড় করে দেবে। আর যদি নামাজ ঠিকই আদায় করে থাকে তবে তা শয়তানকে লাঞ্ছিত করা হিসেবে গণ্য হবে। [মুসলিম]

এই হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে,

فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ

যদি তার নামাজ ঠিক থাকে তবে বাড়তি রাকাত এবং দুটি সাজদা নফল হিসেবে গণ্য হবে আর যদি নামাজ কম থাকে তবে বাড়তি রাকাতটি মিলে নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সাজদাদুটি শয়তানকে লাঞ্ছিত করা বলে গণ্য হবে। [আবু দাউদ]

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ﵁ এর হাদীসে অনুরুপই বলা হয়েছে তবে সেখানে বিস্তারিত উদাহরণ দিয়ে একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন,

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

যদি কোনো ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হয় ফলে এক রকাত নাকি দুই রাকাত নামাজ পড়েছে মনে না থাকে তবে এক রাকাত ধরে নামাজ শেষ করবে। আর যদি সন্দেহ হয় দুই কি তিন তবে দুই রাকাত ধরে নিয়ে নামাজ শেষ করবে। আর যদি সন্দেহ

হয় তিন কি চার তবে তিন ধরবে। এভাবে সলাত পূর্ণ করবে এবং সালাম ফেরানোর আগে দুটি সাজদা করবে।

উপরের হাদীসগুলো সবই সমার্থপূর্ণ তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বর্ণিত হাদীসে কিছুটা বৈপরিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত আছে,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا» ، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا» ، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

রসুলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের নিয়ে নামাজ পড়ানোর সময় পাঁচ রাকাতের পর সালাম ফিরালেন। তিনি মুছল্লীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলে তারা গুন গুন করতে লাগলো। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, কি ব্যাপার? তারা বলে, নামাজ কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, না। তারা বলল, তবে আপনি পাঁচ রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। তিনি তৎক্ষনাৎ ঘুরে গিয়ে দুটি সাজদা করলেন এবং আবার সালাম ফিরালেন।

বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় দেখা যায়, রসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ অতিরিক্ত পড়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে রাবী ইব্রাহীম বলেছে, তিনি নামাজে কম করেন বা বেশি করেন। কিন্তু সে বর্ণনায়ও উল্লেখ আছে তিনি ঘুরেই দুটি সাজদা করেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় নামাজে আসলে বৃদ্ধি ঘটেছিল কমতি নয় কেননা কমতি ঘটলে কেবল দুটি সাজদা করা যথেষ্ট হতো না বরং বাকী নামাজ আদায় করে পরে দুটি সাজদা করতে হতো।

এই ঘটনায় রসুলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে বললেন,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

যখন তোমাদের কেউ নামাজ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয় তখন চিন্তা করে দেখুক কোনটি সঠিক এবং সে অনুযায়ী নামায পুর্ন করুক। পরে সালাম ফিরিয়ে দুটি সাজদা করুক। [বুখারী]

এই হাদীসের সাথে উপরের হাদীসগুলোর দুটি পার্থক্য রয়েছে,

এক. উপরের হাদীসে সম্ভাবনাকে ছেড়ে দিয়ে যতটুকু নিশ্চিত সেটা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে আর এখানে বেশি সম্ভাবনাকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

দুই. উপরের হাদীসগুলোতে সালামের পূর্বে সাজদা করতে বলা হয়েছে আর এখানে সালামের পরে সাজদা করতে বলা হচ্ছে। কিভাবে এর মাঝে সমন্বয় সাধন করা যায় তা পরে আলোচনা করা হবে।

2. নামাজের মাঝের বৈঠক পরিত্যাগ করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা, মুগীরা ইবনে শো'বা প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা ﷺ বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ

রসুলুল্লাহ ﷺ একদিন জোহরের সলাতে মাঝের বৈঠক না করে সরাসরি উঠে পড়েন। পরে তিনি যে বৈঠক করতে ভুলে গেছেন তার কারণে সলাতের শেষে সালাম ফেরানোর আগে বসা অবস্থায় দুটো সাজদা করেন। অন্যরাও তার সাথে সাজদা করে।

[বুখারী ও মুসলিম]

আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেন রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

যদি ইমাম দুই রাকাতে দাড়িয়ে পড়ে তবে সম্পূর্ণ দাড়িয়ে পড়ার আগেই স্মরণ হলে সে বসে পড়ুক আর যদি সম্পূর্ণ দাড়িয়ে পড়ার পর মনে হয় তবে বসবে না এবং দুটি সাজদা করবে।

শারহে মায়ানিল আসারে ইমাম তাহাবী ﵀ বর্ণনা করেন মুগীরা ইবেন শো'বা ﷺ বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَاسْتَوَى قَائِمًا مِنْ جُلُوسِهِ , فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ , سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ , ثُمَّ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ

الْجُلُوسِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا , فَلْيَجْلِسْ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ , فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا , فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ , وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

রসুলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের নিয়ে সলাত আদায় করেন। তিনি দুই রাকাতে বৈঠক না করে সোজা উঠে পড়েন এবং সলাত পড়তে থাকেন। পরে বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বৈঠক ছেড়ে সম্পূর্ণ দাড়িয়ে পড়ে তবে সম্পূর্ণ দাড়িয়ে না পড়লে বসে পড়ুক সেক্ষেত্রে তার সাহু সাজদা করার প্রয়োজন নেই। আর যদি সম্পূর্ণ দাড়িয়ে পড়ে তবে সলাত পড়তে থাকুক এবং সাহু সাজদা করুক।

৩. নামাজের মাঝে সালাম ফিরিয়ে ফেলা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস

এ বিষয়ে আবু হুরাইরা ও ইমরান ইবনে হুসাইন رضي الله عنه থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। দুটি হাদীসে কাছাকাছি ঘটনা বর্ণিত আছে।

বুখারী ও মুসলিম আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, দুই রাকাতের শেষে সালাম ফেরানো পর রসুলুল্লাহ ﷺ উঠে পড়েছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। তাছাড়া কিছু মানুষ মাসজিদের বাইরে বের হয়ে ঘোষণা করছিল নামাজ কম হয়ে গেছে। শেষে জুল ইয়াদাইন رضي الله عنه রসুলূল্লাহ ﷺ কে বললেন, (أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) "হে আল্লাহর রাসুল, নামাজ কম হয়ে গেছে নাকি আপনি ভুলে গেছেন? রসুলুল্লাহ ﷺ এটা শুনে বললেন, (لم أنس ولم تقصر) নামাজও কম হয়নি আর আমিও ভুলে যায়নি। জুল ইয়াদাইন তখন বললেন, (بلى قد نسيت) হ্যাঁ আপনি ভুলে গেছেন। রসুলূল্লাহ ﷺ তখন অন্যান্য সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন, (أصدق ذو اليدين) যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? তারা সম্মতি জানালে তিনি ফিরে গিয়ে সলাত আদায় করেন এবং সালামের পরে সাহু সাজদা করেন।

ইমরান ইবনে হুসাইনের হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ তিন রাকাতে সালাম ফিরিয়ে সলাত শেষ করে বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। কিছুটা বৈপরিত্ব থাকার কারণে অনেকে মনে করেছেন এই ঘটনা আসলে দুই বার ঘটেছিল কিন্তু ইবনে হাযার আসক্বালানী মতে ঘটনা একটি হওয়ার মতই সঠিক। যেহেতু দুই বারই যুল ইয়াদাইন উপস্থিত থাকবে এবং একইভাবে প্রশ্ন করবে এটা সঠিক মনে হয় না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

কোনো কোন বর্ণনায় সাহু সাজাদার জন্য আলাদাভাবে তাকবীরে তাহরিমা এবং তাশাহুদ পাঠ করার কথাও উল্লেখিত আছে। সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

সাজদা সাহুর কারণ

এখন আমরা উপরের হাদীসগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করে সাহু সাজদার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করবো। উপরে আমরা দেখেছি, সাহু সাজদা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশি হলেও সেগুলো তিনটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। **এক.** রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ হওয়া, **দুই.** নামাজ শেষ হওয়ার আগেই সালাম ফিরিয়ে ফেলা, **তিন.** মাঝের বৈঠক পরিত্যাগ করা। এই তিনটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হাদীস সমূহের উপর পৃথকভাবে গবেষণা করলে খুব সহজেই সাহু সাজদার কারণ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া সম্ভব। এখন আমরা উপরোক্ত তিন প্রকারের হাদীসের চুল-চেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাহু সাজদার কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করবো।

*** সাহু সাজদার প্রথম কারণ**

প্রথমেই আমরা রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবো। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলোতে কেউ রাকাত সংখ্যা ভুলে গেলে কি করবে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইবনে মাসউদের হাদীস ছাড়া অন্য সকল হাদীসে এক্ষেত্রে যতটুকু নিশ্চিত সেটা ধরে নিয়ে বাকী নামাজ আদায় করে সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করতে বলা হয়েছে। ইবনে মাসউদের হাদীসে অধিক সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে বাকী নামাজ পুরা করতে বলা হয়েছে এবং সালামের পরে সাহু সাজদা করতে বলা হয়েছে। এই সব হাদীসকে বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের হাদীসগুলোর মধ্যে যে বৈপরিত্ব দেখা যাচ্ছে তার সমন্বয় সাধন করতে হবে।

কম বেশি সম্পর্কে সন্দেহ হলে অধিক সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা

আলেমরা নানাভাবে এর সমাধান করার চেষ্টা করেছেন,

ক) কেউ কেউ শাক (شك) তথা সন্দেহ আর তাহাররি (تحري) তথা সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, সন্দেহ অর্থ হলো কেবল দুটি ধারনা থাকা যারমধ্যে

কোনো একটির সম্ভাবনা বেশি মনে না হওয়া আর সম্ভাবনা অর্থ হলো কোনো একটির সম্ভাবনা বেশি মনে হওয়া। প্রথম ক্ষেত্রে আবু সাঈদ আল-খুদরী ﵁ এর হাদীস প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ এর হাদীস প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোনো ব্যক্তি রকাত সংখ্যা দুই কি তিন এ বিষয়ে সন্দেহ করে কিন্তু তার বেশি সম্ভাবনা মনে হয় তিন তবে সে তিন রাকাত ধরে নিয়ে বাকী এক রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদা করবে। আর যদি দুই বা তিন কোনোটির সম্ভাবনাই বেশি মনে না হয় তবে আবু সাঈদ আল-খুদরীর হাদীস অনুযায়ী যতটুকু নিশ্চিত তথা দুই রাকাত গ্রহণ করে বাকীটা পূর্ণ করবে এবং সালামের আগে সাজদা করবে। ইবনে তাইমিয়া ﵀ এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন এবং ইবনুল কায়্যিম ﵀ যাদুল মায়াদে এই মতটিকেই সমর্থন করেছেন।

হানাফী ওলামায়ে কিরামও সন্দেহ ও সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন এবং কোনো একটি ধারনাকে অধিক সম্ভাবনাময় মনে না হলে যতটুকু নিশ্চিত ততটুকু গ্রহণ করার মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তারা সর্বাবস্থায় সালামের পরে সাহু সাজদা করতে বলেন। যা আবু সাইদ আল-খুদরী ﵁ এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া তারা এখানে এমন কিছু শর্ত জুড়ে দেন যা কোনো হাদীসেই উল্লেখ নেই। যেমন,

এক. তারা বলেন, যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রথমবার এমন হয় সে শুরু থেকে সলাত আদায় করবে। আর যার বারবার এমন হয় সে উপরোক্ত পন্থায় হয়তো সম্ভাবনার উপর অথবা কোনো সম্ভাবনা না থাকলে যতটুকু নিশ্চিত তার উপর আমল করবে। অথচ রসুলূল্লাহ ﷺ প্রথমবার আর বারবারের মধ্যে পার্থক্য করেননি। তাছাড়া নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর ক্ষেত্রে বারবার এমন ঘটতো না। তবু তিনি প্রথমবারেই সাহু সাজদা করেছেন। পুনরায় সলাত আদায় করেননি যেমনটি আমরা ইবনে মাসউদের হাদীসে দেখেছি।

দুই. তারা বলেছেন, যে ভুলক্রমে পাঁচ রাকাত আদায় করে যদি সে চতুর্থ রাকাতে তাশাহুদ পরিমাণ বসে থাকে তবে ঐ পঞ্চম রাকাতের সাথে আরো একটি রাকাত যোগ করবে। আর যদি চতুর্থ রাকাতে বৈঠক না করে থাকে তবে তার নামাজ ভঙ্গ হবে ফলে তাকে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে। অথচ ইবনে মাসউদের হাদীসে এর কোনোটিই উল্লেখ নেই।

দেখা যাচ্ছে, তারা কোনো হাদীসকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। একারণে এই মতটিকে সকল আলেমই অধিক দূর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী উল্লেখ করেন ইবনে খুযাইমা এই মতটি উল্লেখ করার পর বলেন, (ويحرم علي العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها) রসুলের হাদীস সম্পর্কে জানার পরও তার বিরোধিতা করা কোনো আলেমের জন্য বৈধ নয়। [ফাতহুল বারী]

অতএব যদি এই পন্থায় দুই প্রকার হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করতেই হয় তবে তা করতে হবে ইবনে তাইমিয়ার পন্থায়। বলতে হবে, যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হয় কিন্তু কোনো একটির দিকে সম্ভাবনা অধিক মনে হয় সে ইবনে মাসউদ ﷺ বর্ণিত হাদীস মতে বেশি সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে সালামের পর সাহু সাজদা করবে। আর কোনো সম্ভাবনা স্পষ্ট না হলে যতটুকু নিশ্চিত সেটা গ্রহণ করে বাকীটা পূর্ণ করবে এবং সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করবে। এ বিষয়ে অন্য কোনো শর্ত প্রযোজ্য করা চলবে না। এমন বললে হাদীসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক হবে না।

খ) দ্বিতীয় যে পন্থায় আবু সাইদ আল খুদরী ﷺ এবং ইবনে মাসউদ ﷺ বর্ণিত হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে তা হলো, আবু সাঈদ আল-খুদরীর হাদীসটি সাধারন অবস্থায় আর ইবনে মাসউদের হাদীসটি ইমাম হয়ে যে সলাত আদায় করে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করা।

ইবনে কুদামা ﷺ উল্লেখ করেন,

وَمَنْ كَانَ إمَامًا فَشَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ تَحَرَّى، فَبَنَى عَلَى أَكْثَرِ وَهْمِهِ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

যদি ইমাম সন্দেহ করে এবং বুঝতে না পারে কত রাকাত নামাজ পড়েছে তবে সে চিন্তা-ভাবনা করে বেশিরভাগ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করবে। যেমনটা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর রর্ণনায় রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

এরপর তিনি বলেন, (وَهَذَا فِي الْإِمَامِ خَاصَّةً) ‘‘এটা ইমামের ব্যাপারে খাস।’’ অর্থাৎ একাকী যে নামাজ পড়ছে তার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

এ পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

لِأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ مَنْ يُنَبِّهُهُ وَيُذَكِّرُهُ إذَا أَخْطَأَ الصَّوَابَ، فَلْيَعْمَلْ بِالْأَظْهَرِ عِنْدَهُ، فَإِنْ أَصَابَ أَقَرَّهُ الْمَامُومُونَ، فَيَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ صَوَابُ نَفْسِهِ، وَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحُوا بِهِ، فَرَجَعَ إلَيْهِمْ، فَيَجْعَلُ لَهُ الصَّوَابَ

عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُهُ، فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، لِيَحْصُلَ لَهُ إِتْمَامُ صَلَاتِهِ

যেহেতু ইমামের সাথে এমন কেউ আছে যে তার ভুল শুধরিয়ে দেবে। অতএব যেটা তার বেশি সম্ভাবনাময় মনে হয় তার উপর আমল করুক। যদি দেখা যায় সেটা সঠিক তবে মুক্তাদিরা তা মেনে নেবে তখন নিজের ধারনা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে। আর যদি ভুল হয় তবে তারা লোকমা দিয়ে তাকে শুধরে দেবে। তখন সে তাদের মত গ্রহণ করবে। এভাবে উভয় অবস্থায় তার জন্য সঠিক বিষয়টি গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু একাকী যে নামাজ পড়ছে তার অবস্থা এমন নয়। তাকে তো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। তাই সে যতটুকু নিশ্চিত তার উপর ভিত্তি করবে যাতে তার নামাজ পূর্ণ হয়। [আল-মুগনী]

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে হাদীসটিকে ইমামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা অনেকে সমর্থন করেননি। তারা বলেছেন হাদীসের কোথাও ইমামের কথা উল্লেখ নেই। সেদিকে কোনো ইশারা ইঙ্গিতও নেই। অতএব কেনো এই শর্ত জুড়ে দেওয়া হবে?

গ) কেউ কেউ বলেছেন, ইবনে মাসউদের হাদীসে (فليتحر الصواب) যেটা বেশি সঠিক সেটা গ্রহণ করুক এর অর্থ হলো, এ বিষয়ে যে পন্থা সঠিক হিসেবে প্রমাণিত সেটা গ্রহণ করুক আর তা হলো, আবু সাঈদ আল-খুদরী ﵁ এর হাদীসে বর্ণিত সন্দেহকে পরিত্যাগ করে যতটুকু নিশ্চিত ততটুকু গ্রহণ করার পন্থাটি। ইমাম নাববী ﵀ শারহে মুহাজ্জাবে শাফেয়ী মাজহাবের পক্ষে এই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যাটি একটু দূরবর্তী হলেও পুরোপুরি অগ্রহনযোগ্য নয়। তবে এখানে একটি সমস্যা রয়েছে। এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, আবু সাঈদ আল-খুদরী ﵁ এবং ইবনে মাসউদ ﵁ এর হাদীসে আসলে একই বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। আর তা হলো, সন্দেহ হলে যেটা নিশ্চিত তা গ্রহণ করা। কিন্তু সমস্যা হলো, একটি হাদীসে সালামের আগে সাজদা করতে বলা হচ্ছে আর অন্যটিতে সালামের পরে। সেক্ষেত্রে বলা উচিৎ রাকাত সম্পর্কে সন্দেহের ক্ষেত্রে সালামের আগে বা পরে সাজদা করা যায়। কিন্তু শাফেয়ী মাজাহাবের আলেমরা তো এমন বলেন না। অন্যান্য আলেমরাও এক্ষেত্রে হয়তো আগে নয় তো পরে সাজদা করার কথা বলেন কিন্তু ইচ্ছামতো আগে বা পরে সাজদা করা যায় এমন বলেন না।

ঘ) ইমাম শাওকানী এখানে ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসের অর্থ হলো, সে চিন্তা-ভাবনা করে দেখুক কোনটি সঠিক। অর্থাৎ যখন কেউ সন্দেহে পতিত হয় তখন যতটুকু নিশ্চিত সেটা ধরে নিয়ে তার উপর নির্ভর করার আগে একটু ভেবে দেখবে সঠিক হিসাবটি তার মনে পড়ে কিনা। যদি কোনো ভাবেই সঠিক হিসাবটি তার মনে না পড়ে তবে যতটুকু নিশ্চিত তার উপর ভিত্তি করে নামাজ পূর্ণ করবে। এই ব্যাখ্যাটিও একটু দূরবর্তী। তাছাড়া এখানে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই হাদীসের অর্থ যদি কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক হিসাবটি মনে করে সে অনুযায়ী আমল করাই অর্থ হয় তবে এর শেষে যে সাহু সাজদার কথা বলা হয়েছে তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। যেহেতু সামান্য সময় সন্দেহের পর সঠিক হিসাব স্মরণ করে সে অনুযায়ী আমল করলে কারো উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হতে পারে না।

এই হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা কি সেটা জানতে হলে আমাদের দেখতে হবে কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে হাদীসটি বলা হয়েছে। সেই সাথে হাদীসটির বিভিন্ন রেওয়ায়েতের উপরও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেহেতু অনেক সময় কোনো হাদীসের একটি রেওয়ায়েতে কোনো বিষয় সংক্ষেপে বলা হয় কিন্তু অন্য রেওয়ায়েতে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়। ইবনে মাসউদ ﵁ এর হাদীসটির সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখবো, রসুলুল্লাহ ﷺ একবার জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত আদায় করেন। সালামের পর সাহাবায়ে কিরাম তাকে বললেন, নামাজ কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, কি ব্যাপার? তারা তখন তাকে বলেন, আপনি নামাজ পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন কিবলামুখী হয়ে দুটি সাজদা করেন এবং বলেন,

هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرِي: زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

এই দুটি সাজদা হলো, তার জন্য যে, জানে না নামাজে বেশি হলো নাকি কম হলো, পরে সে চিন্তা-ভাবনা করে যেটা বেশি সঠিক মনে হয় সেটা গ্রহণ করে বাকীটা পূর্ণ করে দুটি সাজদা করবে। [বুখারী]

ভিন্ন রেওয়ায়েতে এসেছে,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

যখন তোমাদের কেউ নামাজ সম্পর্খে সন্দেহে পতিত হয় তখন চিন্তা করে দেখুক কোনটি সঠিক পরে সালাম ফিরিয়ে দুটি সাজদা করুক। [বুখারী ও মুসলিম]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আবু সাঈদ আল-খুদরীর হাদীসটির মতো এই হাদীসটি সাধারন পরিবেশে বলা হয়নি বরং একটি ঘটনার আলোকে বলা হয়েছে। অতএব ঐ ঘটনার সাথে এই বক্তব্যের সম্পর্কে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই সম্পর্কের আলোকেই বক্তব্যটির সঠিক ব্যাখ্যা জানা সম্ভব হবে বলেও আশা করা যায়। এই সম্পর্কের বিষয়টি আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় রসুলুল্লাহ ﷺ এর কথার মাধ্যমে। যেহেতু তিনি বলেছেন, এই দুটি সাজদা তার জন্য যে সলাতে কম-বেশি হলো কিনা বুঝতে পারে না তখন কোনটির সম্ভাবনা অধিক সেটা চিন্তা করে তার উপর নির্ভর করে নামাজ পূর্ণ করবে এবং সাহু সাজদা করবে।

এই কথার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, রসুলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনায় যে সাজদা করেছেন এবং পরে অধিক সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে যে সাজদা করতে বলেছেন দুটি একই প্রকারের সাজদা। এর অর্থ হলো, এই ঘটনায় স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে ঠিক ঐ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হলে অধিক সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে সালামের পরে দুটি সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতটুকু বুঝতে আশা করি কারো কেনো কষ্ট হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, তবে কি রসুলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনায় রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছেন এবং অধিক সম্ভাবনার উপর নির্ভর করেছেন? যদি তাই করে থাকেন তবে সেটা কখন করেছেন? সালাম ফিরিয়ে সলাত শেষ করার আগে নাকি তার পরে?

“হাদীসে বলা হয়েছে বেশি সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে বাকী সলাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদা করুক।”

এ হিসেবে রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও সালাম ফিরানোর আগেই রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছেন এবং বেশিরভাগ সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে বাকী রাকাত পূর্ণ করেছেন এমন বোঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেক্ষেত্রে তিনি সালাম ফিরিয়ে সরাসরি সাহু সাজদা না করে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে পড়লেন কেনো? এ থেকে তো স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তখনও পর্যন্ত সাহু সাজদা করার কোনো ইচ্ছাই তার ছিলো না কিন্তু পরে যখন সাহাবীদের কথা থেকে জানলেন নামাজ আসলে পাঁচ রাকাত হয়েছে তখন

সাহু সাজদা করলেন। উপরোক্ত হাদীস অনুযাযী তিনি যদি অধিক সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করেই সলাত শেষ করে থাকবেন তবে তো সালামের পরপরই তার নিজে থেকেই সাহু সাজদা করার কথা। কারো বলার জন্য অপেক্ষা করার কথা নয়। এর মাধ্যমে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি প্রমাণিত হয়,

ক) হয়তো অধিক সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে সলাত শেষ করলে এমনিতে কোনো সাহু সাজদা করতে হয় না যদি না ইমামের ক্ষেত্রে স্বীয় মুক্তাদী এবং সাধারন মুছল্লীর ক্ষেত্রে উপস্থিত কোনো ব্যক্তির স্বাক্ষের ভিত্তিতে নামাজে কম-বেশি হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। এ দিক থেকে চিন্তা করলে যারা এই হাদীস ইমাম এবং অন্য যার ক্ষেত্রে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার লোক আছে তার উপর প্রয়োগ করেন তাদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হয়।

খ) দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ আসলে অধিক সম্ভাবনার উপরে নয় বরং নিশ্চিতভাবেই সলাত শেষ করেছেন তাই সালাম ফেরানোর পর নিশ্চিন্তে সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন। কিন্তু পরে সাহাবায়ে কিরাম যখন দাবী করেছেন নামাজে বৃদ্ধি ঘটেছে তিনি কিবলামুখী হয়ে দুটি সাজদা করেছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় এখানে অধিক সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে সলাত আদায় করার কারণে নয় বরং মুছল্লীদের স্বাক্ষ্যের ভিত্তিতে নামাজে বৃদ্ধি ঘটেছে এটা প্রমাণিত হওয়ার কারণেই সাহু সাজদা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, তাহলে এখানে কেনো বলা হয়েছে, ‘‘কোনটটি অধিক সঠিক তা চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে’’। এর সহজ উত্তর হলো, মুছল্লীরা নামাজে ভুল হয়েছে একথা বললেই ইমাম সাহেব মেনে নেবেন না। যেহেতু তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসের উপরই নামাজ শেষ করেছেন। তিনি চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন তার বিশ্বাসই সঠিক নাকি অন্যদের বক্তব্য সঠিক। এর মধ্যে যেটা সঠিক মনে হয় তার উপরই নির্ভর করবেন। যুল ইয়াদাইনের হাদীসে আমরা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারি। সেখানে দেখা যায় রসুলূল্লাহ ﷺ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলার পর সাহাবায়ে কিরাম ঘটনা খুলে বলার পরও তিনি প্রথমে মেনে নিতে চান নি বরং কয়েক জনের কাছে প্রশ্ন করে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এই হাদীসেও দেখা যায় তিনি সাহাবীদের কাছে বিষয়টি ভালমতো শুনে তারপর সাজদা করেছেন। এখন কোনো ইমামের ভুল হলে তিনিও মুক্তাদিদের কথার আলোকে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক ঘটনাটি কি বুঝার চেষ্টা

করবেন। অন্যদের কথা শোনার পরও যদি কারো নিশ্চিতভাবে মনে হয় তার তার নামাজ ঠিকই আছে তবে সে নিজের মতের উপরই টিকে থাকবে। যাদের সন্দেহ হচ্ছে তারা নিজেরা বাকী নামাজ আদায় করে নেবে। এ মাসয়ালায় অনেকে এমন ফতোয়া দিয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন দুজন নেককার ব্যক্তি স্বাক্ষ্য দিলে ইমাম তা গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রেও এটা এই কারণে যে দুজন ব্যক্তির স্বাক্ষ্য সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অতএব ইমাম যে বেশি সম্ভাবনার উপর নির্ভর করতে পারে সেটা একটি সুস্পষ্ট মাসয়ালা।

সুতরাং "যেটি সঠিক মনে হয়, সেটা বাছায় করবে" এই কথাটি নামাজের মধ্যে সন্দেহ হওয়া সম্পর্কে নয় বরং সালাম ফেরানোর পর, নামাজ বেশি বা কম হয়েছে এমন অভিযোগ শোনার পর। সেক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করে যদি দেখা যায় নামাজ আসলে কম হয়েছে তবে বাকীটা পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদা করবে যেমনটি যুল ইয়াদাইন ﵁ এর হাদীসে আমরা দেখেছি আর যদি দেখা যায় নামাজ বেশি হয়েছে তবে কেবল সাহু সাজদা করবে যেমনটি ইবনে মাসউদ ﵁ এর হাদীসে আমরা দেখছি। উভয় ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ কম বা বেশি আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। পরে সাহাবায়ে কিরাম বিষয়টি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বিষয়টি ভেবে দেখেন। যখন তার মনে হয়েছে আসলে তারাই ঠিক বলছে তিনি তাদের কথা মতো আমল করেছেন। যে ক্ষেত্রে নামাজ কম হয়েছিল সেখানে বাকীটা আদায় করে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদা করেছেন আর যেখানে সালাত বেশি হয়েছিল সেখানে সরাসরি সাহু সাজদা করেছেন। এটাই হলো রসুলুল্লাহ ﷺ এর বক্তব্য,

هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرِي: زَادَ فِي صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

এই দুটি সাজদা হলো, তার জন্য যে, জানে না নামাজে বেশি হলো নাকি কম হলো, পরে সে চিন্তা-ভাবনা করে যেটা সঠিক মনে হয় সেটা গ্রহণ করে বাকীটা পূর্ণ করে দুটি সাজদা করবে। [বুখারী]

রসুলের ঐ কথারও একই অর্থ যেখানে বলা হয়েছে,

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

যখন তোমাদের কেউ নামাজ সম্পর্খে সন্দেহে পতিত হয় তখন বেশী সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে বাকীটা পূর্ণ করার পরে সালাম ফিরিয়ে দুটি সাজদা করুক।

[বুখারী ও মুসলিম]

বাকীটা পূর্ণ করবে অর্থ যেখানে পূর্ণ করার প্রয়োজন সেখানে পূর্ণ করবে আর যেখানে তার প্রয়োজন নেই সেখানে কেবল সাহু সাজদা করবে যেমন এই ঘটনায় আমরা দেখছি।

এই সকল হাদীসগুলোকে একত্রিত করলে মুল ঘটনাটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এটাই সঠিক পন্থা। যেহেতু এগুলো একই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত অতএব প্রতিটি কথাকে আলাদা আলাদা করে বুঝলে হবে না বরং একত্রে সমন্বয় করে বুঝতে হবে।

নামাজ বেশি বা কম করা বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, হয়তো চার রাকাত নামাজ পাঁচ রাকাত আদায় করে সলাম ফিরিয়ে ফেলা অথবা কম তথা দুই বা তিন রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেলা। উভয় ক্ষেত্রে সালাম ফিরিয়ে ফেলাটা শর্ত করতে হবে যেহেতু এই ঘটনায় তেমনই ঘটেছে। তারপর অন্য লোকদের কথার উপর চিন্তা গবেষনা করে যদি প্রমাণিত হয় আসলে কম বেশি হয়েছে তবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কমের ক্ষেত্রে বাকীটা পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদা করতে হবে আর বেশির ক্ষেত্রে কেবল সাহু সাজদা করতে হবে। এ হিসেবে ইবনে মাসউদ ﵁ এর হাদীসটি আবু সাঈদ আল খুদরী ﵁ এর হাদীসের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং যুল ইয়াদাইনের হাদীসের সাথে সম্পর্কিত। এই হাদীসের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হয় যদি কেউ সালাম ফিরিয়ে ফেলার পর জানতে পারে নামাজে কম বেশি হয়েছে তবে সালামের পরে সাহু সাজদা করবে। এটাই হলো, হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, নামাজের মধ্যে রাকাত সংখ্যা সম্পর্খে সন্দেহ হলে, যেটার সম্ভাবনা বেশি সেটা গ্রহণ করার মত সঠিক নয়। বরং যেটা নিশ্চিত সেটাই গ্রহণ করতে হবে। তবে নিশ্চয়তা অনেক সময় নিজেই স্মরণ করার মাধ্যমে হতে পারে আবার অন্য কারো স্বাক্ষের ভিত্তিতেও হাসিল হতে পারে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

এছাড়াও যে কারণে বেশিরভাগ সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করা সঠিক মনে হয় না তা হলো, মহান রব্বুল আলামীন আমাদের উপর নামাজ পড়া ফরজ করেছেন এখন সে ফরজ কাজ নিশ্চিতভাবে আদায় করাটাই আমাদের দায়িত্ব। যদি কেউ সন্দেহ করে আমি আসরের সলাত পড়েছি কি পড়িনি তবে তাকে এখন আসরের

সলাত আদায় করতে হবে। একইভাবে যদি কেউ সন্দেহ করে আমি চার রাকাত আদায় করেছি নাকি তিন রাকাত তবে সন্দেহযুক্ত রাকাতটি বাতিল হবে এবং ঐ রাকাতটি আদায় করা তার উপর আবশ্যক হবে। ইবনে কুদামা বলেন,

وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِمَا شَكَّ فِيهِ، فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، كَمَا لَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى أَوْ لَا

কেননা যে কাজটি করেছি কিনা সন্দেহ হচ্ছে তা করিনি এমন ধরতে হবে এবং পরে তা আদায় করতে হবে যেভাবে যদি কেউ সন্দেহ করে আমি নামাজ পড়েছি কি পড়িনি।

[আল-মুগনী]

যদি নামাজ শেষ করার পর সামান্যও সন্দেহ থাকে যে আমার নামাজ পূর্ণ হলো কিনা তবে তার মাধ্যমে ফরজ দায়িত্ব কিভাবে আদায় হবে? রসুলুল্লাহ ﷺ অন্য হাদীসে বলেন, (لا غرار في الصلاة) নামাজের মধ্যে কোনো ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আহমদ ইবনে হাম্বাল এর ব্যাখ্যায় বলেন, (وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ) কোনো ব্যক্তি নামাজে ফাঁকি দেওয়া অর্থ হলো, সে সন্দেহের উপর নামাজ শেষ করবে। [আবু দাউদ]

একারণে সাধারন অবস্থায় সঠিক মত হলো, নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর নামাজ শেষ করা এবং নামাজ বেশি হয়েছে এমন আশঙ্কা থাকলে শেষে সাহু সাজদা করা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রথম হাদীসটিই গ্রহণযোগ্য।

এখন প্রশ্ন হলো, এখানে সাজদা করতে হচ্ছে কি কারণে?

বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের হাদীসটির গভীরে প্রবেশ করতে হবে। একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখবো হাদীসটিতে পর্যায়ক্রমে চারটি স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১. রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হওয়া

২. সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কিছু রাকাত পড়া যা সলাতের অংশও হতে পারে আবার অতিরিক্তও হতে পারে।

৩. সাহু সাজদা করে নামাজ শেষ করা

৪. সাহু সাজদা রাকাতকে জোড় করে দেবে অথবা শয়তানকে লাঞ্ছিত করবে

এই চারটি বিষয় একের পর এক ঘটবে। এর মধ্যে একটি না ঘটলে পরেরটি ঘটবে না। যদি কেউ আদৌ সন্দেহে পতিত না হয় বাড়তি কোনো রাকাত বৃদ্ধি করা তার

জন্য বৈধ হবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন করলে নামাজ ভঙ্গ হবে ফলে এক্ষেত্রে সাহু সাজদার কোনো ভূমিকা থাকবে না। যখন সে সন্দেহ পতিত হবে এবং সেই সন্দেহের কারণে কিছু রাকাত বৃদ্ধি করবে তখন সাহু সাজদা করবে পরে উক্ত রাকাত বেজোর হলে সাহু সাজদা তাকে জোড় করে দেবে আর রাকাত সংখ্যা ঠিক থাকলে সাহু সাজদা শয়তানকে লাঞ্চিত করবে। এই হলো সম্পূর্ণ চিত্র। এখন এখানে দুটি প্রশ্ন করা যায়,

ক) আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মাঝে একটা অবস্থা কল্পনা করতে পারি। ধরে নিই, কেউ একজন সন্দেহে পতিত হলো কিন্তু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো কিছু বৃদ্ধি করার আগেই তার সঠিক ঘটনা স্মরণ হয়ে গেলো। যেমন হয়তো সে সন্দেহ করছিলো নামাজ দুই রাকাত নাকি তিন রাকাত। ফলে সে নিয়ত করলো দুই ধরে নিয়ে নামাজ সম্পূর্ণ আদায় করবে। কিন্তু তখনই তার মনে পরে গেলো নামাজ আসলে দুই রাকাত বা তিন রাকাত। ফলে এখন সামনে সে যা কিছু করলো তা সঠিক ধারনার ভিত্তিতেই করলো সন্দেহের উপর ভিত্তি করে নয়। এক্ষেত্রে সকল আলেম একমত যে, এই ব্যক্তিকে সাহু সাজদা করতে হবে না। তবে কেউ কেউ বলেছে, স্মরণ করতে যদি অধিক সময় লাগে তবে সাহু সাজদা করতে হবে। তাদের মতে স্মরণ করতে অধিক সময় লাগলে নামাজের স্বাভাবিক অন্যান্য কাজ আদায় করতে দেরি হয়ে যায় ফলে নামাজের স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত হয়।

তবে বহু সংখ্যক আলেম এখানে লম্বা সময় আর কম সময়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। মাওয়াহিবুল জালীলে এসেছে,

فَقَالَ مَالِكٌ مَنْ أَطَالَ التَّذَكُّرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ بِانْفِرَادِهِ لَا يُوجِبُ سُجُودَ سَهْوٍ

ইমাম মালিক বলেছেন, যার (সঠিক হিসাব) স্মরণ করতে অধিক সময়ও লাগে তাকেও সাজদা করতে হবে না। কারণ (উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছাড়ায়) কেবলমাত্র ভুলের কারণে সাজদা সাহুর বিধান প্রযোজ্য হয় না।

মোট কথা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ করার আগেই যদি সঠিক হিসাব স্মরণ হয়ে যায় তবে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই। এর কারণ কেবল ভুল বা সন্দেহ সৃষ্টি হলেই সাহু সাজদা করা যাবে না যতক্ষণ না ভুল বা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে নামাজে কিছু বৃদ্ধি করা হয়।

একটু চিন্তা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ করে তার নামাজ দুই রাকাত নাকি তিন রাকাত। হাদীসে বলা হয়েছে, যেটা কম সেটা ধরে নিয়ে সলাত শেষ করতে। অর্থাৎ এই ব্যক্তি রাকাত সংখ্যা দুই ধরে নিয়ে সলাত সম্পন্ন করবে। এখন যদি সন্দেহ হওয়ার পর আবার স্মরণ হয়ে যায় যে এটা তিন রাকাত দুই রাকাত নয় তবে সে দুই রাকাত ধরে নিয়ে বাড়তি একটা রাকাত যোগ করতে পারে না। আর যদি সে বুঝতে পারে এটা দুই রাকাত তবে তো তার ধরে নেওয়াই লাগছে না বরং সে এ বিষয়ে নিশ্চিত। অতএব কোনো অবস্থাতেই সন্দেহের উপর ভিত্তি করার প্রয়োজন হচ্ছে না। অতএব দ্বিতীয় স্তরে তাকে যাওয়া লাগছে না।

খ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে আমরা একটা অবস্থার কথা কল্পনা করতে পারি। হয়তো কেউ সন্দেহের বশে কিছু রাকাত সলাত আদায় করলো সেই অনুযায়ী তার সাহু সাজদা দেওয়ার কথা। সাহু সাজদা করার ইচ্ছাও তার ছিল কিন্তু তার আগেই তার স্মরণ হয়ে গেলো যে সলাত সংখ্যা ঠিকই আছে। ধরে নিই তার সন্দেহ হচ্ছিল নামাজ দুই রাকাত হয়েছে না তিন রাকাত। এখন হাদীস মোতাবেক সে দুই ধরে নিয়ে বাকী দু-রাকাত পূর্ণ করলো। এখন যেহেতু এক রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই সে সাহু সাজদা করবে। কিন্তু সাহু সাজদা করার আগেই তার মনে পড়ে গেলো নামাজ ঠিকই আছে। এখন সে কি করবে?

ইমাম নাব্বী এ ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত উল্লেখ করেছেন,

১. এই ব্যক্তি সাহু সাজদা করবে না। যেহেতু সাহু সাজদার কারণ এক রাকাত বৃদ্ধি হলো কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা কিন্তু এখানে সে সন্দেহ উপস্থিত নেই তাই সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই। ইমাম জুয়াইনী, ইমামুল হারামাইন, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখের মত এটাই।

২. এই ব্যক্তি সাহু সাজদা করবে। যেহেতু শেষ পর্যন্ত সন্দেহের উপর টিকে থাকা সাহু সাজদার কারণ নয় বরং যখন কোনো কাজ বৃদ্ধি করছে তখন সন্দেহের ভিত্তিতে করছে কিনা সেটাই ধার্তব্য। অতএব নামাজের অংশও হতে পারে আবার অতিরিক্তও হতে পারে এমন আশঙ্কা সত্ত্বেও যদি কেউ একটি রাকাত বৃদ্ধি করে তবে তার উপর সাহু সাজদা আবশ্যক হয়ে যায়। যদিও পরে তার স্মরণ হয়ে যায় যে, আসলে রাকাত সংখ্যা

ঠিকই আছে। শাফেয়ী মাজহাবের বেশিরভাগ আলেম এই মতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম নাব্বী নিজেও এটাকে বেশি সঠিক বলেছেন।

এই মতটিই বেশি সঠিক। কারণ, রসুলূল্লাহ ﷺ সন্দেহের উপর নির্ভর করে কিছু রাকাত আদায় করে সাহু সাজদা করতে বলেছেন। রাকাত আদায়ের পর সন্দেহ চলে যাওয়া বা না যাওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য করেন নি।

তাছাড়া হাদীসে বলা হয়েছে, এভাবে কিছু রাকাত আদায়ের পর সাহু সাজদা করলে যদি নামাজ আসলে বৃদ্ধি হয়ে থাকে তা জোড় হয়ে যাবে আর যদি সঠিক থাকে তবে শয়তান লাঞ্ছিত হবে। এখন সন্দেহর বশবর্তী হয়ে কিছু রাকাত আদায়ের পর যদি সে নিশ্চিত হয় যে রাকাত বৃদ্ধি হয়েছে বা নামাজের রাকাত সংখ্যা ঠিকই আছে তবু কোনো যায় আসে না কারণ উভয় অবস্থায় সাহু সাজদার কাজ রয়েছে।

অতএব উক্ত হাদীসে সাহু সাজদার কারণ হলো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নামাজে এমন কিছু বৃদ্ধি করা যা এক হিসেবে নামাজের অংশ বলে গণ্য হলেও অন্য হিসেবে অতিরিক্ত হিসেবেও গণ্য হতে পারে। যদিও পরে দেখা যায় তা আসলে অতিরিক্ত নয়। কেবল অতিরিক্ত হতেও পারতো কেবল এ কারণেই সাহু সাজদা আবশ্যক হবে। আর যদি সে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু বৃদ্ধি করে যা কোনো হিসেবেই অতিরিক্ত নয় তবে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে তারা বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। ধরা যাক একজন ব্যক্তি দুই রাকাত আদায় করার পর সন্দেহ হয় দুই রাকাত আদায় করেছি নাকি তিন রাকাত আদায় করেছি। এই সন্দেহের পর সে দুই রাকাত ধরে নিয়ে আরো দুই রাকাত আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিন্তু এক রাকাত আদায় করার পর তার মনে পড়ে যায় যে নামাজ আসলে দুই রাকাতই হয়েছিল ফলে বাকী এক রাকাত সে নিশ্চিতভাবে নামাজে অংশ মনে করেই আদায় করে।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো এই ব্যক্তি নামাজের মধ্যে বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা সহ কোনো রকাত আদায় করে নি। এখানে সন্দেহে পতিত হওয়ার পর থেকে সন্দেহ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত সে যা কিছু করেছে সেটা কিন্তু দুটি সম্ভাবনার আলোকেই মূল নামাজের অংশ বলেই গণ্য হয় অতিরিক্ত নয়। যেহেতু নামাজ যদি পূর্বে দুই রাকাত হয়ে থাকে তবে এটা তৃতীয় রাকাত আর যদি তিন রাকাত হয়ে থাকে তবে চতুর্থ রাকাত। কোনো

অবস্থাতেই অতিরিক্ত নয়। অতএব সে এমন কোনো রাকাত আদায় করেনি যা অতিরিক্ত হতে পারে। এখন যদি একটি রাকাত আদায় করার পর তার সন্দেহ দূর না হয় ফলে সে তৃতীয় রাকাত থেকে উঠে দাড়িয়ে শেষের রাকাতটি শুরু করে। তার দৃষ্টিতে এই রাকাতটি চতুর্থও হতে পারে পঞ্চমও হতে পারে। অর্থাৎ এটা নামাজের অংশও হতে পারে আবার অতিরিক্তও হতে পারে। এখন যদি তার মনে পড়ে যায় এটা আসলে চার নং রাকাত তবু তাকে সাহু সাজদা করতে হবে। যেহেতু সে সন্দেহের উপর ভিত্তি করে এমন কিছু করেছে যা অতিরিক্ত হলেও হতে পারতো। আর এটাই সাহু সাজদার কারণ।

সাহু সাজদা নামাজকে জোড় করে দেবে এর অর্থ কি?

আমরা দেখেছি হাদীসে বলা হয়েছে, (فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ) "যদি সে পাঁচ রাকাত পড়ে থাকে তবে সাহু সাজদা তার নামাজকে জোড় করে দেবে।" [মুসলিম]

এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম শাওকানী বলেন,

يَعْنِي أَنَّ السَّجْدَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الرَّكْعَةِ؛ لِأَنَّهُمَا رُكْنَاهَا، فَكَأَنَّهُ بِفِعْلِهِمَا قَدْ فَعَلَ رَكْعَةً سَادِسَةً فَصَارَتْ الصَّلَاةُ شَفْعًا

এর অর্থ হলো, দুটি সাজদা একটি রাকাত বলে গণ্য হবে এবং দুটি সাজদা করার মাধ্যমে এমন হবে যেনো সে মোট ছয় রাকাত আদায় করেছে এভাবে দুটি সাজদা তার নামাজকে জোড় করে দেবে। [নাইলুল আওতার]

সাধারনভাবে যে কারও নিকট এই ব্যাখ্যাটিই সঠিক সনে হয় কিন্তু এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে কয়েকটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়,

ক) সাহু সাজদার উদ্দেশ্য কি কেবলই নামাজ জোড় করা? নামাজ যে অতিরিক্ত হচ্ছে সেটা কি সমস্যা নয়?

খ) যদি কোনো ব্যক্তি ভুলক্রমে ছয় রাকাত নামাজ আদায় করে ফেলে সেকি সাহু সাজদা করবে না? যেহেতু তার নামাজ জোড় হয়েই রয়েছে নতুন করে জোড় করার প্রয়োজন নেই।

গ) একইভাবে যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ এক রাকাত বেশি পড়ে ফলে তার নামাজ জোড় হয়ে যায় তবে কি সাহু সাজদা করার প্রয়োজন নেই? এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছে, এ আরো এক রাকাত অতিরিক্ত আদায় করবে যাতে তার মূল নামাজ বেজোড়

হয়ে যায় ফলে সাহু সাজদা তাকে জোড় করতে পারে। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রাকাত বৃদ্ধি করা কি সঠিক হতে পারে?

এসব কারণে কেউ কেউ এখানে ভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। মিরয়াতুল মাফাতিহ নামক গ্রন্থে ইবনে হাযার থেকে উল্লেখ করেন,

أي الركعة الخامسة والسجدتان، لرواية أبي داود: كانت الركعة نافلة والسجدتان، أي وصارت صلاته شفعاً باقياً على حاله

এর অর্থ হলো, অতিরিক্ত রাকাত এবং সাজদা (নফল হিসেবে গণ্য হয়ে) মুল নামাজটিকে জোড় করে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে। যেহেতু আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, অতিরিক্ত রাকাত এবং দুটি সাজদা নফল হিসেবে গণ্য হবে।

এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত সঠিক বলে মনে হয়। এর অর্থ হলো, সাহু সাজদা নামাজের অতিরিক্ত রাকাতকে মুল নামাজ থেকে বের করে ফেলে এবং অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ হিসেব গণ্য করে। অন্য কথায় বলা যায়, সাহু সাজদা নামাজে যা কিছু অতিরিক্ত হয়েছে তা মুছে ফেলে এবং মুল নামাজটিকে আগের রুপে ফিরিয়ে দেয়।

ইমাম সুয়ুতি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন,

شفعن لهُ صلَاته أي ردتها إِلَى الشفع أي الْأَرْبَع

নামাজকে জোড় করে দেয় এর অর্থ (পাঁচ নং রাকাতটি মুছে দিয়ে) নামাজকে চার রাকাতে ফেরত দেয়।

এই ব্যাখ্যাকে নিঃসন্দেহে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা যায় যেহেতু নামাজে এক বা একাধিক রাকাত বৃদ্ধি হওয়াটাই একটা ত্রুটি হিসেবে গণ্য অতএব, দুটি সাজদার মধ্যে পাঁচকে ছয় রাকাতে পরিণত করে জোড় করার ব্যাখ্যা দিলে নামজটি জোড় হয় ঠিকই কিন্তু রাকাত সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায় ফলে ত্রুটি নিঃশেষ হওয়ার বদলে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ব্যখ্যাটি গ্রহন করলে রসুলের কথা ‘‘নামাজ জোড় হয়ে যাবে’’ এটা যেমন ঠিক থাকে তেমনি নামাজের সকল ত্রুটি বিচ্যুতিও শেষ হয়ে যায়। অতএব আমরা বলতে পারি, নামাজে যা কিছু অতিরিক্ত হয়েছে তার সাথে সাথে সাহু সাজদা নিজে নফল হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ নামাজের বাইরের বিষয় হিসেবে গণ্য হয় এবং এভাবে মুল নামাজের সংখ্যা ঠিকই থেকে যায়।

অনেকে অবশ্য এখানে নফল হিসেবে গণ্য হওয়া বলতে নফল নামাজ হিসেবে গণ্য হওয়া বুঝেছেন। তাই নামাজ পাঁচ রাকাত হয়েছে এমন প্রমাণিত হলে দুটি সাজদার পরিবর্তে পূর্ণ একটা রাকাত বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। যাতে শেষের দুটি রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হয়। উপরোক্ত হাদীসের এটা একটি ভুল ব্যাখ্যা। যেহেতু ফরজ নামাজের সাথে একই সালামে নফল নামাজ আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। উক্ত হাদীসে নফল বলতে বাড়তি সওয়াবের কাজ বোঝানো হয়েছে নফল নামাজ নয়। যেহেতু শয়তান নামাজ নষ্ট করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে সন্দেহে পতিত করেছে। তাই মহান রব্বুল আলামীন শয়তানকে লাঞ্চিত করার জন্য এই ভুলকে শুধরে নেওয়ার এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে মুল নামাজের সংখ্যাও ঠিক থাকে আবার অতিরিক্ত কিছু সওয়াবও হয়। তিনি তাকে সাহু সাজদা করতে আদেশ করেছেন। সাহু সাজদা তার নামাজের সকল অতিরিক্ত বিষয়কে নফলে পরিণত করে তথা নামাজের বাইরের বিষয়ে পরিণত করে ফলে মুল নামাজের সংখ্যা ঠিকই থাকে।

হাদীসে নামাজ জোড় হয়ে যাওয়া বলতে মূল সংখ্যায় ফিরে আসাকেই বোঝানো হয়েছে। যেহেতু বেশিরভাগ নামাজ জোড়। তাই জোড় দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কিন্তু জোড় বেজোড় সব নামাজের উপর এই একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে নামাজ জোড় সাহু সাজদা তার অতিরিক্তকে মুছে দিয়ে তাকে জোড় করে দেবে। আর যে নামাজ বেজোড় সাহু সাজদা অতিরিক্তকে মুছে দিয়ে তাকে বেজোড় করে দেবে। অতএব ভুল সংঘটিত হলে স্বেচ্ছাক্রমে একটি রাকাত বৃদ্ধি করার কোনো এখতিয়ার নেই। বরং রসুল যে দুটি সাজদা করতে বলেছেন কেবল তাই করবে। ঐ দুটি সাজদার মাধ্যমেই তার সকল ভুল শুধরে যাবে এবং নামাজের আসল রুপ ফিরে আসবে।

শয়তানকে লাঞ্চিত করার অর্থ কি?

এর অর্থ দুরকম হতে পারে,

ক) যেহেতু আল্লাহ শয়তানকে সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু সে তা করেনি তাই সে অভিশপ্ত হয়েছে। কিন্তু আদম সন্তান বেশি বেশি সাজদা করছে এটা দেখে সে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরবে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষ যখন কুরান শুনে সাজদা করে তখন শয়তান কেঁদে কেঁদে বলে,

أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

আদম সন্তানকে সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হলো সে তা করলো ফলে তার জন্য জান্নাত হয়ে। গেলো আর আমাকেও সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি তা করেনি ফলে আমার জন্য জাহান্নাম। [সহীহ মুসলিম]

খ) এখানে শয়তানে লাঞ্চিত হওয়া বলতে এটাও বোঝানো হতে পারে যে, সে মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে নামাজে ভুল করিয়ে দেয় এর মাধ্যমে সে হয়তো আশা করেছিলো নামাজটি নষ্ট হয়ে যাবে বা কমপক্ষে অপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ দুটি সাজদার মাধ্যমে সে ভুলকে শুধরে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কেবল তাই নয় বরং অতিরিক্ত রাকাত এবং এই দুটি সাজদাকে অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ বলে গণ্য করেছেন। ফলে হিতে বিপরীত হয়েছে। এই সাজদার মাধ্যমে শয়তানের সব চেষ্টা ব্যার্থ হয়েছে এবং তার সব আশা হতাশায় পরিণত হয়েছে। এটাই হলো তার লাঞ্চিত হওয়া। এ সম্পর্কে আবু হুরাইরা ﵁ এবং আবু সাঈদ আল খুদরী ﵁ এর হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করলে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ সলাতে দাড়ালে শয়তান এসে ধোকা দিয়ে তার নামাজে ভুল করিয়ে দেয়। পরে এই ভুল শুধরানোর জন্য তিনি দুটি সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন হয়তো এটা বেজোড় রাকাতকে জোড় করে দেবে অথবা শয়তানকে লাঞ্চিত করবে। বোঝায় যায় ভুলের সাথে যেহেতু শয়তানের একটা সম্পর্ক আছে অতএব ভুল শুধরে নেওয়ার মাধ্যমে সে লাঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

ইমাম শাওকানী শয়তান লাঞ্চিত হওয়ার ব্যাখ্যায় বলেন,

لِأَنَّهُ لَمَّا قَصَدَ التَّلْبِيسَ عَلَى الْمُصَلِّي وَإِبْطَالَ صَلَاتِهِ كَانَ السَّجْدَتَانِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الثَّوَابِ تَرْغِيمًا لَهُ، فَعَادَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِمَا قَصْدُهُ بِالنَّقْصِ

যেহেতু সে ইচ্ছা করেছিল ওয়াসওয়াসা দিয়ে নামাজী ব্যক্তির নামাজ নষ্ট করে দেবে কিন্তু দুটি সাজদার মাধ্যমে (নামায তো কবুল হয়েই গেলো) তার অতিরিক্ত সওয়াব হলো। ফলে এর মাধ্যমে সে লাঞ্চিত হলো। যেহেতু তার উদ্দেশ্যের উল্টো হয়ে গেলো।

[নাইলুল আওতার]

এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, বেজোড় রাকাতকে জোড় করার মতোই শয়তানকে লাঞ্ছিত করাও সাহু সাজদার পৃথক একটি উদ্দেশ্য। এটা সলাতের বাইরের কোনো বিষয় নয়।

এখানে কেউ হয়তো বলতে পারে কেবল শয়তানকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে যদি সাজদা করা বৈধ হয় তবে তো নামাজের মধ্যে যত খুশি সাজদা করা যাবে। এর সহজ উত্তর হলো, হাদীসে যখন-তখন সাজদা করলে শয়তান লাঞ্ছিত হয় এমন বলা হয়নি বরং যখন আদেশ করা হয় তখন সাজদা করলে শয়তান লাঞ্ছিত হয় এমন বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, শয়তান তখন বলে আদম সন্তানকে সাজদার আদেশ দেওয়া হলো আর সে তা পালন করলো ফলে সে জান্নাত পেলো আর আমাকে আদেশ করা হয়েছিলো কিন্তু আমি তা পালন করিনি ফলে আমি জাহান্নামী হলাম। অতএব যখন এমন কোনো কারণ ঘটে যে-কারণে শরীয়তে সাজদা করার আদেশ দেওয়া হয় তখন সাজদা করলেই শয়তান বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়। শরীয়তের নির্দেশ অমান্য করে নামাজের মধ্যে অকারণে সাজদা করার মাধ্যমে নয়।

<u>নামাজের মধ্যে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রুকু বা সাজদা বৃদ্ধি করা হলে|</u>

এ পর্যন্ত আমরা নামাজের মধ্যে সন্দেহের বশে পূর্নাঙ্গ একটি রাকাত বৃদ্ধি হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি এর মধ্যমে সাহু সাজদা আবশ্যক হয়। এখন যদি এই ঘটনা পুর্নাঙ্গ একটি রাকাতের পরিবর্তে রুকু বা সাজদার ক্ষেত্রে ঘটে তবে বিষয়টা কেমন হবে?

ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি নামাজের মধ্যে আদৌ রুকু করেছে কিনা বা সাজদা দুটি হলো নাকি একটি হলো এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছে এখন সে কি করবে?

সন্দেহ নেই যে, এক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ যেটা কম সেটা ধরে নিয়ে বাকীটা পূর্ণ করবে। ফলে এই ব্যক্তি আরো একটি রুকু করবে বা আরো একটি সাজদা করবে। কিন্তু এর উপর কি সাহু সাজদা আবশ্যক হবে?

সকল আলেম একমত যে, রুকু সাজদার উপর রাকাত বাড়া-কমার বিধানই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কম-বেশি হওয়ার সন্দেহ থাকলে কম ধরে নিয়ে বাকীটা পূর্ণ করার পর সাহু সাজদা করবে।

প্রশ্ন হলো এখানে রাকাতের বিধান রুকু সাজদার উপর প্রয়োগ করার কারণ কি?

এখানে কারণ খুবই স্পষ্ট। প্রথমত বলা যায়, রুকু এবং সাজদা রাকাতের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্গ। এগুলো ছাড়া রাকাত রাকাত হিসেবেই গণ্য হয় না। একারণে রুকু থেকেই রাকাতের নামকরণ করা হয়েছে। অনেক সময় রকাতকে সাজদাও বলা হয়। ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতকে আয়েশা ﵂ বলেছেন (سجدتي الفجر) ফজরের দুটি সাজদা। অর্থাৎ দুটি রাকাত। [আবু দাউদ]

এর সাথে কিয়াম ও বৈঠক তথা রাকাতের শুরুতেই কিরাত পড়ার জন্য দাড়ানো এবং রুকু থেকে উঠে কিছু সময় দাড়ানো, দুই সাজদার মাঝে কিছু সময় বসা ইত্যাদি বিধানকেও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেহেতু রুকু বা সাজদার মতো এসবও রাকাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর নামাজের মধ্যে এর কোনো কিছুই বাড়তি করা যায় না বরং নিয়ম মাফিক করতে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এর কোনো কিছু বাড়তি করলে নামাজ ভঙ্গ হয়। এদিক থেকে কিরাত বা অন্যান্য যিকির-আযকারের সাথে এসব বিধানের পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু সেগুলো যত ইচ্ছা বৃদ্ধি করা যায় তাতে নামাজ ভঙ্গ হয় না। নামাজে কোনো ক্ষতিও হয় না। কিন্তু, রুকু, সাজদা, কিয়াম, বৈঠক ইত্যাদি কাজ নিয়মের বাইরে আদায় করলে নামাজ নষ্ট হয় যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

যদি সন্দেহের বশে নামাজের অংশও হতে পারে বাড়তিও হতে পারে এমন আশঙ্কার উপর ভিত্তি করে এসবের কোনো কিছু আদায় করে তবে তার নামাজ ভঙ্গ হবে না যেহেতু তার ওজর রয়েছে কিন্তু তাকে সাহু সাজদা করতে হবে।

এ হিসেবে আমরা সাহু সাজদার প্রথম কারনটিকে এভাবে উল্লেখ করতে পারি,

নামাজের অংশ নাকি অতিরিক্ত এই সন্দেহের ভিত্তিতে এমন কোনো কাজ করা যা ইচ্ছাকৃতভাবে অতিরিক্ত হলে নামাজ ভঙ্গ হয়।

এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে সন্দেহের বশে একটি পূর্ণাঙ্গ রাকাত বৃদ্ধি করা যেমন সাহু সাজদার কারণ প্রমানিত হয় তেমনটি রাকাতের খন্ডিত অংশ তথা, রুকু, সাজদা, কিয়াম, বৈঠক ইত্যাদি যে কোনো কাজ যা ইচ্ছাকৃতভাবে করলে নামাজ ভঙ্গ হয় এই সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। আশা করি বিষয়টি সবার বোধগম্য হয়েছে।

এখন কেউ বলতে পারে, সম্পূর্ণ একটি রাকাত বৃদ্ধি না হয়ে কেবল রুকু বা সাজদা বৃদ্ধি হলে সাহু সাজদা কিভাবে নামাজকে জোড় করবে?

উপরে আমরা জোড় করার যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি তা স্মরণ রাখলে খুব সহজে এর উত্তর নির্ণয় করা সম্ভব। আমরা বলেছি সাহু সাজদা নামাজকে জোড় করে দেবে এর অর্থ হলো, নামাজে যা কিছু অতিরিক্ত হয়েছে তা নামাজের বাইরে নিক্ষেপ করে নামাজকে তার মূল রূপে ফিরিয়ে আনবে। এ হিসেবে বলা যায় যদি সম্পূর্ণ একটি বা কয়েকটি রাকাতকে সাহু সাজদা এভাবে মুঝে ফেলতে পারে তবে রুকু বা সাজদার মতো খন্ডিত অংশ মুছে ফেলা আরও সহজ। আশা করি বিষয়টি বুঝতে কারো কষ্ট হবে না।

*** দ্বিতীয় কারণঃ ভুলক্রমে নামাজের মধ্যে এমন কোনো কাজ করে ফেলা যাতে এমনিতে নামাজ ভঙ্গ হয়|**

এ প্রসঙ্গে আমরা আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসটির দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। যেখানে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ একবার চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে দেন। পরে যখন সাহাবায়ে কিরাম তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি ফিরে গিয়ে বাকী দু’রাকাত সলাত আদায় করলেন এবং শেষে দুটি সাজদা করলেন। এই হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কিরামের মত হলো, যে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ হওয়ার আগেই ভুলক্রমে সালাম ফিরায় সে বাকী সলাত পূর্ণ করবে এবং সাহু সাজদা করবে। প্রশ্ন হলো, এই বিধান কি কেবল নামাজের মধ্যে সালাম ফিরিয়ে ফেলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে নাকি এর সাথে কিয়াস করে অন্য কোনো ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা যাবে।

সাহনুন رحمه الله বলেছেন,

إِنَّمَا يَبْنِي مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ لِأَن ذَلِك وَقع غَيْر الْقِيَاس فَيُقْتَصَرُ بِهِ علي مورد النص

কেবল দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে ফেলার কারণেই এমন করা যাবে যেমনটি জুল ইয়াদাইনের হাদীসে উল্লেখিত আছে। কেননা এই বিধান দেওয়া হয়েছে কিয়াসের বিপরীত। তাই হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তার উপর সীমাবদ্ধ থাকতে হবে (কিয়াস করে অন্য কিছুর উপর এই বিধান দেওয়া যাবে না)। [ফাতহুল বারী]

কথাটি উল্লেখ করার পর ইবনে হাযার আসক্বালানী رحمه الله বলেন,

وَأَلْزَمَ بِقَصْرِ ذَلِكَ عَلَى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَيَمْنَعُهُ مَثَلًا فِي الصُّبْحِ

এ কথার প্রতিবাদে বলা হয়েছে, এই হিসেবে তো হাদিসটি এসেছে জোহর বা আসরের সলাতের ক্ষেত্রে। অতএব ফরজ বা অন্যান্য সলাতের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না হওয়ার কথা। [ফাহতুল বারী]

অর্থাৎ যদি মোটেও কিয়াস না করা হয় তবে এই প্রকারের হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, এক নামাজে সাহু সাজদা করা হবে অন্য নামাজে তা করা হবে না। আর নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় এমন মন্তব্য সঠিক হতে পারে না। অর্থাৎ সঠিক কথা হলো, এই হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাতে কিয়াস করে এই বিধান প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু কিয়াস করতে হলে তো আগে কারণ জানতে হবে। প্রশ্ন হলো, এই হাদীসে সাহু সাজদার কারণ কি?

সামান্য চিন্তা করলেই কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

মূল কথা হলো, যেহেতু সালাম হলো কালাম অর্থাৎ কথা। অতএব সালামের মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হওয়ারই কথা ছিলো কিন্তু এটা ভুল ক্রমে হয়েছে তাই মুছল্লীকে একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বাকী নামাজ পূর্ণ করার পর সাহু সাজদার মাধ্যমে ভুল শুধরে নেওয়ার।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ হাদীসে মাধ্যমে সাহু সাজদার নতুন একটি মূলনীতি পাওয়া যায়। আর তা হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে যা কিছু করলে নামাজ ভঙ্গ হতো সেগুলো ভুলক্রমে করলে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু সাহু সাজদা করতে হবে। এই মূলনীতি গ্রহণ করলে যা কিছুর মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হয় যেমন অন্যান্য কথা-বার্তা, রুকু-সাজদা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি কোনো কিছু যদি ভুলক্রমে হয় তবে সাহু সাজদা আবশ্যক হবে।

ওলামায়ে কিরামের নিকট সামগ্রিকভাবে এ মূলনীতি গ্রহণযোগ্য।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বলেন,

وَفِيهِ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ لِمَنْ أَتَى بِالْمُنَافِي سَهْوًا

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যদি কেউ ভুলক্রমে নামাজ ভঙ্গের মতো কোনো কাজ করে তবে নামাজ পূর্ণ করবে (এবং সাহু সাজদা করবে)। [ফাহতুল বারী]

ইবনে কুদামা ﵀ বলেন,

فَإِنَّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلَاةَ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ لِأَجْلِ السَّهْوِ شُرِعَ لَهُ السُّجُودُ

যা স্বেচ্ছায় করলে সলাত ভঙ্গ হয় যদি ভুলক্রমে করার কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হয় তবে সাজদা সাহু করতে হয়। [আল-মুগনী]

এছাড়া বিভিন্ন ফিকাহ গ্রন্থে রুকু বা সাজদাতে কুরআন তিলোয়াত করা, রুকু থেকে দাড়িয়ে তাশাহুদ পাঠ করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে সাজদা করা না করার আলোচনায় প্রায়ই বলা হয়েছে, যেহেতু এটা স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না তাই ভুলক্রমে করার কারণে সাজদা করতে হবে না।

মাওয়াহিবুল জালীলে বলা হয়েছে,

أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُفْسِدُ عَمْدُهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ

যা কিছু স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না তা ভুলক্রমে করলে সাজদা করতে হবে না।

বেশ কিছু স্থানে তারা অবশ্য এ মূলনীতির বাইরেও মতামত ব্যক্ত করেছেন সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই মূলনীতি ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহনযোগ্য আর হাদীসের মাধ্যমেও তা সমর্থিত। অতএব সাহু সাজদার মাসয়ালাতে আমরা দ্বিতীয় একটি মূলনীতি পেলাম। আর তা হলো,

যা কিছু স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হয় তা যদি ভুলক্রমে কেউ করে তবে তার নামাজ ভঙ্গ হবে না কিন্তু তাকে সাহু সাজদা করতে হবে।

কেউ কেউ বলতে পারে, যেহেতু সালাম ফেরানোর মাধ্যমে বোঝা যায় সে রাকাত সংখ্যা ভুলে গেছে তাই তার উপর সাহু সাজদা আবশ্যক হচ্ছে। এ হিসেবে অন্যান্য যেসব আমলের মাধ্যমে রাকাত ভুলে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় সেখানেও সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে। এ হিসেবে বেজোড় রাকাতকে জোড় মনে করে বসে পড়া বা মাঝের বৈঠককে শেষের বৈঠক মনে করে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ পড়তে শুরু করলে সাজদা সাহু আবশ্যক হওয়া উচিৎ।

কেউ কেউ বলতে পারে এই ব্যাখ্যাটি অধিক শক্ত। যেহেতু অন্য যে সকল হাদীসে রাকাত সংখ্যা ভুলে যাওয়ার কারণে সাহু সাজদা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ ব্যাখ্যা তার সাথে মিলে যায়। তবে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায় এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা মুগীরা ইবনে শো'বা ﵁ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا , فَلْيَجْلِسْ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ , فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا , فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ , وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নামাজ পড়তে গিয়ে (মাঝের বৈঠকে) না বসে উঠে পড়ে তবে সম্পূর্ণ দাড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত (মনে পড়লে) সে পুনরায় বসে যাক। তার সাজদা করার প্রয়োজন নেই। আর যদি সম্পূর্ণ দাড়িয়ে যায় তবে নামাজ চালিয়ে যাক এবং শেষে বসা অবস্থায় দুটি সাজদা করুক। [শারহে মায়ানিল আছার]

এছাড়া হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাযা বিভিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন। হাদিসটির কোনো কোনো বর্ণানার রাবীরা দূর্বল হলেও সবগুলো বর্ণনার সমন্বয়ে তা সহীহ প্রমাণিত হয়। একারণে ফোকাহায়ে কিরাম হাদীসটির বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। শায়েখ আলবানী ﵀ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই ব্যক্তি মাঝের বৈঠক না করে উঠে পড়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ দাড়িয়ে না পড়লে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনরায় ফিরে গিয়ে বৈঠক সম্পন্ন করতে আদেশ করছেন। কিন্তু এভাবে রাকাত সংখ্যা ভুলে গিয়ে দাড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার উপর সাহু সাজদা আবশ্যক করেন নি। মাঝের বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ পাঠ করা অথবা বেজোড় রাকাতকে জোড় মনে করে বসে পড়ার তুলনায় এভাবে বৈঠক ছেড়ে দাড়িয়ে যাওয়াটা যে অনেক বেশি ভুল সে বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যে কোনো ভাবে রাকাত সংখ্যা ভুলে গেছে এটা প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সাজদা সাহু আবশ্যক হয় না। যতক্ষণ না অতিরিক্ত হতে পারে এমন আশঙ্কার উপর নির্ভর করে কোনো কাজ করে।

এই হাদীসে আমরা দেখেছি, রসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে রাকাত সংখ্যা ভুলে গেছেন এবং দু'রাকাত সলাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে বহু সংখ্যক সাহাবীর স্বক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি আসলেই দুরাকাত পড়েছেন। ফলে বাকী দু'রাকাত পূর্ণ করে তিনি সাহু সাজদা করেছেন। স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, এখানে শেষ পর্যন্ত রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল এমন নয়। তবু তিনি সাহু সাজদা করেছেন। অর্থাৎ রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কারণে নয় বরং নামাজের মাঝে সালাম ফেরানোর কারণেই তিনি সাহু সাজদা করেছেন। এটাই হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য। এর উপর আমল করাটাই অধিক সঙ্গত। একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারি। সে হিসেবে একজন ব্যক্তি নামাজ সম্পন্ন হয়েছে মনে

করে সালাম ফেরানোর পর যদি তার নিশ্চিত মনে পড়ে যে, এক কি দুই রাকাত বাকী রয়েছে তবে বাকী নামাজ পূর্ণ করে সে সাহু সাজদা করবে। একইভাবে একজন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে হঠাৎ কাউকে দেখে ভুলক্রমে তাকে সালাম দিয়ে ফেলে তার উপরও সাহু সাজদা প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ যদিও সে রাকাত সংখ্যা ভুলে না যায়। এখানে সালাম ফেরানোর সাথে সাথে রাকাত সংখ্যা ভুলে যাওয়া শর্ত করা হলে এই ব্যক্তির উপর সাজদা সাহু আবশ্যক হয় না। কিন্তু বিষয়টি হাদীসের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক মনে হয়। এভাবে হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই অধিক সঙ্গত। এর সাথে রাকাত সংখ্যা ভুলে যাওয়া বা অন্য কোনো শর্ত জুড়ে দেওয়া অনুচিৎ।

<u>প্রথম ও দ্বিতীয় মুলনীতির মধ্যে পার্থক্য</u>

অনেকের নিকট প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি মুলনীতিই একই মনে হতে পারে। যেহেতু উভয় স্থানে অনিচ্ছায় নামাজ ভঙ্গ হওয়ার মতো কাজ করে ফেলার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু উভয় মূলনীতির মধ্য পার্থক্য হলো,

ক) প্রথম ক্ষেত্রে কাজটি করার সময় সেটা নামাজের অংশ হবে নাকি নামাজ ভঙ্গের কারণ হবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল আর এই সন্দেহের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় কাজটি করা হয়েছিলো।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাজটি যে নামাজ ভঙ্গের কারণ তা নিশ্চিত কিন্তু কাজটি করার সময় বিষয়টা স্মরণ ছিল না।

খ) প্রথম ক্ষেত্রে সাজদা সাহুর কারণ হলো, সন্দেহ। যেটা করা হয়েছে সেটা নামাজ ভঙ্গের কারণও হতে পারতো এই সন্দেহের কারণেই সেখানে সাহু সাজদা আবশ্যক হবে।

কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর। এখানে দুই দিক থেকে নিশ্চয়তা থাকতে হবে। কাজটি যে নামাজ ভঙ্গের কারণ সে বিষয়ে যেমন নিশ্চিত থাকতে হবে নামজের মধ্যে কাজটি যে সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। এর কোনোটিতে সন্দেহ থাকলে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেউ হয়তো ভুলক্রমে কোনো একটি কাজ করেছে যা নিশ্চিতভাবে নামাজ ভঙ্গকারী বিষয় এবং পরবর্তীতে তার নিশ্চিতভাবে স্মরণ হয়েছে যে সে উক্ত কাজ করেছে। তবে

সে সাহু সাজদা দেবে। আর যদি সন্দেহ হয় আমি নামাজের মধ্যে কথা বা অন্য কোনো নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছি কিনা তবে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই।

সন্দেহ আর ভুলের মধ্যে এটাই হলো পার্থক্য। আশা করি এর মাধ্যমে উভয় মুলনীতির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই মূলনীতি কি সকল স্থানে প্রযোজ্য নাকি এর কোনো ব্যতিক্রম আছে

অর্থাৎ যা কিছুর মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হয় ভুলক্রমে করলে তার সবই কি মাফ হয়ে যায় এবং সাহু সাজদা করতে হয়?

এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। দ্বিমতটি সহজভাবে বোঝানোর জন্য প্রথমেই আমরা নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেবো।

ক) এমন কিছু নামাজ ভঙ্গকারী বিষয় যা নামাজের মধ্যে এমনিতেই করতে হয়। কিন্তু কিন্তু নিয়ম না মেনে করার কারণে নামাজ ভঙ্গ হয়। যেমন সালাম দেওয়া, অতিরিক্ত রুকু-সাজদা করা ইত্যাদি।

খ) এমন কিছু নামাজ ভঙ্গকারী বিষয় যেগুলো নামাজের মধ্যে কখনই করা হয় না। যেমন কথা-বার্তা বলা, কোনো কিছু খাওয়া বা পান করা অথবা অন্য কোনো আমলে কাছির করা।

প্রথম প্রকারের নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ভুল ক্রমে হলে তাতে ছাড় দেওয়া এবং সাহু সাজদা করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম দ্বিমত করেননি। কিন্তু দ্বিতীয় নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের ব্যাপারে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বললে যেমন নামাজ ভঙ্গ হয় ভুলক্রমে বললেও ভঙ্গ হবে, কেউ বলেছেন, ভুল ক্রমে কথা বললে নামাজ ভঙ্গ হয় না তবে সাহু সাজদা আবশ্যক হয়। অন্যান্য ব্যাপারেও এ ধরণের দ্বিমত বর্ণিত আছে।

এই দুটি প্রকরের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথম প্রকারের আমল যেহেতু নামাজের মধ্যে করতে হয় তাই ভুলক্রমে তা করে ফেলাই স্বাভাবিক এবং তা থেকে বেচে থাকা দূরহ ব্যাপার। তাই তাতে ছাড় দেওয়াটাও যৌক্তিক। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আমল যেহেতু নামাজে কখনও করতে হয় না তাই ভুলক্রমে সেটা খুব বেশি না ঘটারই কথা। আর যদি ঘটেও তবে ওজরযোগ্য না হওয়াই উচিৎ।

কেউ কেউ আবার শেষের প্রকারটি আরও দুইভাগে বিভক্ত করে থাকেন,

ক) যেসব আমল অল্প পরিমাণ করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না কিন্তু বেশি পরিমাণ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়। যেমন নামাজের মধ্যে যে কোনোভাবে আমলে কাছির করা।

খ) যেসব আমল কম-বেশি যাই করা হোক নামাজ ভঙ্গ হয়। যেমন খানা-পিনা করা, কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি।

তারা বলেছেন প্রথম প্রকারে কোনো সাহু সাজদা নেই। এসব কাজ যদি কেউ কম পরিমাণে করে তবে তার নামাজ ভঙ্গ হবে না আর বশি পরিমাণে করলে নামাজ ভঙ্গ হবে। স্বেচ্ছায় হোক বা ভুলক্রমে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে সাহু সাজদা রয়েছে, যেহেতু স্বেচ্ছায় এসব কাজ অল্প পরিমাণ করলেও নামাজ ভঙ্গ হয় কিন্তু ভুলক্রমে অল্প পরিমাণ করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না কিন্তু সাহু সাজদা আবশ্যক হয়। তবে এই সব কাজ যদি বেশি পরিমাণে কেউ করে তবে প্রথম প্রকারের মতোই তার নামাজ ভঙ্গ হবে সেটা স্বেচ্ছায় হোক বা ভুলক্রমে হোক।

এখানেও উভয় প্রকারের মধ্যে একই পার্থক্য রয়েছে যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। কেননা নামাজের বাইরের কোনো কাজ খুব বেশি সময় ধরে বা বেশি পরিমাণে করাটা মোটেও স্বাভাবিক নয় কিন্তু ভুলক্রমে সামান্য পরিমাণ করে ফেলাটা খুবই স্বাভাবিক। এখন যেসব কাজ সামান্য পরিমাণ করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না বরং বেশি পরিমাণ করতে হয় যেমন আমলে কাছির সেসব কাজ ভুলক্রমে করলেও ছাড় দেওয়া উচিৎ নয় যেহেতু তার কমের সীমা ছাড়িয়ে বেশি পরিমাণ পৌঁছানোর ঘটনা নিতান্তই কম ঘটার কথা আর যদি ঘটেও তবে এমন ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়া অনুচিৎ। কিন্তু যেসব কাজে কম বা বেশিতে কোনো পার্থক্য নেই বরং স্বেচ্ছায় সামান্য পরিমাণ করলেও তাতে নামাজ ভঙ্গ হয় যেমন নামাজের মধ্যে কথা-বার্তা বা খানা-পিনা করা। ভুলক্রমে এসব কাজ অল্প পরিমাণে হয়ে যেতে পারে তাই তা ওজর পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এসব কাজই যদি আবার বেশি পরিমাণে হয় তবে আগের প্রকারের মতোই তাতে ছাড় না দেওয়াটাই যৌক্তিক হবে।

অল্প পরিমান খানা-পিনার ব্যাপারে ঈমান শাফেয়ী থেকে সাহু সাজাদার বিধান বর্ণনা করার পর ইবনে কুদামা তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন,

وَلِأَنَّهُ يُسَوَّى بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ حَالَ الْعَمْدِ. وَيُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ كَالْعَمَلِ مِنْ جِنْسِهَا، وَيُشْرَعُ لِذَلِكَ سُجُودُ السَّهْوِ

যেহেতু স্বেচ্ছায় করলে এটার কম-বেশিতে কোনো পার্থক্য নেই তাই নামাজে তাতে ছাড়া দেওয়া হয় যেমন যেসব কাজ নামাজে এমনিতেই করা হয় (ভুলক্রমে অতিরিক্ত করলে) তাতে ছাড় দেওয়া হয়। অতএব এ কারণে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে।

[আল-মুগনী]

এসব আলোচনার সার কথা হলো,

ক) যেসব কাজ নামাজে এমনিতেই করা হয় যেমন রুকু বা সাজদা বৃদ্ধি করা, সালাম ফেরানো ইত্যাদি। ভুলক্রমে অতিরিক্ত করলে তাতে নামাজ ভঙ্গ হবে না তবে সাহু সাজদা করতে হবে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো দ্বিমত নেই।

খ) যেসব কাজ নামাজে এমনিতে করা হয় না এবং নামাজ ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে তার কম বেশিতে পার্থক্য রয়েছে যেমন নামাজের মধ্যে হাটাহাটি করা বা হাত দিয়ে কোনো কিছু নাড়াচাড়া করা ইত্যাদি। এসব কাজ কম পরিমানে হলে নামাজ ভঙ্গ হবে না স্বেচ্ছায় হোক বা ভুলক্রমে হোক তাই সাহু সাজদার প্রয়োজন থাকবে না কিন্তু বেশি পরিমাণে করলে নামাজ ভঙ্গ হবে স্বেচ্ছায় হোক বা ভুলক্রমে হোক তাই সাহু সাজদার সুযোগ থাকবে না। কেউ কেউ এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

গ) যেসব কাজ নামাজে এমনিতে করা হয় না এবং সেগুলো নামাজে কম বা বেশি যাই করা হোক তাতে নামাজ ভঙ্গ হয়। যেমন কথা-বার্তা বলা বা খানাপিনা করা। ভুলক্রমে সেগুলো কম পরিমাণ করলে সাহু সাজদা করতে হবে কিন্তু বেশি পরিমাণ করলে আগের প্রকারের মতো নামাজ ভঙ্গ হবে। এ বিষয়ে আলেমেদর মাঝে দ্বিমত রয়েছে।

এখন এসব মতামতের মধ্যে কোনটি সঠিক আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবো। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবো প্রথম মতটি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য যেহেতু উপরের হাদীসটির আলোকে প্রমাণিত মূলনীতির সাথে তা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া ওলামায়ে কিরাম সে ব্যাপারে মোটামুটিভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

নামাজের বাইরের কাজে ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে কথা হলো, যারা কম বেশিতে পার্থক্য করতে চাননি তাদের মতামত সম্পূর্ণই অগ্রহণযোগ্য মনে হয়। যেহেতু সাহু সাজদার

হাদীসগুলোতে আমরা দেখি, হাটাহাটি, কথা-বার্তা, ইত্যাদি অনেক নামাজের বাইরে কাজ সংগঠিত হওয়ার পরও সাহু সাজদার মাধ্যমে নামাজ শুদ্ধ হয়েছে।

আর নামাজের বাইরের কাজে যারা কম-বেশিতে পার্থক্য করেছেন তাদের মতামত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

মূল ব্যাপার হলো, সাজদা সাহুর ব্যাপারে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে তার বিভিন্ন স্থানে ভুলক্রমে নানা রকম কাজ সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। তার উল্লেখযোগ্য অংশ নামাজের বাইরের কাজ। যেমন জুল ইয়াদাইনের হাদীসে এসেছে, (ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ) ভুল ক্রমে সালাম ফেরানোর পর রসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদের সামনের দিকে রাখা একটি কাঠের দিকে উঠে গেলেন [বুখারী] আরও বলা হয়েছে, (ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ) এরপর অতি উৎসাহী লোকেরা মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো, তারা বলতে লাগলো, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নামাজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। [বুখারী] ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ পাঁচ রাকাত নামাজ আদায় করলে সাহাবায়ে কিরাম তাকে তা অবহিত করেন। এরপর বলা হয়েছে (فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) তিনি তখন দুটি পা বাকা করে কিবলার দিকে মুখ করলেন এবং দুটি সাজদা করলেন। [বুখারী ও মুসলিম] এ থেকে বোঝা যায় তিনি কিবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এছাড়া অন্য একটি হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে অন্য কারো হাঁচির উত্তরে আল্লাহ তোমাকে রহম করুক এই দোয়া করলে রসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করে তাকে বলেন, নামাজের মধ্যে কথা বলা যায় না। [মুসলিম] কিন্তু তাকে পুনরায় নামাজ আদায় করতে আদেশ করেননি। যেহেতু সে এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল তাই তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটা প্রমাণ করে ভুলক্রমে কেউ কথা বলে ফেললে তাকে ছাড় দেওয়া হবে যেহেতু অজ্ঞতা বশত আর ভুলক্রমে কথা বলার বিধান একই।

এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে নামাজের মধ্যে যেসব বিষয়ে ছাড় দেওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে তার মধ্যে বহু সংখ্যক নামাজের বাইরের বিষয় রয়েছে। তার মধ্যে এমন বিষয়ও রয়েছে যা সাধারনভাবে আমলে কাছির হিসেবে গন্য। অর্থাৎ তা স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হওয়া উচিৎ যেমন নামাজ ছেড়ে উঠে যাওয়া, মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়া, কিবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যতটুকু আমলে কাছিরের মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হয় ভুলক্রমে সেটা যদি কেউ করে তবু তার

নামাজ গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তার উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। অতএব নামাজের বাইরের আমল বেশি পরিমানে করা হলে সাহু সাজদা করা যাবে না বরং নামাজ ভঙ্গ হবে এ কথার অর্থ যদি এটাই হয় আমলে কাছির তথা যতটুকু আমলের মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হয় তবে তা সঠিক মনে হয় না। তবে যদি এর অর্থ হয়, নামাজের মাঝখানে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হওয়া তবে তা গ্রহনযোগ্য। যেহেতু সকলে একমত যে সাহু সাজদার বিধান কেবল তখন প্রযোজ্য হবে যখন মূল নামাজের সাথে তার বিস্তর সময়ের ব্যাবধান সৃষ্টি না হয়। বিস্তর সময়ের ব্যাবধান বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে তবে ইবনে কুদামার মতে সেটা মানুষের বুঝের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। যতটুকু সময় তাদের নিকট অল্প মনে হয় সেটাই অল্প আর যা তাদের নিকট বেশি মনে হয় সেটাই বেশি। যাই হোক, মুল কথা হলো, নামাজের বাইরের কাজ ভুলক্রমেও বেশি পরিমানে করা হলে নামাজ ভঙ্গ হবে এবং পুনরায় শুরু থেকে তা আদায় করতে হবে। এখানে বেশি পরিমাণ বলতে সাধারন আমলে কাছির বুঝলে হবে না। বরং এতবেশি আমল বুঝতে হবে যাতে নামজের মাঝে ব্যাপক সময়ের ব্যাবধান সৃষ্টি হয়। যারা কম এবং বেশি আমলে পার্থক্য করেছেন তার সম্ভবত এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বলেন,

وَالَّذِينَ قَالُوا يَجُوزُ الْبِنَاءُ مُطْلَقًا قَيَّدُوهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الطُّولِ فَحَدَّهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِالْعُرْفِ وَفِي الْبُوَيْطِيِّ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي يَقَعُ السَّهْوُ فِيهَا

যারা সকল প্রকারের নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে ভুলক্রমে হলে নামাজ (ভঙ্গ না করে) পূর্ণ করা যায় এমন বলে তারা এখানে খুব বেশি ব্যাবধান না হওয়াকে শর্ত করেছেন। তবে বেশি ব্যাবধান বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে তারা দ্বিমত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল উম্ম-এ বলেছেন, এটা উরফের (প্রচলিত বিশ্বাস) এর উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে বুউতী নামক কিতাবে তিনি বলেন, একটি রাকাত পরিমান সময়। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে, সে সলাতে ভুল সংগঠিত হচ্ছে তার সমপরিমান সময়। [ফাতহুল বারী]

তবে এই ব্যাবধান সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টা ভিন্ন মাসয়ালা যা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে তা আলাদাভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এ হিসেবে আমরা বলতে পারি যেসব কাজে নামাজ ভঙ্গ হয় ভুলক্রমে তাতে লিপ্ত হলে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়ায় তাতে সাজদা

সাহু আবশ্যক হবে। এখানে নামাজের ভিতরে-বাইরে, কম-বেশি ইত্যাদি কোনো পার্থক্যই বিবেচ্য বিষয় নয়।

অর্থাৎ প্রথম মূলনীতিটির মতোই দ্বিতীয় মূলনীতিটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভুলক্রমে রাকাত বা রুকু-সাজদা বৃদ্ধি করার পর স্মরণ হলে কি করণীয়?

উপরে আমরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রুকু-সাজদা বা সম্পূর্ণ রাকাত বৃদ্ধি করা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি, রাকাত বা রাকাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন রুকু-সাজদা, কিয়াম, বৈঠক ইত্যাদি আমল প্রয়োজন পরিমাণ করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হলে, নিশ্চিত হওয়ার জন্য তা প্রয়োজন পরিমাণ আদায় করবে এবং পরে সাহু সাজদা করবে। যদি দেখা যায় আসলে নামাজে বৃদ্ধি ঘটেছে তবে সাহু সাজদা সেগুলো মুছে মূল নামাজকে ঠিক রাখবে আর যদি বাড়তি কিছু না ঘটে থাকে তবে সাহু সাজদা শয়তানকে লাঞ্চিত করবে।

দেখা যাচ্ছে এখানে বাড়তি কিছু হতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে সাহু সাজদা করতে হচ্ছে। এখন যদি নামাজী নিশ্চিত হয় যে, তার নামাজে একটি রাকাত বা রুকু সাজদার মতো আমল আসলেই বৃদ্ধি ঘটেছে। ভুলক্রমে সে এমনটি করেছে। তবে তার বিধান কি হবে?

আলেমরা সকলে একমত যে এক্ষেত্রে সে সাহু সাজদা করবে। কিন্তু বিষয়টি উপরের দুটি মূলনীতির মধ্যে কোনটির সাথে সংশ্লীষ্ট তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমতের কারণে এক্ষেত্রে সাজদা সালামের আগে হবে নাকি পরে হবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়। যেহেতু প্রথম ক্ষেত্রে সাজদা সালামের আগে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সালামের পরে হবে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেউ মনে করেছেন এসব বিষয় প্রথম মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের যুক্তি হলো, যখন একটি রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সেজাকে জোড় করার জন্য সাহু সাজদা করতে হয় তখন নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি হয়েছে এমন প্রমাণ হলে তো তাকে জোড় করার জন্য সাহু সাজদা করা আরও বেশি যৌক্তিক।

হাম্বালী মাজহাবে এ বিষয়ে দুটি মতই রয়েছে। ইবনে কুদামা ﵀ বলেন,

وَاخْتُلِفَ فِي مَنْ سَهَا فَصَلَّى خَمْسًا، هَلْ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ

যে ব্যক্তি ভুলক্রমে পাঁচ রাকাত নামাজ আদায় করে সে আগে সাজদা করবে নাকি পরে সে বিষয়ে দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। [আল-মুগনী]

তবে ইবনে তাইমিয়ার মতে ভুলক্রমে রাকাত বা রুকু-সাজদা বৃদ্ধি করা হলে তা ভূলক্রমে সালাম দিয়ে ফেলার সাথে যুক্ত করাই অধিক সঙ্গত। ভুলক্রমে তাশাহুদ পরিত্যাগ করা বা রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ার সাথে নয়। তিনি বলেন,

إِذَا زَادَ غَيْرَ السَّلَامِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ كَرَكْعَةِ سَاهِيًا أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ سَاهِيًا فَهَذِهِ زِيَادَةٌ لَوْ تَعَمَّدَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَالسَّلَامِ فَإِلْحَاقُهَا بِالسَّلَامِ أَوْلَى مِنْ إِلْحَاقِهَا بِمَا إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ شَكَّ وَبَنَى عَلَى الْيَقِينِ

যখন কেউ সালাম ছাড়া নামাজের মধ্যে করতে হয় এমন আমল যেমন রাকাত, রুকু, সাজদা ইত্যাদি ভুলক্রমে বৃদ্ধি করে তবে যেহেতু এসব আমল স্বেচ্ছায় বৃদ্ধি করলে নামাজ ভঙ্গ হতো তাই এগুলোকে তাশাহুদ পরিত্যাগ করা বা সন্দেহে পতিত হলে যতটুকু নিশ্চিত তার উপর ভিত্তি করার সাথে যুক্ত করার চেয়ে সালামের সাথে যুক্ত করাই অধিক সঙ্গত। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

সাহু সাজদার দুটি মূলনীতির মাঝে আমরা যে পার্থক্য বর্ণনা করেছি সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ইবনে তাইমিয়ার কথায় সত্য প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ভুলক্রমে রাকাত বা রুকু সাজদা বৃদ্ধি করার বিষয়টি আসলে দ্বিতীয় মূলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথম মূলনীতি নয়। যেহেতু প্রথম মূলনীতিতে সাহু সাজদা হচ্ছে সন্দেহের উপর আর দ্বিতীয় মুলনীতিতে তা হচ্ছে ভুলক্রমে নামাজ ভঙ্গকারী কোনো কাজ করে ফেলার পর নিশ্চিতভাবে তা স্মরণ হওয়ার কারণে। ভুলক্রমে রাকাত বা রুকু সাজদা বৃদ্ধি করার পরে তা স্মরণ হওয়ার বিষয়টি তাই দ্বিতীয় মূলনীতির সাথে অধিক সমঞ্জস্যপূর্ণ।

তাছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, একটি রাকাত বৃদ্ধি করার কারণে রসুলূল্লাহ ﷺ সালাম ফেরানোর পর সাহু সাজদা করেছেন। ঐ হাদীসে সলামটা অবশ্য তিনি ভুলক্রমে ফিরিয়েছিলেন ইচ্ছাকৃত নয়। তাই অনেকে মনে করেছেন, সালাম ফেরানোর আগে রাকাত বৃদ্ধির বিষয়টি স্মরণে আসলে তিনি সালামের পূর্বেই সাহু সাজদা করতেন। এ কথার অর্থ হলো এই ঘটনায় রসুলুল্লাহ ﷺ আসলে সালমের পূর্বেই সাহু সাজদা করেছেন। প্রথমে ভুল ক্রমে সালাম ফিরিয়েছেন সেটা তিনি গণ্য করেননি। পরে সাহু সাজদা করে আবারও সালাম

ফিরিয়েছেন। সেটাই আসলে নামাজের সালাম। ভুলক্রমে করা সালামটাকে বাদ দিলে এই সাহু সাজদা সালামের আগে বলেই প্রমাণিত হয়।

বিপরীত দিকে এমনও বলা যায় যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এখানে সালামের পরে সাজদা করতে চেয়েছেন। তবে যেহেতু পূর্বে সালাম সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে তাই পুনরায় সালাম ফেরানোর প্রয়োজন হয়নি। ফলে কেবল সাহু সাজদা করেছেন। আর পরে যে সালাম ফিরিয়েছেন সেটা সাহু সাজদার সালাম। যুল ইয়াদাইনের হাদীসের আমরা সাহু সাজদার পরে সালাম ফেরানোর প্রমাণ পেয়েছি। সুতরাং এই ঘটনায় সাহু সাজদা আসলে সালামের পরে হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে এই ঘটনায় সাহু সাজদা সালামের আগে বা পরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে হাদীসের শেষে দেখা যায় রসুলুল্লাহ ﷺ পরে বলেছেন, এই দুটি সাজদা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নামাজে কম-বেশি হওয়ার সন্দেহ করে ফলে বেশি সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে নামাজ পূর্ণ করে সে সালামের পরে সাহু সাজদা করবে। [বুখারী]

এর ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, রসুলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনায় যে সাজদা করেছেন তা সালামের পরের সাজদা।

এখন প্রশ্ন হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ সাজদাটি করেছেন বাড়তি রাকাতটির কারণে নাকি নামাজের মাঝে সালাম-কালাম করে ফেলার কারণে? এর স্পষ্ট উত্তর হলো, উভয় কারণেই। যেহেতু দুটি কারণের যে কোনো একটি ঘটলেই সাহু সাজদা আবশ্যক হয় এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ সাজদা করেছেন একটিই এর মাধ্যমে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি প্রমাণিত হয়,

ক) ভুলক্রমে সালামক-ালাম করার মতোই একটি রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার কারণে সালামের পরে সাজদা করতে হয়।

খ) একটি রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার কারণে সালামের আগেই সাজদা করতে হয় কিন্তু এখানে যেহেতু সালামের আগে ও পরে দুই প্রকার সাজদা একত্রিত হয়েছে তাই একটির মাধ্যমে অন্যটিকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নামাজের পরের সাজদাটি আদায় করে আগের সাজদাটি পরিত্যাগ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে প্রমাণিত

হবে যদি একই নামাজে আগে ও পরে দুই প্রকার সাজদা একত্রিত হয় তবে পরেরটি আদায় করার মাধ্যমে আগেরটিও আদায় হয়ে যাবে।

এখানে দুই দিকে সম্ভাবনা সমান মনে হয়। কিন্তু একটি বিষয়ে চিন্তা করলে বিষয়টির চুড়ান্ত সমাধান করা সম্ভব। আর তা হলো, একটি রাকাত বৃদ্ধি করার মাধ্যমে যদি সালাম ফেরানোর আগে সাহু সাজদা করা আবশ্যক হয় তবে সাহু সাজদা নামাজের একটি অংশ হিসেবে গণ্য হয়। এখন বাইরের দুটি সাজদার মাধ্যমে ভেতরের দুটি সাজদাকে পরিত্যাগ করা সঠিক মনে হয় না। যেহেতু নামাজের বাইরের কোনো বিষয়ের কারণে নামাজের ভিতরের কোনো অংশকে পরিত্যাগ করা বৈধ মনে হয় না। বরং নামাজের ভেতরের কোনো অংশকে পরিত্যাগ করতে হলে তার বদলে নামাজের ভিতরেই কিছু করা উচিৎ। যেমন তাশাহুদের বৈঠক পরিত্যাগ করার কারণে নামাজের ভিতরে সালাম ফেরানোর পূর্বে দুটি সাজদা করতে হয়। অতএব এখানে একটি রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার কারণে নামাজের ভিতরে সাজদা আবশ্যক হলে বাইরে সাজদার কারণে তা পরিত্যাগ করা হতো না বরং হয়তো ভিতরের সাজদার কারণে বাইরের সাজদাটি পরিত্যাগ করা হতো। সে হিসেবে বলা যায়, সালাম ফেরানোর মতোই একটি রাকাত বৃদ্ধির মাধ্যমেও নামাজের বাইরেই তথা সালাম ফেরানোর পরই সাজদা করতে হয়। অর্থাৎ এই নামাজে কেবল একটি প্রকারের সাজদা আবশ্যক হয়েছিলো দুই প্রকারের নয়।

তাছাড়া ইবনে মাসউদ ﵁ এর হাদীসে, সালাম, কথা-বার্তা, রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি যা কিছুর কারণে সালামের পরে সাজদা করা হয়েছে ঐ সকল কাজের ক্ষেত্রে পরে সালামের বিষয়টিই প্রমাণিত হবে এটাই স্বাভাবিক। তার মধ্যে কোনো একটির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রমাণ করতে হলে ভিন্ন দলীলের প্রয়োজন যা এখানে অনুপস্থিত।

অতএব, সঠিক কথা হলো, নামাজের মধ্যে সন্দেহের ভিত্তিতে রাকাত বা রুকু সাজদা বৃদ্ধি করা হলে সেটা প্রথম মূলনীতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তাকে সালামের পূর্বে সাজদা করতে হবে কিন্তু ভুলক্রমে রাকাত বা রুকু সাজাদ বৃদ্ধি করা হলে সেটা দ্বিতীয় মূলনীতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে সালামের পর সাহু সাজদা করতে হবে।

*** তৃতীয় কারণ: ভুলক্রমে প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করা**

উপরে উল্লেখিত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা ﵁ বর্ণিত হাদীসে আমরা দেখেছি, রসুলুল্লাহ ﷺ দুই রাকাতের পর বৈঠক না করে উঠে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি এ কারণে সাহু সাজদা করেন। মুগীরা ইবনে শো'বা বর্ণিত হাদীসে আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা পেয়েছি। সেখানে এসেছে যদি কেউ মাঝের বৈঠক ভুলে যায় এবং সোজা হয়ে দাড়ানোর আগেই তার স্মরণ হয় তবে সে ফিরে এসে মাঝের বৈঠক আদায় করবে। সাহু সাজদা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি সে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাড়িয়ে পড়ে তবে ফিরে আসবে না। বরং বাকী নামাজ আদায় করে সাহু সাজদা করবে।

এ হাদীসের কারণে সকলে একমত যে, ভুলক্রমে মাঝের বৈঠক পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হয়। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে আর কি কি কাজের উপর এই বিধান প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। প্রথম বৈঠকের বিধান কি সে বিষয়ে দ্বিমতের কারণেই এই দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম বৈঠকের ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

ক) প্রথম বৈঠক ফরজ তবে তা শেষ বৈঠক এবং রুকু সাজদার মতো ফরজ নয়। যেহেতু সেগুলো ভূলক্রমে বা স্বেচ্ছায় যে কোনো ভাবে পরিত্যাগ করলে নামাজ শুদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রথম বৈঠক স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে নামাজ ভঙ্গ হবে। কিন্তু ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদার মাধ্যমে নামাজ শুদ্ধ হবে। শাফেয়ী ও হাম্বালী মাজহাবের মত এটাই। এর উপর ভিত্তি করে অন্য যেসব আমলকে এই পর্যায়ের মনে হয় সেগুলো স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে নামাজ নষ্ট হবে কিন্তু ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হবে এমন বলা হয়।

খ) প্রথম বৈঠক ফরজ নয়। তবে ওয়াজিব যা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করলে পাপ হবে তবে নামাজ হয়ে যাবে। আর ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হবে। হানাফী মাজাহাবের এটাই মত। এর উপর ভিত্তি করে অন্য যেসব আমল এই পর্যায়ের মনে হয় সেগুলোর উপর তারা একই বিধান প্রয়োগ করে থাকে।

গ) প্রথম বৈঠক সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করলে পাপও হয় না নামাজও ভঙ্গ হয়না। তবু ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাজদা করতে হয়। এটা মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের মত। এ হিসেবে অন্যান্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদার উপরও তারা একই বিধান প্রয়োগ করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি নয় বরং দুটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হবে এমন বলেন। কারণ উপরোক্ত হাদীসে আসলে দুটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পরিত্যাগ করা হয়েছে, মাঝের বৈঠক এবং তাতে তাশাহুদ পাঠ করা।

সকল মতের আলেমরা একই হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। যারা প্রথম বৈঠককে ফরজ বলেছেন তারা বলেছেন, যদি এটা ফরজ নাই হতো তবে এর জন্য দুটো অতিরিক্ত সাজদা করা কেনো বৈধ হলো? যারা বলেছেন এটা ফরজ নয় তারা বলেন, যদি এটা ফরজই হতো তবে এটা পরিত্যাগ করে কেবল সাহু সাজদার মাধ্যমে নামাজ কিভাবে শুদ্ধ হলো? রুকু বা সাজদা পরিত্যাগ করলে তো এভাবে নামাজ হয় না যতক্ষণ না পরিত্যাক্ত রুকু বা সাজদা আদায় করা হয়। উপরের দল এর উত্তরে বলেন, এটা প্রথম বৈঠকের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ নিয়ম। যেমন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকু পায় সে ঐ রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হয় অথচ সে ফরজ কিরাত আদায় করিনি। ইমাম তার এই ফরজ দায়িত্বটি বহন করেন। রুকু বা সাজদা কিন্তু ইমাম বহন করে না। এটা কিরাতের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিধান। এর অর্থ এই নয় যে, কিরাত পড়া ফরজ নয়। কেউ কেউ সমন্বয় সাধন করে বলেছে এটা ফরজ নয় তবে ওয়াজিব। স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে নামাজ হয়ে যায় কিন্তু পাপ হয় আর ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হয়।

এখন এসব মতের মধ্যে কোনটি সটিক সেটা বুঝতে হলে আমাদের ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করতে হবে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, এই হাদীসটির সব রকম ব্যাখ্যা করা যায়। অতএব এই হাদীসটি আপাতত আড়ালে রেখে আমরা চিন্তা করে দেখবো মাঝের বৈঠকের কি বিধান প্রমাণিত হয়। সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। কয়েকটি দৃষ্টিকোন থেকে আমরা চিন্তা করতে পারি,

ক) মাঝের বৈঠক নামাজের একটি প্রকাশ্য আমল যা রসুলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত আদায় করেছেন। অন্য দিকে নামাজ হলো একটি মুজমাল তথা অস্পষ্ট বিধান রসুলের আমলের মাধ্যমে স্পষ্ট হবে। নিয়ম হলো, কোনো মুজমাল বিধানের ব্যাখ্যায় রসুলুল্লাহ ﷺ আমল যেভাবে করে দেখাবেন সেভাবেই সেটা করা ফরজ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ রসুল যেভাবে দেখালেন তার বিপরীতে অন্য কোনোভাবে ঐ আমলটি করা যায় কিনা সেটা আমরা জানি না। তবে যদি কোনো কাজ তিনি একবার করেন একবার পরিত্যাগ করেন

তাহলে বোঝা যাবে ঐ কাজটি ফরজ নয়। এ হিসেবে রুকু-সাজদা ইত্যাদি ইবাদতের মতো প্রথম বৈঠক ফরজ প্রমাণিত হয়।

অনেকে বলবেন, এই হাদীসে প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে তা ফরজ প্রমাণিত হবে কেনো? এর সহজ উত্তর হলো, কোনো কিছু পরিত্যাগ করা আর কোনো ক্ষেত্রে তার পরিবর্তে ভিন্ন কিছু করতে বলা এক জিনিস নয়। কেননা সেক্ষেত্রে দুটোর একটা যে করতে হবে তা নিশ্চিত হয়। যেমন বিশেষ অবস্থায় ওজুর বদলে তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওজু বা তায়াম্মুমের যে কোনো একটি অবশ্যই করতে হবে। ভুলের ক্ষেত্রে প্রথম বৈঠক পরিতাগ করার বদলে সাহু সাজদা করতে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রথম বৈঠক করতে হবে, আর ভুলে গেলে সাহু সাজদা করতে হবে। এর অন্যধা হলে নামাজ নষ্ট হবে।

খ) সাহু সাজদার বিধানের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারবো এটা সাধারন কোনো বিষয় নয়। কেননা অকারণে অতিরিক্ত সাজদা করা নামাজকে নষ্ট করে। তাই বিশেষ কোনো অবস্থা ছাড়া সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয় না। যেখানে নামাজ ভঙ্গ হওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় সেখানেই সাহু সাজদার বিধান আসে। পূর্বের দুটি কারণ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা সেটা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখেছি, যা স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হয় ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদা আবশ্যক হয় এই বিষয়টি ওলামায়ে কিরামের নিকট মুলনীতি হিসবে গণ্য হয়েছে। এ হিসেবে বলা যায়, প্রথম বৈঠক ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া হয়েছে। এর স্পষ্ট অর্থ হলো তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হবে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট।

গ) শেষ কথা হলো, প্রথম বৈঠকের সাথে শেষের বৈঠকের সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি উভয় বৈঠকে যা পাঠ করা হয় তাতেও আংশিক মিল রয়েছে। এখন শেষের বৈঠক ফরজ হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। কিয়াসের নিয়ম অনুযায়ী মাঝের বৈঠকের উপরও একই বিধান প্রযোজ্য হওয়া যুক্তির দাবী।

এ হিসেবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম বৈঠক নামাজের ফরজ কাজগুলোর মধ্যে একটি। তবে অন্যান্য ফরজের সাথে এর পার্থক্য হলো, এটা ভুলক্রেমে পরিত্যাগ করলে নামাজ নষ্ট হয়না। বরং সাহু সাজদা করতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো একটা

ফরজের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন বিধান থাকতে পারে। যেমন ইমামের পিছনে কিরাত না পড়া বা নফল নামাজে কিয়াম না করা ইত্যাদি। এই ব্যতিক্রমের কারণে মুল বিধানটিকে অস্বীকার করা যায় না বরং ব্যতিক্রমটি স্বীকার করে নিতে হয়।

এটা হলো, প্রথম বৈঠকের বিধান সম্পর্কে আলোচনা। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, প্রথম বৈঠক রুকু-সাজদার মতোই ফরজ। তবে কেবল ভুলক্রমে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য ফরজের সাথে তার পার্থক্য রয়েছে।

<u>এই মূলনীতি অন্য কোথাও প্রযোজ্য হবে কি?</u>

এখন প্রশ্ন হলো, আর কি কি কাজ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ যা নিজে ফরজ ফলে স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হয় কিন্তু ভুলক্রমে পরিত্যাগ করা হলে সাহু সাজদার মাধ্যমে সলাত আদায় হয়ে যায়?

যারা প্রথম বৈঠককে ফরজ মনে করেননি বরং ওয়াজিব বা সুন্নাত মনে করেছেন তারা তাদের মতামত অনুসারে অন্যান্য ওয়াজিব বা সুন্নাত পরিত্যাগের কারণে সাহু সাজদার কথা বলেছেন। এখানে সেগুলো উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু প্রথম বৈঠকের বিধান সম্পর্কেই তাদের সাথে আমাদের দ্বিমত রয়েছে তাই সে আলোকে যেসব উদাহরণ তারা বর্ণনা করবেন তার সাথে আমাদের মতের মিল হবে না সেটাই স্বাভাবিক। আমরা বলছি, প্রথম বৈঠক ফরজ কিন্তু তা অন্যান্য ফরজের মতো নয় যেহেতু ভুলের ক্ষেত্রে তাতে ছাড় রয়েছে। হাম্বালী মাজহাবের আলেমরা একই কথা বলেছেন। এখন আমাদের দেখতে হবে তারা এর সাথে আর কি কি বিধানকে যুক্ত করেছেন।

ইবনে কুদামা বলেন,

وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ تَكْبِيرَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ، وَتَسْبِيحَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَوْلَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَقَوْلَ: رَبِّي اغْفِرْ لِي - بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ -، وَالتَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، وَاجِبٌ

আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে প্রশিদ্ধ মত হলো, নামাজে ওঠা নামা করার সময় তাকবীর বলা, রুকু-সাজদাতে তাসবীহ পাঠ করা, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলা, রব্বানা লাকাল হামদ বলা, দুই সাজদার মাঝে রব্বিগফিরলী বলা এবং প্রথম তাশাহুদ ওয়াজিব।

[আল-মুগনী]

দেখা যাচ্ছে, হাম্বালী মাজহাবে এই সকল কাজ প্রথম তাশাহুদের মতোই ওয়াজিব হিসেবে গণ্য। একারণে তারা এসব কাজ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। তারা বলেছেন এগুলো স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে নামাজ ভঙ্গ হবে কিন্তু ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হবে।

তবে এসব কাজের বেশিরভাগই বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের নিকট সাধারন সুন্নাত হিসেবে গণ্য যা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হয় না। তবে এগুলো ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে কেউ কেউ সাহু সাজদার কথা বলেছেন। যেহেতু অনেকের মতে সুন্নাত কাজ ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে এসব বিষয় সুন্নাত হওয়ার মতও বর্ণিত আছে।

ইবনে কুদামা বলেন,

وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে একটি মতে এসব বিষয় ওয়াজিব নয়। বেশিরভাগ আলেমের মত এটাই। [আল-মুগনী]

এসব কাজ নামাজের মধ্যে আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে হাম্বালী মাজহাবের আলেমদের দলীল হলো, এসব বিষয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ রয়েছে। বেশিরভাগ আলেম এসব বিষয়কে আবশ্যক বিধান মনে করেননি। কারণ রসুলূল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ সব সময় আবশ্যক বিধান বোঝায় না বরং অনেক সময় সুন্নাত বা মুস্তাহাব বোঝায়। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে চিন্তার বিষয় হলো, এসব কাজ যদি আবশ্যক বলেই গন্য হয় তবে তো অন্যান্য আবশ্যক কাজের মতো এগুলো স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে যে কোনো অবস্থায় পরিত্যাগ করলে নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কথা। তাহলে কিভাবে জানা গেলো যে এগুলো ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদার মাধ্যমে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে? প্রথম বৈঠকের ক্ষেত্রে তো বিষয়টা দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে তাই সাধারন নিয়মের বাইরে তা আমরা গ্রহণ করেছি। কিন্তু এসব বিধানের সাথে প্রথম বৈঠকের কি সম্পর্ক আছে যার কারণে প্রথম বৈঠকের সাথে এসব বিধানকে কিয়াস করা হবে?

এখানে একটা সুক্ষ্ম ব্যাপার রয়েছে আর তা হলো, হাম্বালী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম প্রথম বৈঠকের সাথে এসব বিধানকে কিয়াস করেননি বরং প্রথম বৈঠকে যে তাশাহুদ

পাঠ করা হয় তার সাথে এসব বিধানকে কিয়াস করেছেন। যেহেতু উক্ত তাশাহুদও দোয়া বা তাসবীহ আর উপরে উল্লেখিত বিধানসমূহও তাই। তারা বলেছেন, বৈঠক তো মূল উদ্দেশ্য নয় বরং তাশাহুদই হলো মুল উদ্দেশ্য। কিন্তু বসে ছাড়া তাশাহুদ আদায় হয় না। তাই বৈঠকটি গুরুত্ব পাচ্ছে। উক্ত হাদীসে আসলে সাহু সাজদা ছিল তাশাহুদ পরিত্যাগ করার কারণে আর বৈঠক তার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি তারা তাশাহুদের বৈঠককেই মুল উদ্দেশ্য মেনে নিতেন অথব বৈঠক এবং তাশাহুদ একত্রে মিলিয়ে একটা আমল হিসেবে গণ্য করতেন তবে তার সাথে ঐ সকল দোয়া বা যিকিরের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পেতেন না। কেবল নামাজের শেষের বৈঠক ছাড়া। কিন্তু শেষের বৈঠকের ব্যাপারে যেহেতু সকলে একমত যে, তা ফরজ। তাই তার সাথে মাঝের বৈঠকে কিয়াস করতেন না। সেক্ষেত্রে মাঝের বৈঠক পরিত্যাগ করার কারণে সাহু সাজদার বিধানের সাথে অন্য কোনো বিধানকে তারা যুক্ত করতেন না। যেহেতু এই বিধানটি নিজেই একটি নিয়ম বিরুদ্ধ বিধান। তাই এর সাথে অন্য কোনো কিছুকে কিয়াস না করাটাই এখানে অধিক সঙ্গত বিবেচিত হতো। যেভাবে নফল নামাজে কিয়াম ফরজ নয়। এর উপর কিয়াস করে অন্য কোনো ফরজকে পরিত্যাগ করা বৈধ বলা হয় না। এখানেও তেমনটি করাই যুক্তি সঙ্গত হতো।

তাহলে এখানে মূল প্রশ্ন দাড়িয়ে যাচ্ছে, বৈঠকটিই উদ্দেশ্য নাকি তাশাহুদ পাঠ করা। এর উত্তরে আমরা বলবো, তাশাহুদের বৈঠকটিই উদ্দেশ্য তাশাহুদ পাঠ করা নয়।

এর সহজ কারণ হলো, বৈঠকে বসা নামাজের প্রকাশ্য সুরত হিসেবে গণ্য তাশঅহুদ পাঠ করা তেমন নয়। তাছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে প্রথমেই তশাহুদ শিক্ষা দেননি। বরং সাহাবায়ে কিরাম নিজ থেকে বলতে থাকেন, (السَّلَامُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ) আল্লাহর উপর সালাম, অমুক অমুক ফেরশতার উপর সালাম। একথা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ নিজেই সালাম। অর্থাৎ আল্লাহর উপর সালাম কথাটা সঠিক নয়। তোমরা বরং এভাবে বলো। এরপর তিনি তাশাহুদের কালিমা শিক্ষা দেন। [বুখারী ও মুসলিম] এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তাশাহুদ ফরজ নয়। যদি এটা ফরজ হতো তবে তিনি নামাজ শুরু করার আগেই নিজ থেকেই তা সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া যে কথাগুলোর বদলে তাশাহুদ শিক্ষা দেওয়া হলো সেটা তো ফরজ ছিলো না অতএব তার বদলে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাও ফরজ হবে না এটাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া আরও একটি বিষয়ে চিন্তা করুন। যখন রসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের তাশাহুদ শিক্ষা দেননি বিধায় তারা নিজের মতো করে দোয়া পাঠ করতেন তখনও তিনি মাঝের বৈঠক করতেন নাকি করতেন না? এর সহজ উত্তর হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ জীবনে কখনও মাঝের বৈঠক ছাড়া কোনো সলাত পড়েছেন এটা প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ যখন তাশাহুদ শিক্ষাই দেননি তখনও তিনি বৈঠক করেছেন তাহলে কিভাবে বলা যায় তাশাহুদ পাঠ করাটাই আসল আর বৈঠকটা তার সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং আসল হলো বৈঠকটি আর তাতে তাশাহুদ পাঠ করার বিষয়টি পরে এসেছে এবং তা এসেছে সাহাবায়ে কিরামের ভুল দোয়া পাঠ করার পরিবর্তে সঠিক দোয়ার পাঠ করার শিক্ষা দিয়ে। রসুল প্রথমেই তা শিক্ষা দেন নি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় বিষয়টি ফরজ নয়।

কেউ হয়তো বলতে পারে, আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত আছে, নামাজ প্রথমে দুই রাকাত দুই রাকাত করে ফরজ করা হয়েছিল। পরে সফরে নামাজের রাকাত ঠিকই রাখা হয় আর মুকীম অবস্থায় চার রাকাত করে দেওয়া হয়। [বুখারী] এমনও তো হতে পারে, যখন তাশাহুদের শিক্ষা দেওয়া হয়নি তখন নামাজ দুই রাকাতই ছিল অতএব মাঝের বৈঠকের কোনো প্রয়োজনই হয়নি।

এর উত্তর হলো, আয়েশা ﵂ এর এই বর্ণনার বিপরীত বর্ণনাও রয়েছে। আর সে কারণে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে নামাজ এভাবে ফরজ করা হয়েছিল নাকি প্রথমেই চার রকাত বিশিষ্ট নামাজ চার রাকাতই ফরজ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে (فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ علي لسان نبيكم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ،) আল্লাহ তার নবীল মাধ্যমে সফরে দুই রাকাত আর মুকীম অবস্থায় চার রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন। [মুসলিম]

তাছাড়া বেশিরভাগ আলেম আয়েশা ﵂ এর ভাষ্য অনুযায়ী আমল করেননি। এই হাদীসের ভাষ্যমতে প্রমাণিত হয়, সফরে নামাজ দুরাকাতের বেশি আদায় করা বৈধ নয় বরং হারাম। যেমন ফজরের নামাজ চার রাকাত আদায় করা বৈধ নয়। এ হিসেবে সফরে দুই রাকাত পড়া ফরজ হওয়া উচিৎ। কিন্তু বেশিরভাগ আলেমের মতে তা ফরজ নয় বরং সুন্নাত। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে চার রাকাত পড়াও বৈধ। ইমাম কুরতুবী বলেন,

وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الْقَصْرَ سُنَّةٌ

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বেশিরভাগ আলেমের মতে সফরে কসর করা সুন্নাত

তাছাড়া মুসাফির মুকীমের পিছনে নামাজ পড়লে সম্পূর্ণ পড়বে এটা ইজমা। [কুরতুবী] যদি সফরে ফরজ দুরাকাতই হতো হবে এমন করা বৈধ হতো না।

এমনকি আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নিজেই সফরে সম্পূর্ণ সলাত আদায় করেছেন। [বুখারী]

এসব কারণে বহু সংখ্যক আলেম আয়েশা ﵂ এর হাদীসটির ভাষ্যকে গ্রহণ করেন নি। তারা বলেছেন, নামাজ যেভাবে এখন আদায় করা হচ্ছে সেভাবেই ফরজ হয়েছে।

তাছাড়া আয়েশা ﵂ এর উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, কেবল চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজগুলো বাড়া-কমা হয়েছে ফজর এবং মাগরিবের সলাতে কোনো বাড়া-কমা হয়নি। যেহেতু এই দুটি সলাত সর্বাবস্থায় একই রকম পড়া হয়। আয়েশা ﵂ থেকে অন্যান্য রেওয়াযেতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, (إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا) অর্থাৎ মাগরিব ছাড়া কেননা তা শুরুতেই তিন রাকাত ছিলো। [মুসনাদে আহমাদ]

অতএব, মাগরিবের সলাত শুরু থেকেই তিন রাকাত ছিল আর তার মাঝে বৈঠকও ছিল। এতে প্রমাণিত হয় তাশাহুদের আগেই বৈঠক এসেছে। অতএব তাশাহুদই মুল উদ্দেশ্য এটা সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হলো, তাশাহুদের বৈঠক ফরজ আর তাশাহুদ পাঠ করা সুন্নাত। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

অতএব যদি কেউ বৈঠকে বসে কিন্তু তাশাহুদ পাঠ না করে তার ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। যেহেতু সে ফরজ আদায় করেছে কিন্তু সুন্নাত পরিত্যাগ করেছে। স্বেচ্ছায় এটা করে থাকলে তার নামাজ ভঙ্গ হয় না। অতএব ভুলক্রমে তা করলে সাহু সাজদা আবশ্যক হবে না। ফরজ কেবল বৈঠকটি যা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে সলাত ভঙ্গ হয় আর ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা আবশ্যক হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, যে হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ মাঝের বৈঠক পরিত্যাগ করে উঠে পড়েছিলেন সে হাদীসেও বলা হয়েছে। (مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوس) তিনি যে বসতে ভুলে গিয়েছিলেন সে কারণে সাজদা করলেন। [বুখারী ও মুসলিম]

এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় আসলে বৈঠকটিই উদ্দেশ্য তাশাহুদ নয়। ইমাম শাওকানী বলেন,

مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوس، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ إِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ تَرْكِ الْجُلُوس لَا لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ، حَتَّى لَوْ أَنَّهُ جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ لَا يَسْجُدُ

“বৈঠক পরিত্যাগ করার কারণে” এই কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় সাহু সাজদা করতে হয় বৈঠক পরিত্যাগ করার কারণে তাশাহুদ পরিত্যাগ করার কারণে নয়। অতএব যদি সে তাশাহুদ পরিমাণ বসে কিন্তু তাশাহুদ পাঠ না করে তবু সাহু সাজদা করতে হবে না। [নাইলুল আওতার]

যদি এটাই সঠিক হয় তবে এর সাথে অন্য কোনো বিধানকে কিয়াস করা সম্ভব নয়। যেহেতু তাশাহুদের বৈঠকের সাথে নামাজের অন্য কোনো আমলের সাদৃশ্য নেই। কেবল শেষের বৈঠক ছাড়া কিন্তু সে ব্যাপারে প্রথম বৈঠকের বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যেহেতু শেষের বৈঠক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় ফরজ হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। তাছাড়া সাজদা সাহু করতে হলেও তো বসতে হবে আর এর মাধ্যমেই শেষের বৈঠক আদায় হয়ে যাবে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, তাশাহুদ ছাড়া নামাজের অন্য কোনো আমল পরিত্যাগ করার কারণে সাহু সাজদা করতে হবে না। কেননা যদি সেটা ফরজ হয় তবে তো তা পুনরায় আদায় করা ছাড়া সলাত হবে না আর যদি সুন্নাত হয় তবে সাহু সাদজা ছাড়াই নামাজ শুদ্ধ হবে। সেক্ষেত্র সাহু সাজদা করা অনর্থক হবে আর এভাবে অনর্থক সাজদা করা নামাজ ভঙ্গের কারণ যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

সুতরাং সাহু সাজদার এই তৃতীয় কারণটি একান্তই মাঝের বৈঠকের জন্য খাস। এর সাথে অন্য কোনো আমল যুক্ত করা যাবে না। অতএব এটাকে মূলনীতি না বলে সাধারণ একটা নীতি বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

এমনকি এটাকে তৃতীয় একটা মূলনীতি হিসেবে গণ্য না করে দ্বিতীয় মুলনীতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যেহেতু দ্বিতীয় মুলনীতিতে আমরা বলেছি যা কিছু স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হয় সেটা ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদা করতে হয়।

এখানে আমরা দেখছি মাঝের বৈঠক সেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে নামাজ ভঙ্গ হয় কিন্তু ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদা আবশ্যক হয়। এদিক থেকে উভয়ের মাঝে মিল পাওয়া যায়। তবে দুটোর মধ্যে পার্থক্য হলো,

ক) প্রথম সূত্রটি যা করলে নামাজ ভঙ্গ হয় সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর পরেরটি যা না করলে নামাজ ভঙ্গ হয় তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ) প্রথম সূত্রটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যা কিছু করলে নামাজ ভঙ্গ হয় তার কোনো কিছু ভুলক্রমে করলে তা সাহু সাজদার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি কেবল মাঝের বৈঠক ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু রুকু-সাজাদা, কিরাত, ইত্যাদি যা কিছু না করলে নামাজ ভঙ্গ হয় সেগুলোর কোনোটিই সাহু সাজাদার মধ্যমে শুধরে নেওয়া যায় না। বরং পুনরায় আদায় করতে হয়।

তাই মাঝের বৈঠকের কারণে সাজাদা করার বিষয়টিকে সকল মূলনীতির বাইরে পৃথক একটি নীতি হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়।????

যেসব ভুলে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া সঠিক নয়|

উপরে আমরা ইবনে হাযাম ও অন্যান্য আলেম থেকে উল্লেখ করেছি, সাহু সাজদার ক্ষেত্রে সাধারন মূলনীতি হলো, যেসব কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করলে নামাজ ভঙ্গ হয় সেগুলো ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদা করতে হয়। উপরের আলোচনায় উল্লেখিত হাদীসমূহের মাধ্যমে এই কথাটিই চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি হাদীসে সেসব স্থানে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া হয়েছে তার যে কোনোটি ইচ্ছাকৃতভাবে করলে নামাজ গ্রহণযোগ্য হয় না। ইচ্ছাকৃতভাবে রাকাত বা রুকু-সাজদা বৃদ্ধি করা হলে নামাজ ভঙ্গ হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের মাঝে সালাম-কালাম করলেও নামাজ ভঙ্গ হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে তাশাহুদের বৈঠক পরিত্যাগ করলেও সঠিক মতে নামাজ ভঙ্গ হয়। ভুলক্রমে এই সাব কাজ সংঘটিত হলে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ হলো, নামাজ ভঙ্গ হওয়ার মতো গুরুতরো ভুল সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রেই কেবল সাহু সজাদার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর বাইরে কোনো ভুল-ত্রুটির জন্য সাহু সাজদার বিধান প্রমাণিত নয়। কোনো কোনো আলেম অবশ্য রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাধারন কিছু কথার উপর ভিত্তি করে যে কোনো ভুলের ক্ষেত্রে সাহু সাজাদার বিধান দিতে চেয়েছেন। যেমন রসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী

فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যায় তবে দুটি সাদজা করুক। [সহীহ মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে,

إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের মধ্যে কম-বেশি করে তবে দুটি সাজদা করবে।

[মুসলীম]

উপরোক্ত মূলনীতির বাইরে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটিকে যারা সাহু সাজদার কারণ হিসেবে গণ্য করেন। কেনো তারা এমন বলেন তার ব্যাখ্যায় ইবনে কুদামা প্রায়ই এই সকল হাদীসকে পেশ করেছেন। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি এই মতকে খন্ডায়ন করে বলেছেন, যেহেতু এসব কাজ ইচ্ছাকৃত করলে নামাজ ভঙ্গ হয়না তাই তা ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া উচিৎ নয়। আর যদি দিতেও হয় তবু তা আবশ্যিকভাবে নয় বরং সুন্নাত বা মুস্তাহাব হিসেবে। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয়ে তার কিছু কথা উল্লেখ করবো। এখানে মূল বিষয় হলো, হাদীসে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বাইরে অন্যান্য ভুলত্রুটির কারণে সাহু সাজদার বিধান দিতে চান তারা রসুলের ঐ হাদীসকে পেশ করেন যেখানে সাধারনভাবে ভুল হলে বা কম-বেশি হলে সাহু সাজদা করতে বলা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটি হাদীস নয় বরং অন্য হাদীসের অংশ যেখানে রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ ও ভুল হওয়া বা রাকাত সংখ্যা কম বেশি হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে সেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে এবং এই হাদীসের অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল এই খন্ডিত অংশের উপর ভিত্তি করে সকল ভুলের ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান প্রয়োগ করা সঠিক নয়।

অন্য হাদীসে এসেছে,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ

প্রতিটি ভুলের জন্য সালামের পর দুটি সাজদা করতে হবে। [আবু দাউদ]

আওনুল মা'বুদে বলেন,

فَيُفِيدُ الْحَدِيثُ أَنَّ كُلَّ مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ بِأَيِّ سَهْوٍ كَانَ يُشْرَعُ لَهُ سَجْدَتَانِ وَلَا يَخْتَصَّانِ بِالْمَوَاضِعِ الَّتِي سَهَا فِيهَا النبي وَلَا بِالْأَنْوَاعِ الَّتِي سَهَا بِهَا

এই হাদীস প্রমাণ করে যে কেউ নামাজে যে কোনো ভুল করলে তার জন্য দুটি সাজদা করার বিধান প্রযোজ্য হয় রসুলুল্লাহ যে যে স্থানে সাজদা করেছেন বা যে যে প্রকারের সাজদা করেছেন বিষয়টি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

দেখা যাচ্ছে এই হাদীসের ব্যাপক অর্থের উপর নির্ভর করে কোনো কোনো আলেম যে কোনো ভুলের ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান দেওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই

হাদীসটি বেশিরভাগ মুহাদ্দিসের নিকট অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এ থেকে বোঝা যায় প্রতিটি ভুলের জন্য আলাদা আলাদা দুটি সাজদা হবে এভাবে একই নামাজে একাধিক ভুলের জন্য একাধিক বার সাজদা করতে হবে যা প্রায় সকল আলেমের মতের বিপরীতে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই হাদীসে প্রতিটি ভুলের জন্য সালামের পরে সাজদা করতে হবে এমন বলা হচ্ছে। অথচ তা সালামের পূর্বে সাজদা করার ব্যাপারে বর্ণিত সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে। মোট কথা সনদ দূর্বল হওয়া এবং সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এর উপর ভিত্তি করে সকল ভুলের ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান দেওয়ার চেষ্টা করাও সঠিক নয়।

এখানে আরও একটি সমস্যা হলো সকল ভুলের ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য করার পক্ষে যারা কথা বলেন তারাও অনেক ক্ষেত্রে ছাড় দেন। এভাবে কোথায় সাহু সাজদা করতে হবে আর কোথায় ছাড় দিতে হবে সে বিষয়ে তারা নির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতির অনুসরণ করেন না। শাফেয়ী ও মালেকী মাজহাবে অনেক সময় কিছু সুন্নাতের ক্ষেত্রে সাহু সাজদা করতে বলা হয় কিন্তু অন্য কিছু সুন্নাতের ক্ষেত্রে তা বলা হয় না। কেনো বলা হলো না তার কারণও স্পষ্ট করা হয় না।

যেমন মালেকী মাজহাবে একটি তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া অন্য তাকবীর একটি পরিত্যাগ করা হলে সাহু সাজদা করতে হবে না কিন্তু একাধিক তাকবীর পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা আবশ্যক এমন বলা হয়েছে।

শাফেয়ী মাজহাবে বলা হয়েছে, তাশঅহুদ, দরুদ ইত্যাদি সুন্নাত আদায় করতে ভুলে গেলে সাহু সাজদা করবে কিন্তু অন্যান্য সুন্নাতের ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধঅন প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া শাফেয়ী মাজহাবে সাধারনভাবে বলা হয়, যা কিছু ইচ্ছাকৃত করলে করলে সলাত ভঙ্গ হয় না তা ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদা দিতে হবে না। কিন্তু যদি কেউ রুকুতে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলে তবে তাদের নিকট সঠিক মতে সাহু সাজদা করতে হবে যদিও ইচ্ছাকৃত এমন করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না। ইমাম নাব্বি বরেন,

تستثنى هذه الصورة من لقولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

আমরা যে বলে থাকি যা কিছু স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না তা ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদা করতে হবে না রকুতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার বিষয়টি তার তার ব্যতিক্রম। [মিনহাজ]

এই ব্যাতিক্রমের কারণ কিন্তু স্পষ্ট নয়।

হানাফী মাজাহাবে কোনো রুকুনকে তার স্থান থেকে সরিয়ে অন্য রুকুন বা ওয়াজিব কাজের আগে আদায় করা সাহু সাজদার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এ মূলনীতি কো হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ পাঠ করলে সম্পর্কে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ السَّهْوِ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ

ইমাম আবু হানীফার মতে সাহু সাজদা করতে হবে তার দুই ছাত্রের মতে করতে হবে না। [বাদায়িউস সানাই]

দুই ছাত্র বলেছেন, দরুদ পাঠের মাধ্যমে নামাজে কোনো কমতি হচ্ছে না অতএব সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেছেন যেহেতু এর মাধ্যমে ফরজ কাজ তথা বৈঠক ছেড়ে পরবর্তী রাকাতের জন্য দাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি পিছিয়ে যাচ্ছে তাই সাহু সাজদা করতে হবে দরুদ পাঠ করার কারণে নয়। [বাদায়িউস সানাই]

সে হিসেবে যে কেউ মনের ভুলে নামাজের কোনো অংশে কিছু সময় দেরি করে ফেলে তার উপর সাহু সাজদা আবশ্যক হওয়া উচিৎ। বলাই বাহুল্য যে তা করতে হলে মুছল্লীকে ধীরে সুস্থে নামাজ আদায়ের বদলে তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায় করতে হয়।

তাছাড়া একই গ্রন্থে অন্য স্থানে বলা হয়েছে, (وَلَوْ تَشَهَّدَ مَرَّتَيْنِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ) যদি কেউ দুই বার তাশাহুদ পাঠ করে তবে সাহু সাজদা করতে হবে না। অথচ দুই বার তাশাহুদ পাঠ করার মাধ্যমেও কিয়াম তার যথা স্থান থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে।

আরও বলা হয়েছে,

وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ أَوْ فِي قِيَامِهِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ وَهَذِهِ الْأَرْكَانُ مَوَاضِعُ الثَّنَاءِ

যদি সে রুকু বা সাজদাতে কুরআন পাঠ করে ফেলে তবে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই যেহেতু এটা আল্লাহর প্রশংসা আর এসকল স্থান আল্লাহর প্রশংসারই স্থান।

[বাদায়িউস সানায়ী]

অথচ রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

আমাকে রুকু আর সাজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

[মুসলীম]

এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রুকু আর সাজদা কুরআন পাঠের সঠিক স্থান কিভাবে হলো সেটা আমাদর নিকট বোধগম্য নয়। তাছাড়া তাশাহুদের পর দরুদ পাঠ করার কারণে সাহু সাজদা আবশ্যক হলো অথচ কোনো হাদীসে এটা করতে নিষেধ করা হয়নি আর রুকু-সাজদাতে কুরআন পাঠ করার কারণে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই এমন বলা হলো অথচ হাদীসে এটাকে সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে। এই বৈপরিত্বের কারণ কি সেটাও আমরা বুঝি না। এখানে উচিৎ ছিলো উভয় স্থানে সাহু সাজদার বিধান না দেওয়া যেহেতু দুটি কাজের একটিতেও নামাজ ভঙ্গ হয় না। আর যদি যথা স্থানে আদায় না করার যুক্তিতে সাহু সাজদার কথা বলাই হয় তবে দরুদ পাঠ করার চেয়ে রুকু-সাজদাতে কিরাত পাঠ করার মাধ্যমে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া অধিক যৌক্তিক যেহেতু এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য করাটা অস্পষ্ট ও অবোধগম্য।

দেখা যাচ্ছে, দূর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করে সকল ভুলের ক্ষেত্রে সাহু সাজাদর বিধান প্রয়োগ করতে গেলে ব্যাপক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় যা কোনো মূলনীতির অধীনে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। এর পরিবর্তে সহীহ হাদীসে যেসব কারণে সাহু সাজদা করতে বলা হয়েছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো অসংলগ্নতা থাকে না। হাম্বালী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম এ পথেই হেটেছেন। তারা রসুলুল্লাহ ﷺ যেসব ঘটনায় সাজদা করেছেন কেবল সেই সকল ঘটনা এবং তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনায় সাহু সাজদার বিধান প্রোয়োগ করেছেন। তাই বাইরে সাহু সাজদার বিধান প্রোয়োগের ব্যাপারে তাদের দুটি মত রয়েছে।

এক. এসব ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান প্রয়োগ করা হবে না

দুই. যদি প্রয়োগ করা হয়ও তবু সেক্ষেত্রে সাহু সাজদা করা আবশ্যক হবে না বরং মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে ফলে তা করা না না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকবে।

ইবনে কুদামা উল্লেখ করেন, আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেন,

إِنَّمَا السَّهْوُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السُّجُودُ، مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যেসব ক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ ﷺ সাহু সাজদা করেছেন বলে বর্ণিত আছে কেবল ঐ সকল ক্ষেত্রে সাহু সাজদা আবশ্যক হবে। [আল-মুগনী]

ইবনে কুদামা হাদীসে উল্লেখিত কাজের বাইরের বিষয়ে সাহু সাজদার বিধান দেওয়ার ব্যাপারে বলেন,

فَإِذَا قُلْنَا: يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ. فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِغَيْرِ وَاجِبٍ

যদি আমরা এসব ক্ষেত্রে সাহু সাজদা করতে বলিও তবু সেটা মুস্তাহাব হবে আবশ্যক নয় যেহেতু তা আবশ্যক বিধানের বদলে করা হচ্ছে না। [আল-মুগনী]

অন্য স্থানে তিনি বলেন, সিররী সলাতে জেহরী কেরাত পড়া সম্পর্কে আহামাদ ইবনে হাম্বালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

إِنْ سَجَدَ فَلَا بَاسَ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ

যদি সে সাজদা করে তবে সমস্যা নেই আর যদি না করে তবুও সমস্যা নেই।

[আল-মুগনী]

এই মূলনীতির আলোকে ইবনে কুদামা আল-মুগনীতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করে তাতে সাহু সাজদা করতে হবে না বা করলেও তা আবশ্যক নয় বরং মুস্তাহাব হবে এমন মন্তব্য করেছেন। আমরা এখন সেই সকল বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতো যাতে পাঠক জেনে নিতে পারেন কোন বিষয়ে সাহু সাজদা করার প্রয়োজন নেই।

ক) কোনো কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করার কারণে সাহু সাজদা আবশ্যক করা।

অনেক সময় কোনো কোনো আলেম এমন কিছু কাজকে সাহু সাজদার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন যা মূলতো ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় ভুলক্রমে নয় যেমন শাফেয়ী মাজহাবের একমতে কিছু কিছু সুন্নাত ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করলেও সাহু সাজদা করতে হয় বলে ইমাম নাব্বী আল-মিনহাযে উল্লেখ করেছেন। ইবনে কুদামা আল-মুগনীতে উল্লেখ করেছেন, কেউ কেউ বলেছেন মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে তাশাহুদের বৈঠকে শরীক হলে তাকে সাহু সাজদা করতে হবে যেহেতু তার জন্য ঐ রাকাতটি গণ্য হবে না কিন্তু বৈঠকটি অতিরিক্ত হয়ে যাবে। এই মতটির উপর আপত্তি করে ইবনে

কুদামা বেশ কিছু যুক্তি পেশ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো, সাহু সাজদা ভুলের জন্য করা হয় আর এখানে এই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এ কাজ করছে।

ইবনে হাযার আসক্বালানী বলেন,

أَنَّ السُّجُودَ خَاصٌّ بِالسَّهْوِ فَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْءٍ مِمَّا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ لَا يَسْجُدُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَنَاسٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ

সাহু সাজদা ভুলের ব্যাপারে প্রযোজ্য যেসব বিষয় ভুলক্রমে ঘটলে সাহু সাজদা করতে হয় যদি তার কোনোটি ইচ্ছাকৃতভাবে হয় তবে সাজদা সাহু করা যাবে না। এটাই বেশিরভাগ আলেমের মত। ইমাম গাজ্জালী ও শাফেয়ী মাজহাবের অন্য কিছু আলেম এই মতটিই প্রাধান্য দিয়েছেন। [ফাতহুল বারী]

রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই এই সাজদার নাম দিয়েছেন সাজদা সাহু (سجدتي السهو) তথা ভুলের সাজদা। [মুসলিম]

এই হাদীস প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন,

وَفِيهِ أَنَّهُ سَمَّاهُمَا سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يُشْرَعَانِ إلَّا لِلسَّهْوِ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ

এই হাদীসে দেখা যায় রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই এর নাম দিয়েছেন ভুলের সাজদা এ থেকে বোঝা যায় এ সাজদা করতে হয় কেবল ভুলের ক্ষেত্রে যেমনটি জমহুর আলেম [মাজুমুউল ফাতাওয়া]

ইবনে কুদামা বলেন,

وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِشَيْءٍ فَعَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ عَامِدًا

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কাজ করা বা ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয় না।

পরে এর কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেন,

أَنَّ السُّجُودَ يُضَافُ إلَى السَّهْوِ، فَيَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ، وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِي السَّهْوِ، فَقَالَ «إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْجِبَارِ السَّهْوِ بِهِ انْجِبَارُ الْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي السَّهْوِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْعَمْدِ

যেহেতু এই সাজদাকে বলা হয় ভুলের সাজদা অতএব বোঝা যায় এটা কেবল ভুলের ক্ষেত্রে করতে হয়। তাছাড়া শরীয়তে ভুলের ক্ষেত্রে সাজদা করতে বলা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যায় তবে সে দুটি সাজদা করুক।

ভুলের ক্ষেত্রে সাহু সাজদার মাধ্যমে শুধরে যাবে এর অর্থ এই নয় যে স্বেচ্ছায় কোনো করার ক্ষেত্রেও তাই হবে। যেহেতু ভুলের ক্ষেত্রে তার ওযোর রয়েছে যা স্বেচ্ছায় করার ক্ষেত্রে নই। [আল-মুগনী]

অতএব ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে সাহু সাজদা প্রযোজ্য না হওয়ার মতটিই সঠিক। যেহেতু সাহু সাজদার বিধান এসেছে ভুলের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছার ইচ্ছার নয়। আবার ইচ্ছা আর ভুলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে তাই একটাকে অন্যটার উপর কিয়াস করা চলে না। যে ভুলক্রমে কিছু অনিয়ম করেছে সাহু সাজদার মাধ্যমে তা শুধরে যাবে এটা বলা যায় কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ এমন করলে সাহু সাজদার মাধ্যমে তা শুধরে যাবে এটা বলা যায় না অতএব তাকে সাজদা করতে বলা অর্থহীন। আর পূর্বে আমরা বলেছি নামাজে অর্থহীনভাবে বাড়তি সাজদা করলে নামাজ ভেঙে যায়। একারণে এ ক্ষেত্রে সাহু সাজদা করার বিষয়টি অধিক অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়।

খ) সালাতের এমন কোনো সুন্নাত বা মুস্তাহাব কাজ পরিত্যাগ করা যা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করলেও নামাজ ভঙ্গ হয় না।

সাহু সাজদার তৃতীয় কারণ সম্পর্কে আমরা উল্লেখ করেছি, মালেকী ও শাফেয়ী মাজহাবের আলেমরা প্রথম বৈঠককে ফরজ নয় বরং সুন্নাত মনে করেন তাই যে হাদীসে প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করার কারণে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে তারা যে কোনো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হবে এমন প্রমাণ করেছেন। কোনো কোনো সুন্নাতকে তারা অবশ্য বাদও দিয়েছেন। এভাবে তারা বেশ জটিলতায় পড়েছেন। ইমাম আবু হানীফা প্রথম বৈঠককে ওয়াজিব বলেছেন নামাজের আর যেসব কাজকে তিনি ওয়াজিব বলেন সেগুলোর উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য করেছেন। হাম্বালী মাজাহাবের আলেমদের মতে প্রথম বৈঠক ও তার তাশাহুদ ফরজ তাই ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করলে নামাজ ভঙ্গ হবে আর ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হবে। একারণে তারা অন্য কোনো সুন্নাতে বা মুস্তাহাব আমলের উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য মনে করেননি। বরং যেসব কাজ তাদের নিকট তাশাহুদের মতোই ওয়াজিব মনে হয়েছে সেগুলোর উপর সাহু সাজদার বিধান প্রয়োগ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তারা যেসব কাজকে ওয়াজিব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যেমন রুকু সাজদার তাসবীহ, তাকবীরসমূহ ইত্যাদি এসবই বেশিরভাগ আলেমের নিকট সুন্নাত হিসেবে গণ্য ওয়াজিব বা ফরজ নয়। ইমাম আহমাদ

ইবনে হাম্বাল থেকেও একটি রেওয়ায়েতে এমনই বর্ণিত আছে। উপরে আমরা এই মতটিকেই সমর্থন করেছি। সেই হিসেবে কেবল তাশাহুদের বৈঠক ছাড়া অন্য কোনো আমল পরিত্যাগ করার কারণে সাহু সাজদা করতে হবে না। যেহেতু আমলটি ফরজ হলে তা স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রেমে আদায় না করে নামাজ হবে না আর সুন্নাত হলে তা স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে আদায় না করলেও নামাজ হয়ে যাবে। অতএব কোনো সুন্নাত বা মুস্তাহাব কাজ পরিত্যাগ করার কারণে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া উচিৎ নয়।

যদি কেউ সিররি সলাতে জেহরী কেরাত পড়ে বা তার উল্টো করে তবে তার ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে ইবনে কুদামা দুটি মত উল্লেখ করেছেন।

এক. সাহু সাজদা করার প্রয়োজন নেই।

এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

لِأَنَّهُ سُنَّةٌ، فَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ كرفع الْيَدَيْنِ

যেহেতু এগুলো সুন্নাত তাই এর জন্য সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই যেমন র’ফুল ইয়াদাইন পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করা হয় না। [আল-মুগনী]

ইবনে কুদামা ইমাম আহামাদ ইবনে হাম্বাল ও ইমাম শাফেয়ী সহ বহু আলেম থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আনাস ইবনে মালিক থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন, তিনি জোহর ও আসরে জোরে কিরাত পাঠ করেছেন কিন্তু সাহু সাজদা করেননি।

দুই. আহমাদ ইবনে হাম্বালের অন্য মতে এবং ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফার মতে এক্ষেত্রে সাহু সাজদা করতে হবে।

ইবনে কুদামা বলেন,

فَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا كَانَ السُّجُودُ مُسْتَحَبًّا غَيْرَ وَاجِبٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ

যদি এখানে আমরা সাহু সাজদা করতে বলি তবে সেটা হবে মুস্তাহাব ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে আহমাদ ইবনে হাম্বালের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। [আল-মুগনী]

গ) সলাতে এমন কিছু বৃদ্ধি করা যা ইচ্ছাকৃতভাবে করলে সলাত ভঙ্গ হতো না।

এ বিষয়টি দুরকম হতে পারে। কথা এবং কাজ।

ইমাম নাব্বী বলেন,

وأما الفعل فضربان ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له لان عمده لا يؤثر فسهوه لا يقتضى السجود

কাজ আবার দুই প্রকার। এক. যা স্বেচ্ছায় করলে সলাত ভঙ্গ হয় না, দুই. যা স্বেচ্ছায় করলে সলাত ভঙ্গ হয়। যা স্বেচ্ছায় করলে সলাত ভঙ্গ হয় না যেমন, এদিক-সেদিক দৃষ্টি দেওয়া, দু'এক পা চলা-ফেরা করা তবে তার জন্য সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই যেহেতু তা স্বেচ্ছায় করলে কোনো সমস্যা হয় না তাই তা ভুলক্রমে কর তাতে সাহু সাজদা দেওয়া লাগবে না। [শারহুল মুহাজ্জাব]

সলাতের মধ্যে বেজোড় রাকাতকে জোড় মনে করে কিছু সময়ের জন্য বসে যাওয়া সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, সে সাহু সাজদা করবে। যদিও আমরা বলি বেজোড় রাকাতেও কিছু সময় বসা সুন্নাত কারণ সে এখানে তা উদ্দেশ্য করেনি বরং তাশাহুদ পাঠের জন্য বসেছে তাই এটা ভুল হিসেবে গণ্য। ইবনে কুদামা বলেন,

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ

এমনও বলা যায় যে, তার উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে না যেহেতু এটা স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না তাই তা ভুলে গেলে সাহু সাজদা করতে হবে না।

[আল-মুগনী]

পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীস থেকে এ বিষয়ে মূলনীতি গ্রহণ করা যায়। আমরা দেখেছি যে ব্যক্তি তাশাহুদের বৈঠক পরিত্যাগ করে ভুলক্রমে উঠে পড়ে সম্পূর্ণ দাড়িয়ে পড়ার আগেই তার স্মরণ হলে সে ফিরে এসে বৈঠকটি আদায় করবে। সে ক্ষেত্রে তার সাহু সাজদা করতে হবে না। অথচ সে উঠে দাড়ানো কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো সেখান থেকে আবারও ফিরে এসেছে। বোঝা গেলো, এতটুকু নড়া চড়ার কারণে সাহু সাজদা আবশ্যক হয় না। যেহেতু স্বেচ্ছায় অল্প পরিমাণ নড়া চড়া করলে নামাজ ভঙ্গ হয় না।

এটা গেলো কাজ সম্পর্কে এখন নামাজের মধ্যে উত্তম কথা অর্থাৎ দোয়া, যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি বৃদ্ধি করা সম্পর্কে ইবনে কুদামা বলেন,

أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا بِذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ فِيهَا، كَقَوْلِهِ " آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ " وَقَوْلِهِ فِي التَّكْبِيرِ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذَا لَا يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالسُّجُودِ

যদি কেউ নামাজের মধ্যে এমন কোনো দোয়া বা যিকির করে শরীয়তে যার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যেমন কেউ হয়তো বলল, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন, অথবা তাকবীরের সময় বলল, আল্লাহু আকবার কাবীরা, ইত্যাদি তবে তাকে সাহু সাজদা করতে হবে না। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে (একজন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে হাচি দিয়ে) বলল, আলহামদু লিল্লাহি হামাদান কাছিরান তায়্যিবান মুবারাকান ফিহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা। কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সাহু সাজদা করার নির্দেশ দেননি। [আল-মুগনী]

উল্লেখিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। হাদীসের শেষে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

আমি দেখেছি বারোটি ফেরেশতা এটাকে আসমানে তুলে নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছে। [মুসলিম]

সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে এ ধরণের দোয়া ও যিকির নিজ থেকে বৃদ্ধি করার ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং নামাজের মধ্যে স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে অতিরিক্ত কিছু দোয়া বা যিকির করা হলে সেটা মোটেও দোষের কিছু নয়। এ থেকে পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারবেন প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ পাঠ করে ফেলার কারণে সাহু সাজদা আবশ্যক করা মোটেও যৌক্তিক নয়। এধরনের যে কোনো উত্তম কথা স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে সলাতের যে কোনো স্থানে পাঠ করে ফেলার কারণে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া অনুচিৎ। এসব বিষয়ে সাহু সাজদা করা একদিকে যেমন প্রমাণিত নয় বিপরীতে সলাতের মধ্যে এসব কাজ কোনো সমস্যা হিসেবে গণ্য নয় বরং উত্তম হিসেবেই গণ্য।

ঘ) সলাতের কোনো ওয়াজিব বা সুন্নাতকে তার স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

উপরে আমরা দেখেছি হানাফী মাজাহাবে একটি মতে প্রথম বৈঠকে দরুদ পাঠ করলে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে এর মাধ্যমে কিয়ামকে পিছিয়ে দেওয়া হয়। আমরা বলেছি এই মূলনীতি সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। হানাফী মাজাহাবে যেভাবে মূলনীতিটি উপস্থাপন করা হয় তা সুসংবদ্ধও নয়। যেমন, তাশাহুদের পর দরুদ পাঠ করলে সাহু সাজদার কথা বলা হয় কিন্তু রুকু-

সাজদাতে কুরআন তেলোয়াত করলে তা বলা হয় না। এর বিপরীতে হাম্বলী মাজহাবে বিষয়টি বেশ সুসংবদ্ধভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। ইবনে কুদামা বলেন,

أَنْ يَاتِيَ بِذِكْرٍ مَشْرُوعٍ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ، كَالْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ أَوْ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، إذَا فَعَلَهُ سَهْوًا، فَهَلْ يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُمَا، لَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِعَمْدِهِ، فَلَمْ يُشْرَعْ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ، كَتَرْكِ سُنَنِ الْأَفْعَالِ

وَالثَّانِيَةُ، يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَإِذَا قُلْنَا: يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ. فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ جَبْرٌ لِغَيْرِ وَاجِبٍ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، كَجَبْرِ سَائِرِ السُّنَنِ. قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا السَّهْوُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السُّجُودُ، مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ السُّجُودِ

যদি সলাতের মধ্যে আদায় করতে হয় এমন কোনো যিকির বেঠিক স্থানে আদায় করে যেমন রুকু বা সাজদাতে কিরাত পাঠ করে, কিয়াম অবস্থায় তাশাহুদ পাঠ করে, প্রথম তাশাহুদে দরুদ পাঠ করে, চার রাকাত সলাতের শেষের দুই রাকাতে বা মাগরিবের শেষের রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলায় ইত্যাদি কাজ যদি ভুলক্রমে করে তবে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে (হম্বালী মাজহাবে) দুটি মত রয়েছে।

এক. এর জন্য সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই যেহেতু এগুলো স্বেচ্ছায় করলে সালাত নষ্ট হয় না তাই তা ভুলক্রমে করার কারণে সাহু সাজদা করতে হবে না। যেমন অন্যান্য সুন্নত আমল পরিত্যাগ করলে সাহু সাজদা করতে হয় না।

দুই. এসব কারণে সাহু সাজদা করতে হবে যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ ভুলে যায় সে বসা অবস্থায় দুটি সাজদা করুক। [মুসলিম]

যদি আমরা এখানে সাহু সাজদার কথা বলি তবে তা হবে মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। যেহেতু এটা ওয়াজিবের বদলে আসেনি। তাই তা ওয়াজিব হবে না। বিষয়টা অন্যান্য সুন্নাত পরিত্যাগ করার মতোই। আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, সাহু সাজদার মধ্যে আবশ্যক হলো কেবল ঐগুলো যা রসুলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। আর মূলনীতি হলো, (দলীল ছাড়া) সাজদা (বা অন্য কোনো কিছু) ওয়াজিব না হওয়া। [আল-মুগনী]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তিনি উপরে বর্ণিত সবগুলো আমলকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেছেন। হয়তো বলা হবে এসব বিষয় স্বেচ্ছায় করলে নামাজ নষ্ট হয় না তাই

তার কোনোটি ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে না। আর যদি যথাস্থানে আদায় না করার কারণে সাহু সাজদার কথা বলা হয় তবে প্রতিটির ক্ষেত্রেই তা বলতে হবে। সেক্ষেত্রে সাহু সাজদা করা আবশ্যক হবে না বরং মুস্তাহাব হবে। অর্থাৎ কেউ সেক্ষেত্রে সাহু সাজদা নাও করতে পারে। যেহেতু এসব ব্যাপারে সরাসরি রসুলের নির্দেশ নেই। এর চেয়ে সঙ্গতিপূর্ন ও সুন্দর ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে!

৬) সলাতের কোনো রুকুন স্বাভাবিকের তুলনায় দীর্ঘ করে আদায় করা।

একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, মালেকী ও শাফেয়ী মাজাহাবের আলেমগণ সলাতের রুকুনসমূহকে লম্বা এবং খাটো এই দুটি ভাগে ভাগ করে থাকেন। তাদের মতে কিয়াম, রুকু, সাজদা ইত্যাদি সবই লম্বা রুকুন আর রুকু থেকে উঠে দাড়ানো এবং দুই সাজদার মাঝে বসে থাকা এই দুটি রুকুন খাটো রুকুন। খাটো রুকুনগুলোর ব্যঅপারে তাদের দাবী (أَمِرَ الْمُصَلِّي بِتَخْفِيفِهِ) মুছল্লীকে এগুলো লম্বা না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [শারহে মুহাজ্জাব] কিন্তু নির্দেশটা কোথায় দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তারা কোনো দলীল উত্থাপন করেননি।

তারা আরও বলেছেন, খাটো রুকুনে নিরবে দাড়িয়ে থেকে বা খুব বেশি দোয়া যিকির করে লম্বা সময় অতিবাহিত করলে নামাজ ভঙ্গ হয়। আর ভুলক্রমে এমন করলে সাহু সাজদা করতে হয়।

ইমাম নাব্বী আল-মিনহাজে বলেন,

وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

খাটো রুকুনকে ইচ্ছাকৃতভাবে লম্বা করলে সঠিক মতে নামাজ ভঙ্গ হবে আর ভুলক্রমে এমন হলে সাহু সাজদা করবে।

শাফেয়ী মাজাহাবে এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। সে মতে এক্ষেত্রে নামাজ ভঙ্গ হবে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এভাবে রুকুনকে লম্বা আর খাটো এই দুটি ভাগে ভাগ করা এবং খাটো রুকুনকে লম্বা করলে নামাজ ভঙ্গ হওয়অর স্বপক্ষে তারা কোনো দলীলই উত্থাপন করেননি। অথচ এই মতের বিপরীতে এবং দ্বিতীয় মতটির স্বপক্ষে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে হুযাইফা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে তিনি একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সলাত আদায় করেন। রসুলুল্লাহ ﷺ একই রাকাতে প্রথমে সূরা বাকারা পরে সূরা নিসা এবং শেষে সূরা আলে ইমরান পাঠ করেন। তিনি খুব ধীরে ধীরে এসব সূরা পাঠ করেন। পরে রুকু করেন। হুযাইফা ﵁ বলেন, (فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ) তার রুকু ছিল প্রায় যতক্ষণ দাড়িয়ে কিরাত পাঠ করেছেন প্রায় তার সমান। এরপর তিনি রুকু থেকে উঠে দাড়ালেন। হুযাইফা ﵁ বলেন, (ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ) এরপর তিনি রুকু থেকে উঠে দাড়িয়ে থাকলেন প্রায় যতক্ষণ রুকু করেছেন ততক্ষণ।

বারা ইবনে আযিব ﵁ বলেন,

كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

রসুলুল্লাহ ﷺ এর রুকু, সাজদা, রুকু থেকে উঠে দাড়ানো, দুই সাজদার মধ্যে বসা ইত্যাদি সবই প্রায় সমান ছিলো। [বুখারী ও মুসলিম]

তাহলে কিভাবে বলা যায় রুকু সাজদা লম্বা রুকুন আর রুকু থেকে উঠে দাড়ানো এবং দুই সাজদার মাঝে বসা খাটো রুকুন?

ইমামা নাব্বী উপরের হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন,

فيه دليل لِجَوَازِ تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ لا يَجُوزُ وَيُبْطِلُونَ بِهِ الصَّلَاةَ

এই হাদীসে দলীল রয়েছে যে, রুকুর পরে লম্বা সময় দাড়িয়ে থাকা যায়। কিন্তু আমাদের মাজহাবের আলেমরা এটা জায়েজ বলেন না রবং এর মাধ্যমে নামাজ ভঙ্গ হবে এমন বলেন। [শারহে মুসলিম]

শারহে মুহাজ্জাবে হাদীসটি উল্লেখের পর তিনি বলেন,

وَالْجَوَابُ عَنْهُ صَعْبٌ عَلَى مَنْ مَنَعَ الْإِطَالَةَ فَالْأَقْوَى جَوَازُهَا بِالذِّكْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

যারা (খাটো রুকুন) লম্বা করা থেকে নিষেধ করে তাদের পক্ষে এই হাদীসের জবাব দেওয়া কঠিন। অধিক শক্ত মত হলো, বিভিন্ন যিকির আযকার করে তা লম্বা করা যায়। আর আল্লাহই ভাল জানেন। [শারহে মুহাজ্জাব]

দ্বিতীয় হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার আসক্বালানী বলেন,

هذا الحديث صريح في إطالة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرفع من الركوع والسجود

এই হাদীস প্রমাণ করে রসুলুল্লাহ ﷺ রুকু থেকে উঠে দাড়িয়ে এবং সাজদা থেকে উঠে বসে লম্বা সময় পার করেছেন। [ফাতহুল বারী]

অতএব খোটো রুকুন লম্বা করার মাধ্যমে সলাত নষ্ট হওয়া বা সাহু সাজদা আবশ্যক হওয়ার মতটি সঠিক নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

সাজদা সাহুর পদ্ধতি

যুল ইয়াদাইনের হাদীসে আবু হুরাইরা ؓ বলেন,

فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ

নামাজ যে কম হয়েছে এটা নিশ্চিত হওয়অর পর রসুলুল্লাহ ﷺ ফিরে গিয়ে বাকী নামাজ আদায় করেন এবং সালাম ফেরান। তারপর তাকবীর দিয়ে সাধারন সাজদার মতোই বা তার চেয়ে লম্বা সাজদা করেন। তারপর মাথা উঁচু করে তাকবীর দেন তার পর আবার তাকবীর দিয়ে সাধারন সাজদার মতোই সাজদা করেন তার পর মাথা উঁচু করে তাকবীর দেন। [বুখারী]

ইমরান ইবনে হুসাইন ؓ এর বর্ণনায় এসেছে, শেষে আবার সালাম দেন।

এই হাদীসের কাণে সাহু সাজদা যে সাধারন সাজদার মতোই হবে এবং তাতে যে তাকবীর বলতে হবে ও সাধারন সাজদাতে যে তাসবীহ পাঠ করা হয় তা পাঠ করতে হবে সে ব্যাপারে সকলে একমত।

তবে এ বিষয়ে কয়েকটি ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। নিচে পর্যায়ক্রমে তা বর্ণনা করা হলো,

সাহু সাজদা সালামের আগে হবে নাকি পরে হবে|

এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন রকম বর্ণনা এসেছে। নিচে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো,

ক) আবু সাঈদ আল-খুদরী এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণিত হাদীসে নামাজের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ হলো যেটা কম সেটা ধরে নিয়ে বাকীটা পূর্ণ করার পর সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খ) আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা এবং মুয়াবিয়া ؓ থেকে বর্ণিত আছে ভুলক্রমে মাঝের বৈঠক পরিত্যাগ করার কারণে রসুলুল্লাহ ﷺ সালামের আগে সাহু সাজদা করেছেন।

গ) আবু হুরাইরা এবং ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ হওয়ার আগেই সালাম ফিরিয়ে ফেলেন। পরে বাকী নামাজ পূর্ণ করে সলাম ফিরিয়ে সাহু সাজদা করেন। সাহু সাজদার পরে সালাম ফিরিয়েছেন কিনা সে বিষয়ে আমার দুরকম রেওয়ায়েত রয়েছে। সাহু সাজদাতে তাকবিরে তাহরিমা বলেছেন কিনা এবং তাশাহুদ পাঠ করেছেন কিনা সে বিষয়েও দ্বিমত আছে।

ঘ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কেউ রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ করে সে বেশি সম্ভাবনাকে গ্রহণ করে নামাজ পূর্ণ করার পর সালামের পর সাহু সাজদা করুক। উপরে আমরা আলোচনা করেছি এই হাদিসটি হয়তো ইমামের ক্ষেত্রে নয়তো যুল ইয়াদানের হাদীসের মতো সালাম ফেরানোর পর নামাজ আসলে কম পড়া হয়েছে এমন মনে হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই সকল হাদীসের কারণে ওলামায়ে কিরাম সাহু সাজদা সালামের আগে হবে নাকি পরে হবে সে ব্যাপারে ব্যাপক দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েছেন। ইমাম শাওক্কানী এ বিষয়ে আটটি মত উল্লেখ করেছেন। আওনুল মা'বুদে সংক্ষেপে চারটি মত উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) সাজদা সাহু সকল স্থানে সালামের পরে হবে। এটা ইমাম আবু হানিফার মত। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলো, আবু হুরাইরা ও ইমরান ইবনে হুসাইন رضي الله عنه বর্ণিত জুল ইয়াদাইনের হাদীসটি। এবং ইবনে মাসউদ رضي الله عنه এর হাদীসটি। তাছাড়া বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ

প্রতিটি ভুলের জন্য সালামের পর দুটি সাজদা করতে হবে। [আবু দাউদ]

বাইহাক্কী, ইমাম নাব্বী, ইবনে হাযর প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসিকে দূর্বল বলেছেন। তাছাড়া সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করা সমপর্কে বর্ণিত প্রশিদ্ধ সহীহ হাদীসগুলোর বিপরীতে এই হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

অতএব, সালামের আগে সাহু সাজদা করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো এ মতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই মতের আলেমরা বিপরীত হাদীসগুলোর জুৎসই কোনো ব্যাখ্যা পেশ করতে পারেননি।

আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনার হাদীসে যে বলা হয়েছে- "তিনি সালাম ফেরানোর আগে দুটি সাজদা করলেন"। এর ব্যখ্যায়, এই মতের কেউ কেউ বলেছেন এখানে দুটি সাজদা বলতে মূল নামাজের সাজদা উদ্দেশ্য অথবা সালাম বলতে সাহু সাজদার পরে যে সালাম দেওয়া হয় সেটা উদ্দেশ্য। ইবনে হাযার আসক্কালানী এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পর বলেন, (و لا يخفى ضعف ذلك وبعده) "এই ব্যাখ্যা যে দূর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

খ) কেউ কেউ বলেছেন, সর্বক্ষেত্রেই সাজদা সাহু সালামের আগে হবে। ইমাম শাফেয়ীর এটাই মত। এই মত অনুযায়ী সালমের পরে সাহু সাজদা করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলোর বেশি কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। যেমন,

১. ঐ সকল হাদীসগুলো মানসুখ। যেহেতু ইমাম যুহরী বলেছেন (وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ) "রসুলূল্লাহ ﷺ এর শেষ আমল হলো, সালামের আগে সাজদা করা"। ইমাম বাইহাক্কী এটা উল্লেখ করার পর বলেন, (إِلَّا أَنَّ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ مُنْقَطِعٌ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ) "ইমাম যুহরীর এই কথা মুনকাতি তিনি কোনো সাহাবী থেকে এটা বর্ণনা করেননি"। [বাইহাক্কী সুনানে কুবরা]

তাছাড়া ইমাম যুহরীর একথা বলার কারণ হলো, তিনি মনে করেছেন এই ঘটনা বদর যুদ্ধের আগে ঘটেছে। যেহেতু তিনি যুল ইয়াদাইন হলো যুশ শিমালাইন যিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসরা একমত হয়েছেন যে তিনি এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। যুল ইয়াদাইন আর যুশ শিমালাইন একই ব্যাক্তি নয়। যুশ শিমালাইন বদর যুদ্ধে শহীদ হোন যুল ইয়াদাইন নয়। তাছাড়া যুল ইয়াদাইনের ঘটনা যে বদর যুদ্ধের আগের নয় বরং বেশ পরের তার প্রমাণ হলো আবু হুরাইরা رضي الله عنه এই ঘটনার স্বাক্ষী ছিলেন। আর তিনি অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

অতএব ইমাম যুহরীর এই কথার মাধ্যমে মানসুখ প্রমাণ করা যায় না।

২. ইমাম নাব্বী বলেন,

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَاخِيرَهُ كَانَ سَهْوًا لَا مَقْصُودًا قَالُوا وَلَا يَبْعُدُ هَذَا فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَعَ فِيهَا السَّهْوُ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ مُحْتَمَلٌ

ইমাম শাফেয়ী ও তার মাজহাবের আলেমরা বলেছেন, এই হাদীসটির ব্যাখ্যা হলো রসুলুল্লাহ ﷺ সালামের আগে সাহু সাজদা করতে ভুলে গিয়েছিলেন তাই সালামের পরে

করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে সালামের পরে সাজদা করেছেন এমন নয়। তারা বলেছেন এটা অসম্ভব নয় যেহেতু এই নামাজে অনেক ভুল সংগঠিত হয়েছে (অতএব আরও একটা ভুল হতে পারে)।সুতরাং এই হাদীসের দুরকম সম্ভাবনা রয়েছে। [শারহে মুহাজ্জাব]

এটা ঠিক যে এই ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়। তবে আসল হলো ভুল না হওয়া। অতএব কোনো কারণ ছাড়া আসল পরিত্যাগ করে এ ধরণের ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া বৈধ নয়। কেননা প্রায় সব হাদীসেরই এধরণের গোপন ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া ইবনে মাসউদ বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) এরপর সে সালাম দিক এবং দুটি সাজদা করুক। এখানে তো উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হয় না।

দেখা যাচ্ছে উভয় প্রকারের হাদীসকে ব্যাখ্যা করে যে কোনো একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়ার সকল চেষ্টায় বিফল হচ্ছে। একারণে অণ্য কিছু আলেম উভয় প্রকারের হাদীসকেই গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাধারন ভাবে আগে বা পরে করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। আলী رضي الله عنه থেকে এবং ইমাম শাফেয়ীর একটি মত হিসেবে এটা বর্ণিত আছে। তবে এ মতের পক্ষে তেমন কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে মালেকী মাজহাব এবং হাম্বালী মাজহাবে ভিন্নভাবে উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. মালেকী মাজহাবের মতে নামাজে বৃদ্ধি হলে সালামের পরে সাজদা হবে। যেভাবে যুল ইয়াদইনের হাদীসে সালাম বৃদ্ধি হয়েছিল। আর যদি কমতি হয় তবে সালামের আগে সাজদা হবে যেভাবে তাশাহুদের বেঠক পরিত্যাগ করার কারণে রসুলূল্লাহ ﷺ সালামে আগে সাহু সাজদা করেছেন। এই মত অনুযায়ী বেশ কিছু হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলেও অন্য একটি হাদীসের সাথে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি রাকাত সংখ্য কত হলো সে বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয় সে যতটুকু নিশ্চিত সেটা ধরে নিয়ে বাকীটা পূর্ণ করবে এবং সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করবে। যদি দেখা যায় তার নামাজে আসলে একটি রাকাত বৃদ্ধি হয়েছে তবে দুটি সাজদার মাধ্যমে তা জোড় হয়ে যাবে আর যদি রাকাত সংখ্যা ঠিকই থাকে তবে এটা শয়তানকে লাঞ্চিত করবে। এখানে দেখা যাচ্ছে একটি রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে

সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করতে বলা হচ্ছে। এখানে কমতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্দুল বার বলেন,

وَفِيهِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ فِي الزِّيَادَةِ قَبْلَ السَّلَام

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধি হওয়ার কারণেও সাজদা সালামের আগে হতে পারে।

[আত-তামহীদ]

কিন্তু মালেকী মাজাহাবের মূলনীতি হলো, বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাজদা সালামের পরে হবে। সে হিসেবে তারা এই ক্ষেত্রে বলেন,

يَبْنِي على الْأَقَل وَيَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَيسْجد بعد السَّلَام

যেটা কম সেটা ধরে নিয়ে নামাজ পূর্ণ করবে এবং সালামের পরে সাহু সাজদা করবে।

[আল-কাফী ফী ফিকহে আলহে মাদীনা]

বলাবাহুল্য যে এই ফতোয়া উল্লেখিত হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। যেহেতু হাদীসে বলা হচ্ছে এক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করতে।

এসব কারণে ইমাম খাত্তাবী বলেছেন,

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَمْ يَرْجِعْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ إِلَى فَرْقٍ صَحِيحٍ

যারা নামাজে বৃদ্ধি ঘটা বা কমতি ঘটার মাঝে পার্থক্য করেছেন তারা সঠিক করেননি।

[ফাতহুর বারী]

৪. হাম্বালী মাজহাবের মত হলো, উপরে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। একটির স্থানে অন্যটিকে প্রয়োগ করা হবে না।

- যে ব্যক্তি কত রাকাত নামাজ হলো সে বিষয়ে সন্দেহ করে সে যতটুকু নিশ্চিত তার উপর নির্ভর করে বাকী সলাত পূর্ণ করার পর সালাম ফেরানোর আগে সাহু সাজদা করবে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে আবু সাইদ আল-খুদরী এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফের হাদীস প্রয়োগ করা হবে।

- যদি ইমাম এমন সন্দেহে পতিত হয় তবে বেশিরভাগ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে সলাত শেষ করবে। যেহেতু তাকে সঠিক হিসাব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার লোক রয়েছে।

যদি শেষে মুক্তাদিদের স্বাক্ষে প্রমাণিত হয় নামাজ বেশি হয়েছে তবে দুটি সাজদা করবে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সাজদা সালাম ফেরানোর পরই হবে আগে নয়। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদের হাদীস প্রযোজ্য হবে।

- যদি কেউ মাঝের বৈঠক ভুলে যায় তবে সালাম ফেরানোর পূর্বে সাহু সাজদা করবে। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনার হাদীস প্রযোজ্য হবে।

- যদি কেউ নামাজের মাঝে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তবে বাকী নামাজ পূর্ণ করে সে সালামের পর সাহু সাজদা করবে।

এই চারটি স্থানের বাইরে যেখানে সাহু সাজদা করতে হয় আহমাদ ইবনে হাম্বালের মতে সেখানে সালামের পূর্বে হবে। কেউ কেউ আহমাদ ইবনে হাম্বালের সাথে একমত হওয়ার পর বলেছেন এই চারটি স্থানের বাইরের স্থানে সাজদা সাহু নামাজে কমতির ক্ষেত্রে সালমের আগে আর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সালামের পরে হবে। এটা ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এর মত। ইবনে হাযার আসক্কালানী বলেন, সম্ভবত তিনি ইমাম আহমাদ এবং ইমাম মালিকের মতের সমন্বয়ে এই মত ব্যক্ত করেছেন। দাউদ আজ-জাহেরী বলেছে এই চারটি স্থানের বাইরে আগে বা পরে সাহু সাজদা করা যায়।

হাদীসে উল্লেখিত স্থানসমূহের বাইরে সাহু সাজদার প্রশ্ন আসছে কেনো সেটা একটা অস্পষ্ট বিষয়। সাহু সাজদা প্রমাণিত হবে হয়তো সরাসরি হাদীসের মাধ্যমে অথবা উল্লেখিত হাদীসের উপর কিয়াস করে। যদি সরাসরি হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তবে হাদীসে উল্লেখিত পন্থায় আগে বা পরে সাজদা করতে হবে আর যদি কোনো হাদীসের উপর কিয়াস করে সাহু সাজদা প্রমাণ করা হয় তবে যে হাদীস থেকে সাহু সাজদা প্রমাণ করা হচ্ছে সে হাদীস থেকেই জানা যাবে তা সালামের আগে হবে নাকি পরে হবে।

সাহু সাজদা সালের আগে হবে না পরে হবে সে প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন,

فَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي نَصَرْنَاهُ هُوَ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِيهِ جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ لَا يُتْرَكُ مِنْهَا حَدِيثٌ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ وَإِلْحَاقُ مَا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ بِمَا يُشْبِهُهُ مِنْ الْمَنْصُوصِ. وَمِمَّا يُوَضِّحُ هَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ السَّلَامِ سَهْوٌ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ فَيُقَالُ: إذَا زَادَ غَيْرَ السَّلَامِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ كَرَكْعَةٍ سَاهِيًا أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ سَاهِيًا فَهَذِهِ زِيَادَةٌ لَوْ تَعَمَّدَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَالسَّلَامِ فَإِلْحَاقُهَا بِالسَّلَامِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا إذَا تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ شَكَّ وَبَنَى عَلَى الْيَقِينِ

যে মতটি আমি সমর্থন করি তা হলো এ বিষয়ে সকল হাদীস প্রয়োগ করা হবে কোনো হাদীসই পরিত্যাগ করা হবে না। সেই সাথে সঠিকভাবে কিয়াস করতে হবে। যেটা হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই হাদীসে বর্ণিত যে বিষয়ের সাথে তার সাদৃশ্য আছে তার সাথে কিয়াস করতে হবে। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

এপর তিনি সালামের উপর, অন্য সকল নামাজ ভঙ্গকারী বিষয় যেমন, রুকু-সাজদা ইত্যাদিকে কিয়াস করে ভুলক্রমে সেসব কাজে লীপ্ত হলে সালামের পর সাহু সাজদা করতে হবে বলে মত ব্যক্তি করেন।

এভাবে হাদীসের দলীল প্রমাণের মাধ্যমে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া হলে সেখানে বাড়তি কোনো বিষয় থাকে না।

আলেমগণ এসব বিষয়ের বাইরে সাহু সাজদার বিধান কেনো দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা আমরা উপরে দিয়েছি। আমরা বলেছি কিছু দূর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে সকল প্রকার ভুলৈর ক্ষেত্রে সাহু সাজদার বিধান দেওয়ার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেবল সহীহ হাদীস গুলোর উপর নির্ভর করলে এ সমস্যার সৃষ্টি হতো না। সে ক্ষেত্রে যে হাদীসের মাধ্যমে সাহু সাজদার বিধান প্রমাণ করা হয় সে হাদীসের মাধ্যমেই সেটা সালামের আগে হবে নাকি পরে হবে তা প্রমাণিত হতো।

তবে যদি কেউ এসব হাদীসের বাইরে ভুলক্রমে কোনো আমল আগে পিছে হওয়া বা কোনো আমল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে যাওয়া, সাধারন সুন্নাত পরিত্যাগ করা ইত্যাদি কারণে সাহু সাজদার বিধান প্রয়োগ করেন। যেসব মূলনীতির ব্যাপারে কোনো হাদীস বর্ণিত নেই। তবে সাহু সাজদা সালামের আগে হবে নাকি পরে হবে সে ব্যাপারে সংশয়ের সৃষ্টি হবে। যেহেতু কোনো হাদীসে সরাসরি এসব ব্যাপারে সাহু সাজদার বিধান দেওয়া হয়নি ফলে এসব ব্যাপারে সাহু সাজদার পদ্ধতিও কোথাও বর্ণিত হয়নি। কোনো কোনো হাদীসে সাধারনভাবে “ভুলের জন্য দুটি সাজদা করতে হয়” এভাবে বলা হলেও তার মাধ্যমে যে কোনো ভুল উদ্দেশ্য নয় বরং ঐ প্রকৃতির ভুল উদ্দেশ্য যা অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

মোট কথা যদি রসুলের কিছু কথার ব্যাপক অর্থের ওপর নির্ভর করে এসব স্থানে সাহু সাজদার বিধান দেওয়াও হয় তবু সেটা আবশ্যিক না বলে মুস্তাহাব বা উত্তম বলা উচিৎ যেমনটি আহমাদ ইবনে হাম্বাল বলেছেন বলে আমরা উল্লেখ করেছি।

আমরা বলবো, এধরণের মুস্তাহাব সাহু সাজদা সালামের পরে করা উচিৎ। যেহেতু সেক্ষেত্রে সেটা হবে নামাজের বাইরে। আর নামাজের বাইরে দুটি সাজদা বৃদ্ধি করাতে তেমন কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু সালামের আগে দুটি সাজদা বৃদ্ধি করতে হলে সুস্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন যা এখানে অনুপস্থিত।

এখন এসব মতামতের মধ্যে সঠিক মত কোনটি তা জানতে হলে আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে, সর্ব ক্ষেত্রে সাহু সাজদার পদ্ধতি কি একই হওয়া উচিৎ নাকি কখনও সালামের আগে আবার কখনও সালামের পরে এটাও হতে পারে।

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো, সাধারভাবে একই বিধানের পদ্ধতিও যে একই হবে সেটাই আসল কথা। সে হিসেবে প্রথমেই আমরা আশা করবো প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাহু সাজদার পদ্ধতি একই হবে। হয়তো সালামের আগে হবে নয়তো পরে হবে। কিন্তু যখন সুস্পষ্ট হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে রসুলুল্লাহ ﷺ কখনও আগে আবার কখনও পরে সাহু সাজদা করেছেন তখন এই মূলনীতি পরিত্যাগ করে সুস্পষ্ট হাদীস গ্রহণ করতে হবে। যেমন আসল ছিল হায়েজ গ্রস্থ মহিলার ক্ষেত্রে নামাজ-রোজা ইত্যাদি ইবাদত কাজা করার বিধান একই হবে। হযতো দুটো বিধানই কাজা করতে হবে নয়তো কোনোটাই কাজা করতে হবে না। কিন্তু হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে নামাজ কাজ করতে হবে না কিন্তু রোজা কাজা করতে হবে। যদি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এমন পার্থক্য উল্লেখ না থাকতো তবে আমরা উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান প্রয়োগ করতাম কিন্তু যেহেতু হাদীসে এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে তাই আমরা তা মেনে নিতে হবে।

সাহু সাজদার ক্ষেত্রেও আমরা বলবো, আসল ছিল সকল স্থানে তা একই পদ্ধতিতে আদায় করা কিন্তু যেহেতু সহী হাদীসের মাধ্যমে কোথাও আগে আর কোথাও পরে করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে তাই আমরা উভয় প্রকারকে মেনে নিতে বাধ্য। এখানে আজগুবী বা দূরবর্তী কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করে কোনো একটি হাদীসকে অস্বীকার করার চেয়ে উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল করাই শ্রেয়। উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল করাটা দু'রকম হতে পারে।

ক) যদি এভাবে পার্থক্য করার স্পষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তবে সেই কারণ অনুযায়ী সাহু সাজদা আগে বা পরে করার বিধান প্রযোজ্য করতে হবে।

খ) যদি কোনো কারণ বোঝা না যায় তবে আগে বা পরে দুটি বিধানই সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজ্য অর্থাৎ যে কোনো অবস্থায় আগে বা পরে সাহু সাজদা করার স্বাধীনতা রয়েছে এমন বলাই সঙ্গত হবে। উদাহরণস্বরুপ রুকুর আগে বা পরে র'ফুল ইয়াদাইন করা বা না করা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে। এখন যদি কারো নিকট উভয় হাদীস সহীহ বলে মনে হয় এবং সেখানে র'ফুল ইয়াদাইন করা হয়েছে তার কোনো বিশেষ কারণ স্পষ্ট না হয় তবে সাধারনভাবে সলাতে র'ফুল ইয়াদাইন করলে করা যায় না করলে নাও করা যায় এমন বলাই সঙ্গ হবে।

এই বিশ্লেষণের পর আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসবো। সাহু সাজদার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস গুলোতে সালামের আগে বা পরে সাহু সাজদার করার যে অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কি? যদি কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তবে উক্ত কারণে আলোকে কোথাও সালামের আগে এবং কোথাও পরে সাহু সাজদা করার বিধান দিতে হবে আর যদি কারণ খুঁজে না পাওয়া যায় তবে সর্বক্ষেত্রে সালামের আগে বা পরে সাহু সাজদা করা যায় এমন বলতে হবে।

উপরে আমরা দেখেছি এখানে ইমাম মালিক একটি কারণের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন নামাজে বৃদ্ধি ঘটলে সাজদা পরে হবে আর কমতি ঘটলে সাজদা আগে হবে। আমরা দেখেছি এর মাধ্যমে কিছু হাদীসের মাঝে সমন্বয় হলেও এইমূলনীতির আলোকে সবগুলো হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অতএব আমরা বলতে পারি সাহু সাজদার হাদীসগুলো এ ধরণের কোনো সুক্ষ্ম মূলনীতিকে অনসুরণ করে না। তবে সেসব হাদীসে বাহ্যিক যে অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার উপর চিন্তা-গবেষণা করলে একটির সাথে অন্যটির পার্থক্য সূচিত হয়। যেমন, কোনো হাদীসে সলাতের মাঝে সালাম ফিরিয়ে ফেলার কথা বলা হচ্ছে, কোথাও বলা হচ্ছে মাঝের বৈঠক পরিত্যাগ করার কথা, কোথাও সন্দেহ হলে যতটুকু নিশ্চিত সেটা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে কোথাও বলা হয়েছে বেশি সম্ভাবনাকে গ্রহণ করতে। এসব ঘটনার কোথাও সালামের আগে কোথাও আবার সালামের পরে সাহু সাজদা করতে বলা হয়েছে। যেহেতু প্রতিটি স্থানে সাহু সাজদা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথে সম্পর্কিত তাই যে ঘটনায় যা ঘটেছে তার সাথে ঐ ঘটনায় যে পদ্ধতিতে সাহু সাজদা করা হয়েছে তার একটা সম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে যায়। এই বাহ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই বিধান প্রয়োগ করা যায় এ সম্পর্কের অন্য কোনো কারণ জানা আবশ্যক নয়। অতএব যে ঘটনায় যে পদ্ধতিতে সাহু সাজদা করা হয়েছে অনুরুপ

ঘটনায় একই পদ্ধতিতে সাহু সাজদা করার মতটিই সঠিক মনে হয় এবং এর বিপরীত করলে করলে হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়।

যদি একই নামাজে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে এক হিসেবে সালামের আগে অন্য হিসেবে সালামের পরে সাহু সাজদা দেওয়া আবশ্যক হয় তবে করণীয় কি?

সাধারনভাবে সকল আলেম একমত যে, নাামজের মধ্যে একাধিক ভুল সংঘটিত হলেও সাহু সাজদা হবে কেবল দুটি। ইবনে কুদামা বলেন, (لا نعلم فيها خلافا) এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত আছে বলে আমরা জানি না। [আল-মুগনী]

তবে ইমাম নাব্বী আওযায়ী থেকে উল্লেখ করেছেন তিনি একাধিক ভুলের ক্ষেত্রে চারটি সাজদা করতে হবে এমন বলেছেন তবে তিনি নিজেই পরবর্তীতে আওযায়ী থেকে অন্য বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যাতে প্রমাণিত হয় তিনি সাধারন অবস্থায় নয় বরং সালের আগে ও পরে দুই প্রকার সাজদা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে চারটি সাজদা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে আওনুল মা'বুদে ইবনে আবি লাইলা থেকে উল্লেখ করেন তিনি প্রতিটি ভুলের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সাহু সাজদা করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। এ মতের স্বপক্ষে একটি হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়। বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ

প্রতিটি ভুলের জন্য সালামের পর দুটি সাজদা করতে হবে। [আবু দাউদ]

বাইহাক্বী, ইমাম নাব্বী, ইবনে হাযার প্রমুখ মুহাদ্দীস হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন। ইমাম নাব্বী বলেন, যদি সহীহও হয় তবু এর অর্থ হবে, (يَكْفِي سَجْدَتَانِ لِكُلِّ سَهْوٍ) সকল ভুলের জন্য দুটি সাজদাই যথেষ্ট হবে। [শারহে মুহাজ্জাব]

ইবনে কুদামা আল-মুগনীতে অনুরুপ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাখ্যা ছাড়া উপাই নেই যেহেতু ইবনে মাসউদ এবং যুল ইয়াদাইনের হাদীসে আমরা দেখেছি, সালাম, কালাম, রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি বহু সংখ্যক ভুল একত্রে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ ﷺ কেবল দুটি সাজদা করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে, ভুলের জন্য কেবল দুইটি সাজদা করতে বলা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ভুলে যায় তবে দুটি সাজদা করুক। [মুসলিম]

ইবনে কুদামা বলনে,

وَلِأَنَّ السُّجُودَ أُخِّرَ إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، لِيَجْمَعَ السَّهْوَ كُلَّهُ وَإِلَّا فَعَلَهُ عَقِيبَ سَبَبِهِ

সাহু সাজদাকে সলাতের শেষে আদায় করা হয় একারণে যাতে তা সলাতের সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে পারে তা না হলে কারণ ঘটার সাথে সাথেই তা আদায় করা হতো (তোলাওয়াতে সাজদা যেমন সাথে সাথে আদায় করা হয়)। [আল-মুগনী]

এসব কারণে সামান্য দ্বিমত ছাড়া সকল আলেম একমত হয়েছেন যে, সাধারনভাবে ভুল যতই ঘটুক তার জন্য দুটি সাজদায় যথেষ্ট হবে।

তবে একই নামাজে যদি এমন কিছু ভুল হয় যার কারণে সালামের আগে ও পরে উভয় প্রকার সাজদা আবশ্যক হয় তবে উভয় স্থানে মোট চারটি সাজদা করতে হবে নাকি দুটি সাজদা করাই যথেষ্ট হবে সে ব্যাপারে দ্বিমত আছে। ইমাম আওযায়ী সহ অল্প কয়েকজন আলেম বলেছেন এক্ষেত্রে সালামের আগে দুটি এবং পরে দুটি এভাবে মোট চারটি সাজদা করতে হবে। তবে বেশিরভাগ আলেম বলেছেন এক্ষেত্রেও একটি সাজদা যথেষ্ট হবে। যারা সাহু সাজদাকে সালামের আগে ও পরে দুটি ভাগে বিভিক্ত করেন তথা মালেকী ও হাম্বালী মাজহাবের আলেমগণের নিকট এটাই সঠিক মত।

ইবনে কুদামা বলেন, (وهو قول أكثر أهل العلم) বেশিরভাগ আলেমের মত এটাই। [আল-মুগনী]

মাওয়াহিবুল জালীলে এ সম্পর্কে বলেন,

لَا خِلَافَ أَنَّ أَحَدَ السَّهْوَيْنِ دَاخِلٌ فِي الْآخَرِ

এক্ষেত্রে এক প্রকার সাজদার মাধ্যমেই যে উভয় প্রকার সাজদা আদায় হয়ে যাবে সে ব্যাপারে (মালেকী মাজহাবে) কোনো দ্বিমত নেই।

এরপর তিনি কোনো কোনো আলেম থেকে উল্লেখ করেন,

يَسْجُدُ لَهُمَا سُجُودَيْنِ قَبْلُ وَبَعْدُ قَالَ

উভয় প্রকার ভুলের জন্য সালামের আগে ও পরে দুই বার সাহু সাজদা করতে হবে।

এরপর একজন আলেম থেকে উল্লেখ করেন তিনি বলেছেন, (وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ مُوَافِقٌ لِدَلِيلِ الْعَقْلِ) “এটা পূর্ববর্তী আলেমদের যে মত বর্ণিত আছে তার সাথে সাংঘর্ষিক তবে বুদ্ধির দাবীতে অধিক গ্রহণযোগ্য।

বিষয়টাকে তিনি বুদ্ধির দাবীতে অধিক গ্রহণযোগ্য বলেছেন কারণ এখানে এমন দুই প্রকার ভুল সংঘটিত হয়েছে হাদীসের আলোকে যার একটিতে সালামের আগে অন্যটিতে সালামের পরে সাহু সাজদা প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে উভয় হাদীসের উপর আমল করে দুই বার সাহু সাজদা করাটাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন হাদীসে ভুলের জন্য দুটি সাজদা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একারণে ভুলের সংখ্যা বা প্রকার যাই হোক ভুলের জন্য যে কেবল দুটি সাজদা করতে হয় সেটা প্রশিদ্ধ হয়ে গেছে। রকাত সংখ্যা ভুলে যাওয়ার প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন (يسجد سجدتي السهو) সে ভুলের জন্য যে দুটি সাজদা করতে হয় সে তা করবে। [বুখারী] এ থেকে বোঝা যায় ভুলের জন্য দুটি সাজদা করার কথাই প্রশিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল। তাই তো বেশিরভাগ আলেম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তারা ভুলের সংখ্যার কারণে যেমন একাধিক বার সাহু সাজদা করার নির্দেশ দেননি তেমনি ভুলের প্রকারভেদের কারণেই একাধিক বার সাজদা করার কথা বলেননি। এ বিষয়ে তাদের মতই সঠিক আর আল্লাহই ভাল জানেন।

এখন প্রশ্ন হলো, দুই প্রকার সাজদা একই নামাজে একত্রিত হলে, কোনটি আদায় করতে হবে। মালেকী ও হাম্বালী মাজহাবের প্রশিদ্ধ মত হলো আগেরটি আদায় করবে আর পরেরটি পরিত্যাগ করবে। মাওয়াহিবুল জালীলে বলেন,

لَا خِلَافَ أَنَّ أَحَدَ السَّهْوَيْنِ دَاخِلٌ فِي الْآخَرِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا يُغَلَّبُ فَالْمَشْهُورُ تَغْلِيبُ النُّقْصَانِ وَأَنَّهُ يَسْجُدُ لَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ

এক্ষেত্রে এক প্রকার সাজদার মাধ্যমেই যে উভয় প্রকার সাজদা আদায় হয়ে যাবে সে ব্যাপারে (মালেকী মাজহাবে) কোনো দ্বিমত নেই। দ্বিমত কেবল এই ব্যাপারে যে এক্ষেত্রে কোন সাজদাটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। (অর্থাৎ কোনটি আদায় করতে হবে আর কোনটি পরিত্যাগ করতে হবে)। প্রশিদ্ধ মত হলো, কমের জন্য কৃত সাজদাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে অর্থাৎ উভয় প্রকার সাজদার বদলে কেবল সালামের আগে সাজদা করবে।

ইবনে কুদামা বলেন,

فَعَلَى هَذَا إِذَا اجْتَمَعَا، سَجَدَ لَهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ وَآكَدُ، وَلِأَنَّ الَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ قَدْ وَجَبَ لِوُجُوبِ سَبَبِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ قَبْلَهُ مَا يَمْنَعُ وُجُوبَهُ، وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ، فَلَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ آخَرُ، وَإِذَا سَجَدَ لَهُ، سَقَطَ الثَّانِي؛ لِإِغْنَاءِ الْأَوَّلِ عَنْهُ، وَقِيَامِهِ مَقَامَهُ

অতএব, তবে উভয় প্রকার সাজদার বদলে কেবল সালামে আগে সাজদা করবে কেননা আগের সাজদাটি শুরুতে আসছে এবং সেটার গুরুত্বও অধিক (যেহেতু সেটা নামাজের অংশ হিসেবে গণ্য)। তাছাড়া আগের সালামটি আবশ্যক হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে কিন্তু তা পরিত্যাগ করার কোনো কারণ ঘটেনি। তার পূর্বে তার স্থান গ্রহণ করার মতো কোনো আমলও অতিবাহিত হয়নি। অতএব তা আদায় করতেই হবে। যেভাবে পরের সাজদাটি না থাকলে তা আদায় করতে হতো। কিন্তু যখন তা আদায় করা হয়ে যাবে পরের সাজদাটি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে যেহেতু প্রথমটি তার বদলে যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

[আল-মুগনী]

অতএব, সালামের আগে ও পরে উভয় প্রকার সাজদা একই সলাতে একত্রিত হলে, কেবল পূর্বের সাজদাটি করার মাধ্যমে উভয় প্রকার সাজদা আদায় হয়ে যাবে।

সালামের পরে যে সাহু সাজদা করা হয় তার পরে তাশাহুদ পাঠ ও সালাম দেওয়া

সাহু সাজদা সালামের পরে হলে, তার পরে আবার সালাম ফেরাতে হবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। এক্ষেত্রে সালামের পূর্বে পুনরায় তাশাহুদ পাঠ করতে হবে কিনা সে ব্যাপারেও দ্বিমত আছে।

ইবনে মুনযির বলেন,

التَّسْلِيمُ فِيهِمَا ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَفِي ثُبُوتِ التَّشَهُّدِ نَظَرٌ

বিভিন্ন হাদীসে সালাম ফেরানোর ব্যাপারটি প্রমাণিত আছে কিন্তু তাশাহুদের ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। [আল-মুগনী]

উপরে আমরা দেখেছি, সালামের পরে সাহু সাজদা করা সম্পর্কে আবু হুরাইরা ﷺ ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ এবং ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমরান ইবনে হুসাইন ও ইবনে মাসউদের হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ সালাম ফেরানোর পর সাহু সাজদা করে আবারও সালাম ফিরিয়েছেন বলে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমরান ইবনে হুসাইন ﷺ এর কোনো কোনো হাদীসে সালামের আগে রসুলুল্লাহ ﷺ তাশাহুদ পাঠ করেছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেসব বর্ণনার সনদ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ইবনে মুনযির থেকে উল্লেখ করেন,

لَا أَحْسَبُ التَّشَهُّدَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ يَثْبُتُ

আমার মনে হয়না যে সাহু সাজদায় তাশাহুদ পাঠ করার বিষয়টি প্রমাণিত।

এরপর ইবনে হাযার আসক্কালানী তাশাহুদ পাঠের পক্ষে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর সেগুলোর সনদকে দূর্বল বলে আখ্যায়িত করেন। শেষে বলেন,

فَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَة فِي التَّشَهُّدِ بِاجْتِمَاعِهَا تَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ قَالَ الْعَلَائِيُّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِبَعِيد وَقد صَحَّ ذَلِك عَن بن مَسْعُود من قَوْله أخرجه بن أبي شيبَة

হয়তো বলা হবে এই সকল হাদীস (দূর্বল হলেও) একত্রে হাসান পর্যায়ে গণ্য করা যায়। আল-আলায়ী বলেছেন এটা অসম্ভব নয়। তাছাড়া ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে সহীহ সুত্রে বর্ণিত আছে যে তিনি তাশাহুদ পাঠ করতে বলেছেন। ইবনে আবী শাইবা এটা বর্ণনা করেছেন। [ফাতহুল বারী]

আবু হুরাইরা ﵁ এর হাদীসে কেবল সালাম ফেরানোর পর সাজদা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাশাহুদ পাঠ বা সালাম ফেরানোর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এসব কারণে আলেমদের মাঝে এ ব্যাপারে দ্বিমতের সৃষ্টি হয়েছে। ইবনে কুদামা এ বিষয়ে নানা মত উল্লেখ করেছেন,

তিনি হাম্বালী মাজহাব সহ ইবনে মাসউদ, ছাওরী, শাফেয়ী, নাখয়ী, ক্বতাদা, আবু হানীফা প্রমুখ থেকে সাহু সাজদাতে তাশাহুদ ও সালাম ফেরানোর কথা বর্ণনা করেন। পরে আনাস ইবনে মালিম, হাসান, আতা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন (لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ) তাতে তাশাহুদও নেই সালামও নেই। ইবনে শীরীন ও ইবনে মুনযির থেকে বর্ণনা করেন, (فِيهِمَا تَسْلِيمٌ بِغَيْرِ تَشَهُّدٍ) সালাম ফেরাতে কিন্তু তাশাহুদ পাঠ করতে হবে না। আতা থেকে এমন বর্ণনাও উল্লেখ করেন যে, (إنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ) যদি সে চায় তাশাহুদ পাঠ করতে পারে ও সালাম ফেরাতে পারে আর যদি না চায় নাও করতে পারে। [আল-মুগনী]

মাওয়াহিবুল জালিলে এ বিষয়ে ইমাম মালেকের মত সম্পর্কে বলা হয়েছে,

السَّلَامُ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ الَّذِي بَعْدَ السَّلَامِ وَاجِبٌ عِنْدَ مَالِكٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَى مَنْ تَرَكَهُ إعَادَةَ السُّجُودِ

সালামের পরে যে সাহু সাজদা তাতে সালাম ফেরানো ইমাম মালিকের নিকট ওয়াজিব হিসেবে গণ্য তবে যদি কেউ তা আদায় না করলে পুনরায় সলাত আদায় করতে হবে না।

ইবনে হিযাম বলনে,

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُكَبِّرَ لِكُلِّ سَجْدَةٍ مِنْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدَ بَعْدَهُمَا وَيُسَلِّمَ مِنْهُمَا، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ دُونَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ

প্রতিটি সাজদার জন্য তাকবীর দেওয়া, সাজদার পরে তাশাহুদ পাঠ করা এবং শেষে সালাম ফেরানো উত্তরম তবে কেবল দুটি সাজদা করলে সাহু সাজদা আদায় হয়ে যাবে। [আল-মুহাল্লা]

এরপর তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ কেবল দুটি সাজদা করতে আদেশ করেছেন সাজদার সাথে এসব কিছু করার নির্দেশ দেননি তবে এগুলো তার আমলের মাধ্যমে প্রমাণিত। অতএব তিনি যতটুকু আদেশ করেছেন সেটা ফরজ হবে আর যেসব বিষয়ে আমল করেছেন সেগুলো সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে। আবশ্যক হবে না।

এ বিষয়ে এই মতটিই সঠিক আর আল্লাহই ভাল জানেন।

সাহু সাজদায় তাকবীরে তাহরিমা বলার বিধান আছে কিনা?

মালেকী মাজহাবের আলেমরা সাহু সাজদায় তাকবীরে তাহরিমা বলা আবশ্যক বলেছেন। যেহেতু তাদের মতে সাহু সাজদার শেষে সালাম দেওয়া আবশ্যক (وَمَا يُتَحَلَّلُ مِنْهُ بِسَلَامٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَكْبِيرَةِ إِحْرَامٍ) আর যা কিছু সালাম দিয়ে শেষ হবে তা তাকবীরে তাহরিমা দ্বারা শুরু হবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদীসে সহু সাজদা সম্পর্কে বর্ণিত আছে (فَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) রসুলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন পরে আবার তাকবীর বললেন এবং সাজদা করলেন। অর্থাৎ প্রথম তাবকীরটি ছীল তাকবীরে তাহরিমা। কিন্তু আবু দাউদ নিজেই এই বর্ণনাটি শায হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

নামাজের মাঝে যদি মনে পড়ে কোনো রাকাতের রুকু, সাজদা বা কোনো রুকুন বাদ গিয়েছে তাহলে করণীয়|

আমরা উপরে বলেছি যদি কেউ তাশাহুদের বৈঠক ভুলে যায় তবে সাহু সাজদার মাধ্যমেই তা আদায় হয়ে যাবে। নামাজের আর কোনো রুকুনের ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না। অতএব কোনো রাকাতের রুকু, সাজদা, কিয়াম ইত্যাদি রুকুন পরিত্যাক্ত

হয়েছে এমন জানা গেলে ঐ রুকুনটি অবশ্যই আদায় করতে হবে এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। কিন্তু কিভাবে তা আদায় করা যায় সে ব্যাপারে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে।

ক. হাম্বালী মাজহাবের মতে যদি কেউ কোনো রাকাতের কোনো রুকুন পরিত্যাগ করে এবং পরের রাকাতে কিরাত শুরু করে দেয় তবে আগের রাকাত বাতিল হয়ে যায়। অতএব কিরাত শুরু করার আগে মনে হলে সে ফিরে এসে আগের রাকাতের বাকী রুকুন আদায় করবে এবং সাহু সাজদা করবে। আর কিরাত শুরু করার পরে মনে হলে আগের রাকাতে ফিরে আসবে না বরং নামাজ চালিয়ে যাবে।

খ.

সাহু সাজদার বিধান

সাহু সাজদা ফরজ

সাহু সাজদার বিধান সম্পর্কে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন সাহু সাজদা ফরজ নয় তবে ওয়াজিব অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করলে গোনা হবে কিন্তু নামাজ নষ্ট হবে না আর ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলেনামাজও হয়ে যাবে গোনাও হবে না। শাফেয়ী মাজহাবের মতে সাহু সাজদা ফরজ বা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে তা পরিত্যাগ করার কারণে নামাজ নষ্ট হয় না।

হাম্বালী ও মালেকী মাজহাবেও এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। উভয় মাজহাবে সালমের আগে ও পরের সাহু সাজদা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও ভিন্নমত রয়েছে। উভয় প্রকার সাহু সাজদা ফরজ এমন মত যেমন আছে উভয় প্রকারই ফরজ নয় এমন মতও রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন সালামের আগে যেটা করতে হয় সেটা ফরজ পরে যেটা করতে হয় সেটা ফরজ নয়। কেউ বলেছেন, সাহু সাজদা ফরজ হলেও স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে নামাজ নষ্ট হবে তবে ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে নামাজ নষ্ট হবে না।

ইবনে কুদামা উল্লেখ করেন, যে ব্যাক্তি ভুলক্রমে সাজদা সাহু পরিত্যাগ করে আর মাঝে অনেক সময় পার হয়ে যায় তার সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বালের একটি বর্ণনা হলো,

أنه إن خرج من المسجد أعاد الصلاة

সে যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় তবে পুনরায় সলাত আদায় করবে।

[আল-মুগনী]

ইবনে তাইমিয়া এই সকল মতামত বিশ্লেষণ করে, সালামের আগে ও পরে উভয় প্রকার সাজদাই ফরজ হওয়ার মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সাথে স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তা পরিত্যাগ করা হলে সলাত নষ্ট হওয়ার মতটিই সঠিক বলেছেন। তিনি বলেন,

والصحيح أنه لا بد من هذا السجود أو من إعادة الصلاة

সঠিক কথা হলো, হয়তো এই সাজদা আদায় করতে হবে নয়তো (কোনো কারণে সাহু সাজদা করা না গেলে) সলাত শুরু থেকে আদায় করতে হবে। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

বিভিন্ন কারণে এক্ষেত্রে এই মতটিই সঠিক মনে হয়। যথা,

ক) বিভিন্ন হাদীসে নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি বা কম বেশি ঘটার ক্ষত্রে সালামের আগে বা পরে সাহু সাজদার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবনে মাসউদের হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) এরপর সে সালাম ফিরিয়ে দুটি সাজদা করুক। [সহীহ বুখারী] আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে, (فَلْيَسْجُدْسَجْدَتَيْنِقَبْلَأَنْيُسَلِّمَثُمَّلِيُسَلِّمْ) "সে সালাম ফেরানোর আগে দুটি সাজদা করুক এবং পরে সালাম ফেরাক।" [আবু দাউদ] এরকম নির্দেশ অন্যান্য হাদীসে এসেছে। নিয়ম হলো নির্দেশ সাধারনত আবশ্যক বোঝায় যদি না ভিন্ন কোনো কারণ থাকে। এখানে ভিন্ন কোনো কারণ তো নেই উল্টো এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা এই নির্দেশকে আবশ্যক বোঝানোর ব্যাপারেই দলীল হিসেবে গণ্য হয় যা আমরা পরে উল্লেখ করবো। অতএব সঠিক কথা হলো, সাহু সাজদার বিধান ফরজ।

খ) উপরে আমরা দেখেছি যেসব কারণে সাহু সাজদা দিতে হয় তার সবই এমনিতে নামাজ ভঙ্গের কারণ। নামাজে রকাত বা রুকু সাজদা বৃদ্ধি হওয়া, ভুলক্রমে সালাম-কালাম করা, তাশাহুদের বৈঠক পরিত্যাগ করা ইত্যাদি সকল কাজই স্বেচ্ছায় করলে নামাজ ভঙ্গ হতো। ভুলক্রমে করলে সাহু সাজদা করার শর্তে তাতে ছাড় দেওয়া হচ্ছে অতএব সাহু সাজদা পরিত্যাগ করলে নামাজটি আগের অবস্থায় থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ তা ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হচ্ছে।

গ) বিশেষভাবে সালামের আগে যে সাহু সাজদা করা হয় তার ক্ষেত্রে ফরজ হওয়ার বিধানটি অধিক স্পষ্ট যেহেতু এই দুটি সাজদাকে নামাজের অংশ করে দেওয়া হয়েছে আর তা নামাজের সাধারন সাজদার সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব নামাজের সাধারন সাজদার যে বিধান এই দুটি সাজদার উপরও সেই একই বিধান প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ। এ দৃষ্টিকোন থেকে সালামের আগে যে সাহু সাজদা করা হয় তা ফরজ প্রমাণিত হয়। আর সালামের পরে যে সাহু সাজদা করা হয় তা ফরজ হওয়অর ব্যাপারে অন্যান্য দলীল প্রমাণ তো রয়েছেই সেই সাথে বলা যায় যেহেতু উভয় প্রকার সাজদায় সাহু সাজদা তাই উভয়ের বিধান একই হওয়া উচিৎ।

এভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই উভয় প্রকার সাহু সাজদাই ফরজ প্রমাণিত হয়।

এখন ভুল ক্রমে আর স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কথা হলো, যে কাজ ফরজ হিসেবে গণ্য তাতে মূলনীতি হলো স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তা আদায় না করলে নামাজ হবে না। যদি না ভিন্ন কোনো দলীলের মাধ্যমে ভুলক্রমে আর স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন তাশাহুদের বৈঠকের ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সাহু সাজদার ব্যাপারে ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে ছাড়া দেওয়া সম্পর্কে কোনো দলীল পাওয়া যায় নি তাই এখানে উপরোক্ত মূলনীতির উপর টিকে থাকতে হবে। অতএব সাহু সাজদার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করার মাঝে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

আগের সাজদা আগে আর পরের সাজদা পরে করা আবশ্যক

সাহু সাজদা সালামের আগে ও পরে করার বিধান সম্পর্কে আল-মাওয়ারদি বলেন,

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ جَائِزٌ قَبْلَ السَّلَامِ، وَبَعْدَهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَسْنُونِ وَالْأَوْلَى

ফোকাহায়ে কিরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই যে, সাহু সাজদা সালামের আগে বা পরে যে কোনো সময় করা বৈধ। তারা কেবল দ্বিমত করেছেন কোনটি সুন্নাত বা বেশি উত্তম সে ব্যাপারে। [হাবীল কাবীর]

ইবনে হাযার আসক্কালানী ফাতহুল বারীতে এ সম্পর্কে আলেমদের ঐক্যমতের বিষয়টির উপর বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বিভিন্ন মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের

মধ্যে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইমামুল হারামাইন থেকে তিনি উল্লেখ করেন, (استبعد الجواز) তিনি দুটোই বৈধ হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব মনে করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া আগেরটি আগে আর পরেরটি পরে করা আবশ্যক বলেছেন। প্রথমেই তিনি ঐ সকল হাদীস উল্লেখ করেন যেখানে রসুলুল্লাহ ﷺ কিছু ক্ষেত্রে সাজদা সালামের পূর্বে করতে বলেছেন আর কিছু ক্ষেত্রে সালামের পরে করতে বলেছেন। তার পর বলেন,

فَهَذَا أَمَرَ فِيهِ بِالسَّلَامِ ثُمَّ بِالسُّجُودِ. وَذَاكَ أَمَرَ فِيهِ بِالسُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وَكِلَاهُمَا أَمْرٌ مِنْهُ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ

এই সকল হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ সালাম দেওয়ার পর সাজদা করতে বলেছেন আর ঐ সকল হাদীসে সালাম দেওয়ার আগে সাজদা করতে বলেছেন, দুটোই তার আদেশ যা বিষয়টিকে ফরজ প্রমাণ করে। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

পরে তিনি বলেন, এটা রসুলের নির্দেশ যার বিরোধিতা করা কোনো মু'মিনের জন্য বৈধ হতে পারে না। তবে যদি কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে সবগুলো সাজদা সালামের আগে বা পরে করে (যেমনটি হানাফী বা শাফেয়ী মাজহাবের আলেমরা করে থাকেন) তবে তার কোনো সমস্যা নেই।

এ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়ার কথাই আমাদের নিকট সঠিক মনে হয়। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ যেখানে সালামের পূর্বে সাহু সাজদা করতে বলেছেন সেখানে সাহু সাজদা নামাজের অংশ হিসেবে গণ্য আর ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের কোনো অংশকে আদায় না করে সালাম ফিরিয়ে ফেলা নামাজ ভঙ্গের কারণ। আর যেখানে রসুলুল্লাহ ﷺ সালামের পরে সাহু সাজদা করতে বলেছেন সেখানে সাহু সাজদাকে নামাজের বাইরের বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। যদিও নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সেটা আদায় করা শর্ত করেছেন। যেহেতু নামাজের বাইরের বিষয় নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হতে পারে। অতএব সালামের পরের সাহু সাজদা আদায় না করলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। তবে সেটা সালামের আগে আদায় করা বৈধ হবে না যেহেতু এর মাধ্যমে নামাজের মধ্যে শরীয়তের নির্দেশনা ছাড়াই দুটি অতিরিক্ত সাজদা বৃদ্ধি করা হয় যা নামাজ ভঙ্গের কারন যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি। এই হিসেবে সুস্পষ্টভাবেই বলা যায়, সালামের আগের সাজদা আগে করতে হবে এবং পরের সাজদা পরে করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে এর অন্যথা করলে নামাজ ভঙ্গ হবে।

আর ভুলক্রমে এমন হলে নামাজ ভঙ্গ হবে না তবে সাহু সাজদা সঠিকভাবে পুনরায় আদায় করতে হবে। যদি আগের সাহু সাজদা ভুলক্রমে সালাম ফেরানোর পরে আদায় করে তবে শেষে সালাম ফেরালে তা আদায় হয়ে যাবে। যেহেতু ভুলক্রমে হওয়ার কারণে মাঝের সালামটি বাতিল হবে এবং সাহু সাজদার পরের সালামটি নামাজের সালাম হিসেবে গণ্য হবে ফলে সাহু সাজদা সালামের আগে হয়েছে বলেই ধরা হবে।

আর যদি কেউ পরের সাহু সাজদা ভুলক্রমে আগে করে ফেলে তবে তার ক্ষেত্রে দুরকম কিয়াস প্রযোজ্য হয়

ক) সে উক্ত সাহু সাজদা গণ্য না করে সালাম ফেরানোর পর আবার সাহু সাজদা করবে। যেহেতু উক্ত সাজদার স্থান ছিল সালামের পরে আর সে তা স্থানান্তরিত করেছে। অতএব সঠিক পদ্ধতিতে আদায় না করার কারণে তার সাজদা অগ্রহণযোগ্য হবে।

খ) উক্ত সাজদা গণ্য হয়ে যাবে, যেহেতু জরুরী অবস্থায় সালামের পরের সাজদা আগের সাজদার মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। যেমন সালামের আগের এবং পরের উভয় প্রকারের সাজদা একই সলাতে একত্রিত হয়ে গেলে কেবল আগের সালামের মাধ্যমে পরেরটিও আদায় হয়ে যায়। ভুলে যাওয়াও এমন একটা জরুরী অবস্থা। তাছাড়া উভয় সাজদা একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে আগেরটির মাধ্যমে পরেরটি আদায় হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয় যাতে একই নামাজে সাহু সাজদা দুই বার না হয় এই কারণে যা এখানেও সমানভাবে উপস্থিত। অতএব, আগের সাজদাকে গণ্য করে পুনরায় সাজদা করা হতে বিরত থাকা উচিৎ।

এই যুক্তির বিপরীতে অবশ্য বলা যায়, যে নামাজে সালামের আগে ও পরে উভয় প্রকার সাজদা একত্রিত হয় সে নামাজে আগের সাজদাটি যথাযোগ্য কারণে করা হচ্ছে বিধায় সাহু সাজদা হিসেবেই গণ্য হচ্ছে অতএব ঐ নামাজের জন্য পুনরায় সাহু সাজদা দেওয়া অনুচিৎ হচ্ছে কিন্তু যে নামাজে সালামের আগে সাহু সাজদা করার কারণ নেই সেখানে ভুল ক্রমে সাহু সাজদা করলে তা যথাস্থানে না হওয়ার কারণে সাহু সাজদা হিসেবে গণ্যই হচ্ছে না ফলে পুনরায় সাজদা করলে একই নামাজে একাধিক সাহু সাজদা করা বলে গণ্য হচ্ছে না। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যার উপর সাহু সাজদার বিধানই ছিলো না কিন্তু সে ভুলক্রমে সাহু সাজদা করে ফেলে। অনেক আলেমের মতে তাকে আবার সাহু সাজদা করতে হবে যেহেতু সে অকারণে দুটি সাজদা বৃদ্ধি করেছৈ।

এটা কিন্তু একই নামাজে দুই বার সাহু সাজদা করা হিসেবে গণ্য নয়। যেহেতু তার প্রথম সাহু সাজদা যথাযোগ্য কারণে না হওয়াই নিজেই এখন ভ্রান্তি হিসেবে গণ্য হচ্ছে সাহু সাজদা হিসেবে নয়।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে, প্রথমে ভুলক্রমে সালামের আগে সাহু সাজদা করালেও আবার সালামের পরে সাহু সাজদা করার মতটিই সঠিক মনে হয়। এটাই স্বাভাবিক কিয়াসের দাবী। কিন্তু যে ব্যক্তি সালামের পরের সাজদা ভুলক্রমে সালামের পূর্বে আদায় করে তার ব্যাপারে আল-মাওয়ারদি বর্ণনা করেন, (إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَرْكِ السُّجُودِ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ) সকল আলেম ইজমা করেছেন যে তাকে সালামের পর আবার আদায় করতে হবে না। [হাবীল কাবীর]

এই ইজমা সঠিক হয়ে থাকলে সেটা গ্রহণ না করে উপাই নেই। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি কিছু আলেম উভয় প্রকার সাহু সাজদা একই নামাজে একত্রিত হলে সালামের আগে ও পরে দুই বার সাজদা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ এই জরুরী অবস্থাতেও তারা প্রথম সাজদার মাধ্যমে পরের সাজদা আদায় হয়ে যায় এমন মনে করেননি। অর্থাৎ তারা পরের সাহু সাজদা পরেই করতে হবে এ ব্যাপারে এতটাই দৃঢ় ছিলেন যে, পূর্বে একটি গ্রহণযোগ্য সাহু সাজদা করা হলেও তার মাধ্যমে পরেরটি আদায় হবে না এমন মত ব্যক্ত করেছেন। তাহলে ভুলক্রমে ভুল স্থানে করা সাহুসাজদাকে গ্রহণ করে পরের সাহু সাজদাটি পরিত্যাগ করার কথা তারা কিভাবে বলতে পারেন! তাছাড়া সালাম ফেরানোর পরে সাহু সাজদা করাতে নামাজে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তাই তা আদায় করে নেওয়াই অধিক সতর্কতা। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

* বিবিধ মাসয়ালাঃ

ভুল হলো কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ হলে সাহু সাজদা করতে হবে কি?

আলেমদের নিকট এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, যে বিষয়ে সন্দেহ হয় তা করেছি কিনা ধরে নিতে হবে তা করিনি। রসুলুল্লাহ ﷺ এর একটি হাদীস এ মূলনীতির পক্ষে প্রমাণ। তিনি বলেন,

فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا

যদি কোনো ব্যক্তির সন্দেহ হয় কিছু বের হলো কিনা তবে সে মসজিদ থেকে বের হবে না (নামাজ ত্যাগ করবে না) যতক্ষণ না শব্দ শুনতে পায় বা দুর্গন্ধ পায় (ওজু ভঙ্গ হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। [মুসলিম]

এই হাদীসের আলোকের আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, সন্দহের মাধ্যমে কোনো কাজ প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ না তা ঘটার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। এ হিসেবে যদি ওজুর করার পর সন্দেহ করে আমার ওজু ভঙ্গ হয়েছে কিনা তবে ধরে নিতে হবে তার ওজু ভঙ্গ হয় নি। আর যদি কেউ সন্দেহ করে আমি ওজু করেছি কিনা তবে ধরে নিতে হবে সে ওজু করেনি। অর্থাৎ যে বিষয়ে তার সন্দেহ হবে সে বিষয়টিকে অস্তিত্বহীন ধরে নিতে হবে। যতক্ষণ না সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়।

সাহু সাজদার বিধানের উপর এই মূলনীতিটি প্রয়োগ করলে বিষয়টা দাড়ায় নিম্নরুপ

ক. যদি কেউ সন্দেহ করে সে আদৌ কোনো ভুল করেছে কিনা সে ধরে নেবে কোনো ভুল করেনি। অতএব সে সাহু সাজদা করবে না।

খ. যদি কেউ সন্দেহ করে ভুল তো হয়েছিল কিন্তু তার কারণে সাহু সাজদা করেছি কিনা সে ধরে নেবে সাহু সাজদা করেনি অতএব এখন সাহু সাজদা করবে।

গ. যদি কেউ সন্দেহ করে রুকু, সাজদা বা একটি সম্পূর্ণ রাকাত বৃদ্ধি হলো কিনা সে ধরে নেবে বৃদ্ধি হয়নি ফলে সাহু সাজদা করবে না।

ঘ. যদি সন্দেহ করে তাশাহুদের বৈঠক আদায় করেছি কিনা। সে ধরে নেবে আদায় করা হয়নি ফলে সাহু সাজদা দেবে।

ঙ. যদি সন্দেহ করে নামাজ দুই রাকাত পড়েছি নাকি তিন রাকাত পড়েছি অর্থাৎ তৃতীয় রাকাতটি পড়েছি কি পড়িনি এ নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে সে ধরে নেবে তা পড়িনি অতএব তা পুনরায় আদায় করবে এবং সাহু সাজদা করবে।

চ. যদি কেউ সন্দেহ করে নামাজের মধ্যে সালাম-কালাম বা অন্য কোনো নামাজ ভঙ্গকারী কাজ করেছি কিনা তবে সে ধরে নেবে এসবের কোনোটিই সে করেনি তাই সাহু সাজদা করবে না।

ইবনে কুদামা আল-মুগনীতে এবং ইমাম নাব্বী আল-মিনহাজে ও শারহে মুহাজ্জাবে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সালামের পরে সন্দেহ হলে সাহু সাজদা আবশ্যক হয় না

উপরে আমরা যেসব স্থানে সন্দেহ হলে সাহু সাজদা দিতে হবে এমন বলেছি সেসব ক্ষেত্রেও যদি নামাজ থেকে সালাম ফেরানোর পর সন্দেহ হয় তবে সাহু সাজদা করতে হবে না এটাই বেশিরভাগ আলেমের মত।

মাওয়াহিবুল জালীলে সন্দেহের ব্যাপারে সাহু সাজদা আবশ্য হওয়া সম্পর্কে বলেন,

هَذَا إِذَا شَكَّ قَبْلَ السَّلَامِ وَأَمَّا إِذَا شَكَّ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ الْهَوَّارِيُّ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ الْأَوَّلِ وَلَا يُؤَثِّرُ طُرُوُّ الشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ وَقِيلَ يُؤَثِّرُ

এটা তখন সালাম ফেরানোর আগে সন্দেহ হয় কিন্তু নামাজ শেষ হয়েছে এমন নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর সালাম ফেরানোর পরে সন্দেহ হলে কি করতে হবে সে ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সন্দেহকে উপেক্ষা করে আগের নিশ্চিত বিশ্বাসকে ধরে রাখতে হবে কেউ কেউ বলেছেন, এই সন্দেহকে ধার্তব্য করতে হবে।

ইমাম নাব্বী বলেন,

إِذَا شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ رَكْعَةٍ أَوْ رَكَعَاتٍ أَوْ رُكْنٍ فَفِي الْمَسْأَلَةِ طريقان (الصحيح) منهما انه لا شئ عَلَيْهِ وَلَا أَثَرَ لِهَذَا الشَّكِّ

যদি কেউ সালাম ফেরানোর পর একটি রাকাত বা কয়েকটি রাকাত কম হয়েছে বা কোনো রুকুন আদায় করা হয়নি এমন সন্দেহ করে তবে এ বিষয়ে (শাফেয়ী মাজহাবে) দুটি বর্ণনা রয়েছে সহীহ বর্ণনাটি হলো তার কিছুই করতে হবে না এবং নামাজের উপর এই সন্দেহের কোনো প্রভাব পড়বে না। [শারহুল মুহাজ্জাব]

এক্ষেত্রে সন্দেহকে ধার্তব্য না করার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

لان الظاهر انه اداها علي التمام فلا يضره الشك الطارئ بعده

যেহেতু স্বাভাবিক বিষয় হলো সে সঠিকভাবে সলাত শেষ করে সালাম ফিরিয়েছে অতএব পরে সন্দেহ এই বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করবে না। [শারহুল মুহাজ্জাব]

এ বিষয়ে আমরা উপরোক্ত মূলনীতি প্রয়োগ করতে পারি। অর্থাৎ সন্দেহের কারণে নিশ্চিত বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা যাবে না। যেহেতু মুছল্লী নামাজ শেষ হয়েছে এমন নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর সালাম ফিরিয়েছেন তাই এখন কোনো সন্দেহের কারণে সে তার নিশ্চিত বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে না। তবে যদি সে নিশ্চিত হয়ে যায় নামাজের মধ্যে আসলেই কোনো সমস্যা হয়েছে তবে তার উপর আমল করবে। যেভাবে রসুলুল্লাহ

ﷺ সালামের পরে সাহু সাজদা করেছেন বলে বর্ণিত আছে। যুল ইয়াইনের হাদীসে আমরা এটা দেখেছি। রসুলুল্লাহ ﷺ সালাম ফেরানোর পরে যাচাই-বাছাই করে ভুল হয়েছে এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ফিরে যান নি। ঐ হাদীসের বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা ﵁ নিজেই বলেন,

وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ

রসুলুল্লাহ ﷺ ঐ ঘটনায় সাহু সাজদা করেননি যতক্ষণ না তার অন্তরে আল্লাহ নিশ্চিত বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছেন। [আবু দাউদ]

অতএব এই হাদীসটিও প্রমাণ করে সালাম ফেরানোর পর কেবল সন্দেহ হলে তা ধার্তব্য হবে না তবে যদি ভুল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় তাহলে তা ধার্তব্য হবে।

সাহু সাজদার মধ্যে ভুল-ত্রুটি ধার্তব্য নয়

কোন কোন স্থানে ভুল-ত্রুটি ধার্তব্য নয় সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইবনে কুদামা বলেন,

وَلَا فِي سُجُودِ سَهْوٍ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ هُوَ إِجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى التَّسَلْسُلِ، وَلَوْ سَهَا بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ لَمْ يَسْجُدْ لِذَلِكَ

আর সাহু সাজদার মধ্যে (ভুল-ত্রুটি ধার্তব্য নয়) এ বিষয়ে আহমাদ ইবনে হাম্বালনের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ইসহাক বলেছেন এটা ইজমা। য়েহেতু এর কারণে বারবার চক্রবৃদ্ধিহারে সাজদা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। একারণে যদি সে সাহু সাজদার পরে (সালাম ফেরানোর আগে ভুল করে) তবু আবার সাহু সাজদা করবে না। [আল-মুগনী]

সাহু সাজদার মধ্যে ভুল-ত্রুটি বলতে হয়তো একটি সাজদা আদায় করে সালাম ফিরিয়ে ফেলা বা কথা বলে ফেলা বা দুটি সাজদা করার পরে সালাম ফেরানোর আগে কথা-বার্তা বলে ফেলা ইত্যাদি।

ইমাম নাব্বী বলেন,

كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ أَوْ سَلَّمَ بَيْنَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ أَوْ فِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُهُ بِلَا خِلَافٍ

যেমন কেউ সাহু সাজদার মাঝে সালাম কালাম করে ফেললে পুনরায় সাহু সাজদা করবে না এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। [শারহুল মুহাজ্জাব]

অন্য একটি মূলনীতি থেকে এ বিষয়ে সামাধান গ্রহণ করা যায়। আমরা বলেছি, নামাজের মধ্যে কোনো ক্রমেই দুই বার সাহু সাজদা করা যাবে না। এটিই আলেমদের নিকট সঠিক মত। অতএব সাহু সাজদার মাঝে ভুল হলেও তা একাধিক বার আদায় না করায়ই সঠিক।

যার উপর সাহু সাজদার বিধান ছিলো না সে যদি ভুলক্রমে সাহু সাজদা করে

ইমামের পিছনে সাহু সাজদা

এ অধ্যায়ের কয়েকটি মাসয়ালাতে আলেমগণ মোটামুটিভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আর বাকী মাসয়ালাগুলোতে দ্বিমত করেছেন। আমরা প্রথমে ঐক্যমতের মাসয়ালাগুলি উল্লেখ করবো তার পর তার উপর নির্ভর করে দ্বিমতের মাসয়ালাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমামের পিছনে মুক্তাদি ভুল করলেও সাহু সাজদা করবে না| বরং ইমাম এটা বহন করবে|

এটাই বেশিরভাগ আলেমের মত। তবে মাকহুল থেকে বর্ণিত আছে তিনি ইমামের সালাম ফেরানোর পর উঠে পড়েছেন এবং সাজদা করেছেন। [আল-মুগনী]

এ ব্যাপারে প্রথম মতটিই সঠিক। যেহেতু একটি হাদীসে এসেছে মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম নামক এক সাহাবী রসুলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে সলাত আদায় করা অবস্থায় অজ্ঞতাবশত কথা বলে ফেলেন। রসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এমন করতে নিষেধ করেন কিন্তু তাকে সাহু সাজদা করতে বলেননি। [মুসলিম]

এছাড়া অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ , فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ , وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ

যে ইমামের পিছনে থাকে তার ভুল ধার্তব্য হবে না। যদি ইমাম ভুল করে তবে তার উপর এবং তার পিছনে যারা আছে সবার উপর সাহু সাজদা আবশ্যক হবে আর যদি পিছনের কেউ ভুল করে তবে তার সমস্যা নেই ইমাম তা বহন করবে। [দারে কুতনী]

হাদীসটির সনদ দূর্বল তবে উপরের সহীহ হাদীসটির কারণে এ ক্ষেত্রে হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি মাসয়ালা হলো,

মাসবুক ব্যক্তি একাকী নামাজে ভুল করলে ইমাম তা বহন করবে না

যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কয়েক রাকাত পায় এবং ইমাম সালাম ফেরানোর পর বাকী নামাজ পূর্ণ করার সময় তার কোনো ভুল হয়ে যায় তার ভুলের কারণে তাকে সাজদা করতে হবে ইমাম এটা বহন করবে না। এটাই বেশিরভাগ আলেমের মত। চার মাজহাবের আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত এটাই। এ বিষয়ে অবশ্য কিছু দ্বিমতও রয়েছে। মালেকী মাজহাবে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। প্রশিদ্ধ মত হলো সে সাজদা করবে। এক্ষেত্রে এই মতটিই সঠিক যেহেতু ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি কোনো ভুল করলে ইমাম তা বহন করার কথা নয়। যেমন ইমাম মুক্তাদির পক্ষ থেকে কিরাত বহন করে কিন্তু মাসবুক ইমামের সালাম ফেরানোর পর একাকী যে সলাত আদায় করে তাতে তার কিরাত পাঠ করতে হয়। এক্ষেত্রে ইমাম তার কিরাত বহন করবে না। আল-কাসানী বলেন,

وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ إِذَا سَهَا فِيمَا يَقْضِي وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا يَقْضِي بِمَنْزِلَةِ الْمُنْفَرِدِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ؟

মাসবুক একাকী যে নামাজ পড়ে তাতে ভুল করলে অন্য সময় একাকী নামাজ পড়ার মতোই তাকে সাহু সাজদা করতে হবে। তুমি কি দেখো না তার উপর কিরাত পাঠ করা আবশ্যক হয়? [বাদাইউস সানায়ী]

এ বিষয়ে অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের বক্তব্যও একই।

মুক্তাদি ইমামের সাথে সাজদা করবে যদিও তার ভুল না হয়ে থাকে

ইবনে কুদামা ইবনে মুনযির ও ইসহাক থেকে উল্লেখ করেছেন সকল আলেম এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন। এক্ষেত্রে সাহু সাজদা সালামের আগে হোক বা পরে হোক। এ বিষয়ে তাদের ঐক্যমত পোষণের কারণ হলো রসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী, (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) ইমাম তো নিয়োগ করা হয় অনুসরণের জন্য। এই হাদীসে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) অতএব যখন সে সাজদা করে তোমরাও সাজদা করো। [বুখারী ও মুসলিম]

উপরে বর্ণিত দূর্বল হাদীসটিতে এসেছে, (فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ) যদি ইমাম সাজদা করে, তবে তার উপর এবং তার পিছনে যারা আভে তাদের উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে। [দারে কুতনী]

এই সকল মাসয়ালাতে মোটামুটিভাবে একমত হওয়ার পর অন্যান্য মাসয়ালাতে আলেমগণ দ্বিমতে জড়িয়ে পড়েছেন। যেমন, মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে সাহু সাজদা করার পর নিজে ভুল না করলেও নামাজের শেষে আবার সাজদা করবে কিনা, মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে যোগ দেওয়ার আগে যদি ইমাম ভুল করে থাকে তবে সে কারণে মাসুবুক ব্যক্তির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা, ইমাম ভুল করার পর সাহু সাজদা না করলে মুক্তাদিদের সাহু সাজদা করতে হবে কিনা, ইমাম সালাম ফেরানোর পর সাহু সাজদা করলে মাসবুক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করবে কিনা ইত্যাদি।

এসব মাসয়ালার সঠিক সমাধান জানতে হলে প্রথমেই একটি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে হবে। আর তা হলো,

<u>ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয় কি?</u>

উপরে আমরা দেখেছি মুক্তাদি নিজে ভুল না করলেও কেবল ইমাম ভুল করার কারণে তার সাথে সাজদা করবে এ ব্যাপারে আলেমরা ইজমা করেছেন। প্রশ্ন হলো, এর কারণ কি? নিচের দুটির যে কোনো একটি এর কারণ হতে পারে।

ক) ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয় তাই সে ইমামের সাথে সাহু সাজদা করে।

খ) এক্ষেত্রে মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয় না কেবল ইমাম সাজদা করলে তার অনুসরণে সাজদা করা মুক্তাদির উপর আবশ্যক হয়।

এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের উপর উপরের মাসয়ালাগুলোর সমাধান বহুলাংশে নির্ভর করছে।

এখানে যদি বলা হয় ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে তবে ইমাম ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃত সাহু সাজদা না করলেও মুক্তাদিকে সাহু সাজদা করতে হবে। আর ইমাম সালামের আগে সাহু সাজদা করলে মাসবুক ব্যক্তি তার অনুসরণে সাজদা করার পরও বাকী নামাজ আদায় করার পর সে নিজে

সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদা করবে। যেহেতু ইমামের ভুলের কারণে তার উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয়েছে আর সাহু সাজদার স্থান হলো নামাজের শেষে অতএব ইমামের সাথে যে সাজদা সে করেছে সাহু সাজদার বিধান হিসেবে নয় যেহেতু তা যথাস্থানে হয়নি। কেবলমাত্র ইমামকে অনুসরণের জন্য সে ঐ সাজদা করেছে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি ইমামের সাথে ফজরের সলাতের শেষ রাকাতে যোগ দেয় তবে ইমামের অনুসরণে সে শেষ বৈঠক করে কিন্তু এই বৈঠক তার জন্য যথেষ্ট হয় না যেহেতু তা যথাস্থানে হয়নি। তাই তাকে নামাজের শেষে আবারও বৈঠক করতে হয়। একইভাবে ইমামের ভুলের কারণৈ মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হলে তাকে যথাস্থানে তথা নামাজের শেষে অবশ্যই সাহু সাজদা করতে হবে। যদিও সে ইমামের সাথেও সাহু সাজদা করে থাকে কারণ সেটা হয়েছে কেবলই অনুসরণের জন্য মুক্তাদির জন্য সেটা সাহু সাজদা হিসেবে গণ্য নয়। যেহেতু তা যথাস্থানে হয়নি।

আর যদি বলা হয়, ইমামের ভুল হলে মুক্তাদি তার সাথে সাজদা করবে কেবল অনুসরণ করার জন্য তার উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হওয়ার কারণে নয়। তবে ইমাম সাহু সাজদা পরিত্যাগ করলে মুক্তাদির সাহু সাজদা করা লাগবে না এবং মাসবুক ব্যক্তি ইমামের অনুসরণে সাজদা করার পর নামাজ শেষে আবারও সাজদা করবে না। যেহেতু এক্ষেত্রে তার উপর সাহু সাজদার বিধান নেই। আর সাজদা করতে হচ্ছে কেবল ইমামের অনুসরণের কারণে।

মোট কথা ইমাম সাহু সাজদা করলে মুক্তাদি তার অনুসরণে সাজদা করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কি কারণে এটা করতে হচ্ছে? সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হওয়ার কারণে নাকি ইমামের অনুসরণের কারণে।

উপরে আমরা দেখেছি ইমামের সাথে সাজদা করার ব্যাপারে আলেমরা একটি হাদীস থেকে দলীল পেশ করেছেন। তা হলো, রসুলের বাণী, যখন ইমাম সাজদা করে তোমরাও সাজদা করো। এটা সহীহ হাদীস। এ বিষয়ে আরো একটি দূর্বল হাদীস রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ইমামের ভুল মুক্তাদির ভুল হিসেবে গণ্য। হবে দুটি হাদীসে বাহ্যিকভাবে একই কথা বলা হলেও উভয়ের মূল বক্তব্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। প্রথম হাদীসে কেবল এতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদি সাহু সাজদা করবে কেবল ইমামকে অনুসরণ করার জন্য আর দ্বিতীয় হাদীস প্রমাণ করে এক্ষেত্রে ইমামের ভুল মুক্তাদির উপর প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তার উপর সাহু সাজদার

বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু শেষের হাদীসটি দূর্বল অতএব তার উপর ভিত্তি করে কোনো বিধান প্রমাণ করা যায় না। এ হিসেবে বলা যায় সহীহ হাদীসের আলোকে এবং আলেমদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ইমাম সাজদা করলে তার অনুসরণের মুক্তাদি সাজদা করবে এটা প্রমাণিত হলেও ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হবে এটার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বেশ কিছু হাদীসে এর বিপরীতে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ইমামদের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

তারা তোমাদের নিয়ে সলাত আদায় করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তবে তাদেরও সওয়াব, তোমাদেরও সওয়াব। আর যদি ভুলভাবে আদায় করে তবে তার দায়ভার তাদের উপর আর তোমাদের সওয়াব। [বুখারী]

আবু হুরাইরা থেকে অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে,

فَإِنْ أَتَمُّوا فَلَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ

যদি তারা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে তবে তোমাদেও সওয়াব তাদরেও সওয়াব আর যদি কোনো কমতি করে তবে তার ভার তাদের আর তোমাদের সওয়াব। [ইবনে হিব্বান]

ইবনে হাযার আসক্কালানী ফাতহুল বারীতে ইমাম বাগাবী থেকে উল্লেখ করেন, তিনি বলেছেন, এই হাদীস প্রমাণ করে ইমাম যদি ওজু ছাড়া সলাত আদায় করে তবে পরবর্তীতে কেবল সে নিজে নতুন করে নামাজ আদায় করবে মুক্তাদিরা নয়। অর্থাৎ ইমামের সলাতে এ ধরণের গুরুতর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মুক্তাদিদের সলাত গ্রহণযোগ্য হবে।

এসব হাদীসের ব্যাপক অর্থের উপর নির্ভর করলে ইমামের ভুল-ভ্রান্তি বা কমতি মুক্তাদির উপর আপতিত হওয়ার কথা নয়। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি ইমাম সাহু সাজদা করলে মুক্তাদি সাজদা করবে কেবল ইমামকে অনুসরণের জন্য সাহু সাজদার বিধান হিসেবে নয়।

এখন আমরা এই মূলনীতির উপর নির্ভর করে উপরের সবকটি মাসয়ালার সমাধান বর্ণনা করবো।

মাসবুক ব্যাক্তি কোনো ক্রমেই সালামের পরে সাহু সাজদার ক্ষেত্রে ইমামকে অনুসরণ করবে না।

ইমাম সালামের আগে সাজদা করলে মাসবুক ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সম্পূর্ণ সলাত আদায় করেছে সে ইমামের অনুসরণে সাজদা করতে বাধ্য। কিন্তু ইমাম যদি সালামের পরে সাজদা করে তবে সাধারন অবস্থায় ইমামের অনুসরণে সালাম ও সাজদা উভয়ই আদায় করা উচিৎ কিন্তু মাসবুকের জন্য এক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করা বৈধ হবে না। যেহেতু এখানে সাজদা হচ্ছে ইমামের অনুসরণে আর সাধারন অবস্থাতেও মাসবুক ব্যক্তি ইমামের অনুসরণের সালাম ফেরায় না। অতএব সাহু সাজদার ক্ষেত্রেও ইমামের সালাম ফেরানো এবং সালাম ফেরানোর পর যা কিছু ইমাম করে তার কোনো কিছুতে মাসবুক ব্যক্তি ইমামকে অনুসরণ করবে না। কারণ তার উপর বাকী নামাজ রয়েছে অতএব ইচ্ছাকৃতভাবে তার মাঝে সালাম ফেরানো তার জন্য বৈধ নয়। ইবনে কুদামা এই মতটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী সহ বেশ কিছু আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে হাম্বালী মাজহাবের মত হলো, মাসবুক ব্যক্তি উভয় প্রকার সাজদা ইমামের সাথে আদায় করবে।

এ বিষয়ে প্রথম মতটিই সঠিক। মাসবুক ব্যক্তির জন্য সালামের পরের সাজদায় ইমামকে অনুসরণ করা উচিৎ নয় যেহেতু নামাজের মধ্যে স্বেচ্ছায় সালাম ফেরানো কোনোভাবেই সঠিক মনে হয় না। আর যদি সালাম না ফিরিয়েই কেবল সাজদা করে তবে তো নামাজের বাইরের সাজদা ভিতরে ঢুকে পড়ছে। বলা বাহুল্য যে, সালাম ফেরানোর মতোই এটিও নামাজ ভঙ্গের কারণ।

আল-মাওয়ারদি বলেন,

فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِمَامُ حِينَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مِمَّنْ يَرَى سُجُودَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ قَامَ الْمَأْمُومُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَأَتَى بِهِ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يتبع فِي سُجُودِهِ بَعْدَ السَّلَامِ، فَإِنْ تَبِعَهُ فَسَجَدَ مَعَهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ سَجَدَ مَعَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ

যদি ইমাম সালামের পরে সাজদা করার পক্ষপাতী হয় তবে ইমাম সালাম ফেরানোর পরপরই মুক্তাদি উঠে দাড়িয়ে বাকী সলাত পূর্ণ করবে। সালামের পরে ইমাম যে সাজদা করছে সে ব্যাপারে সে তাকে অনুসরণ করবে না। যদি এটা নিষেধ জেনেও সে অনুসরণ করে তবে তার নামাজ বাতিল হবে আর যদি অজ্ঞাতাবশত এমন করে তবে নামাজ বাতিল হবে না। [আল-হাবীল কাবীর]

অতএব সালামের পরের সাজদায় ইমামকে অনুসরণ করাটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে যোগ দেওয়ার আগেই যদি ইমাম ভুল করে থাকে

এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। শাফেয়ী মাজহাবে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছৈ বলে আল-মাওয়ারদী হাবীল কাবীরে উল্লেখ করেছেন। সাধারন কিয়াসের আলোকে অনেকে বলতে পারে মুক্তাদী একাকী নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে মুক্তাদি ভুল করলে ইমাম যেমন বহন করে না ইমামের সাথে যোগ দেওয়ার আগে ইমাম যে ভুল করেছৈ মুক্তাদিও তা বহন করবে না। এসব কথা তখন প্রযোজ্য হয় যখন আমরা মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রয়োগের চেষ্টা করবো। কিন্তু যেহেতু আমরা বলেছি ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয় না তবে ইমামের অণুসরণে মুক্তাদিকে সাজদা করতে হয়। সেক্ষেত্রে ইমাম সাজদা করলেই মুক্তাদি তাকে অনুসরণ করবে। ইমাম কখন ভুল করেছে সে প্রশ্ন তুলবে না।

তাছাড়া মাসুবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে যোগ দেওয়ার আগে ইমাম ভুল করেছে নাকি সে নামাজে যোগ দেওয়ার পরে ভুল করেছে তা জানা খুব দূরহ ব্যাপার। অতএব সেই চেষ্টা না করে, ইমামকে সাহু সাজদা করতে দেখলেই সে বিধান মুক্তাদির উপর প্রয়োগ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

যদি ইমামের নিশ্চিত ভুল হয়ে থাকে কিন্তু সে সাজদা না করে

এ বিষয়ে ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমাদ সহ বেশিরভাগ আলেমের মত হলো মুক্তাদি ইমামে সাথে সালাম ফেরাবে না। সে ইমামের সালামের পর সাহু সাজদা করবে। যদি মাসবুক হয় তবে বাকী সলাত পূর্ণ করে শেষে সাহু সাজদা করবে। ইমাম আবু হানিফা ও অন্য কিছু আলেমের মতো হলো এখানে সাজদা করার প্রয়োজন নেই।

আল-মাওয়ারদি বলেন,

إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ إِمَّا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، فَعَلَى الْمَأْمُومِينَ سُجُودُ السَّهْوِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ

যদি ইমাম তার নামাজে ভুল করে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সাহু সাজদা না করে তবে মুক্তাদি সাহু সাজদা করবে। ইমাম মালিক, আওযায়ী ও বেশিরভাগ আলেমের মত এটাই। [হাবীল কাবীর]

উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আমরা বলতে পারি এখানে সাজদা করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু ইমামের ভুলের কারণে মুক্তাদির উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য হয় না। সে কেবলই ইমামকে অনুসরণের জন্য সাজদা করে। এখানে যেহেতু ইমাম সাজদা করেনি তাই তাকে অনুসরণের প্রশ্ন আসছে না।

ইমামের ভুলের কারণে মাসবুক ব্যক্তিকে বাকী নামাজ শেষ করে সাহু সাজদা করার প্রয়োজন নেই|

যেহেতু ইমামের ভুলের কারণে তার উপর সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে ইমাম সালামের আগে সাহু সাজদা করলে তার অনুসরণে সাজদা করা তার উপর আবশ্যক ছিলো। এখন নিজে যদি আবারও ভুলের শিকার না হয় তবে সাহু সাজদার প্রয়োজন নেই।

নফল সলাতে সাহু সাজদা

হাদীসে বলা হয়েছে যদি এক রাকাত বেশি হয়ে থাকে তবে সাজদা সাহু তাকে জোড় করে দেবে। আর যদি চার পূর্ণ হয়ে থাকে তবে সাজদা সাহু শয়তানকে লাঞ্চিত করবে। এই হাদীস এবং অন্যান্য হাদীসের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় এখানে আসলে চার রাকাত বিশিষ্ট সলাতের কথা বলা হচ্ছে। সাহু সাজদা সম্পর্কে বর্ণিত সবগুলো হাদীসই চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের কথা বর্ণনা করে। তিন বা দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে সাজদা সাহু করার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে সকল ফরজ নামাজের ক্ষেত্রেই এ বিধান প্রযোজ্য হবে। একটি নামাজের উপর অন্য নামাজকে কিয়াস করে ওলামায়ে কিরাম এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। নফল নামাজে এ বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে কিছুটা দ্বিমত আছে। তবে বেশিরভাগ আলেমের মতে নফল ফরজ ইত্যাদি সকল নামাজের বিধান একই। ইমাম নাব্বী বলেন,

أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ وَبِهِ قالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا ابن سيرين

নফল সলাতেও সাজদা সাহু করতে হবে সকল আলেমের এটাই মত ইবনে সীরীন ছাড়া। [শারহে মুহাজ্জাব]

বেজোড় সলাতে সাহু সাজদা

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি অতিরিক্ত দুটি সাজদা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যদি নামাজের রাকাত সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে তবে এই সাজদার মাধ্যমে

নামাজ জোড় হয়ে যাবে। এখানে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। যেসব নামাজ মূলত বেজোর যেমন মাগরিব ও বেতরের নামাজ। সেখানে যদি এক রাকাত অতিরিক্ত হয় এবং সাজদা সাহু করা হয় তবে সাজদা সাহু মুল নামাজকে জোড় নয় বরং বেজোড় করে দেয়। যদি যে কোনো মূল্যে নামাজকে জোড় করাই হাদীসের উদ্দেশ্যে হয় তবে এ ক্ষেত্রে আরো একটি রাকাত আদায় করে তারপর সাজদা সাহু করা উচিৎ যাতে সাজদা সাহুর মাধ্যমে নামাজের রাকাত সংখ্যা জোড় হয়ে যায়। কেউ কেউ অবশ্য এমন বলেছেন তবে বেশিরভাগ আলেম তাদের মতের বিরোধিতা করেছেন। ইমাম নাব্বী বলেন,

إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا سَهْوًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَقَالَ قَتَادَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى ثم يسجد سجدتين لتصير صلاته وتر

যদি কেউ মাগরিবের নামাজ ভুল ক্রমে চার রাকাত পড়ে তবে সে দুটি সাজদা করবে এবং সালাম ফেরাবে এই আমাদের মাজহাব এবং জমহুর আলেমের মাজহাব তবে শায়েখ আবু হামিদ, ক্বতাদা, আওজায়ী প্রমুখ বলেছেন সে আরো এক রাকাত পড়বে তারপর দুটি সাজদা করবে যাতে তার সলাত বেজোড় হয়ে যায় (এবং পরে সাজদা সাহুর মাধ্যমে তা জোড় হয়ে যায়)। [শারহে মুহাজ্জাব]

বলাই বাহুল্য যে এখানে জমহুর আলেমের মতই সঠিক। যেহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রাকাত অতিরিক্ত যোগ করা সঠিক হতে পারে না। যে সংশয়ের ভিত্তিতে এই মতটির অবতারনা করা হয়েছে উপরে তার উত্তর গত হয়েছে। আমরা বলেছি সাহু সাজদা অতিরিক্ত অংশটি মুছে মূল সলাতকে তার আগে অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে।

যদি দুই বা তার অধিক রকাত অতিরিক্ত হয়

উপরে আমরা যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি সেখানে কেবল একটি রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এক রাকাতের বেশি বৃদ্ধি হলে বা বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সাহু সাজদা করার প্রয়োজন নেই। সাধারন বুদ্ধির যে কেউ এটা অনুধাবনে সক্ষম যে, এক রাকাত বৃদ্ধির ব্যাপারে সাহু সাজদা প্রযোজ্য হলে দুই তিন বা তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি হলে আরো বেশি প্রযোজ্য হবে। যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি রাকাত নিয়েই সন্দেহ হয় তাই হাদীসে বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তার মাধ্যমে বাকী মাসয়ালাগুলো জেনে নেওয়া যায়। সন্দেহ নেই যে দুই বা তিন রাকাত বৃদ্ধি হওয়ার মাসয়ালাও একই। তবে যদি কোনো ব্যক্তি

পাঁচ/দশ রাকাত অতিরিক্ত আদায় করে বা এ ব্যাপারে সন্দেহ করে তবে এই ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো কোনো আলেম সাহু সাজদার বিধান প্রযোজ্য মনে করেননি। মাওয়াহিবুল জালীলে বলা হয়েছে

وَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ أَمْ لَا؟ يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إنْ لَمْ يَزِدْ مِثْلَهَا

নামাজের মধ্যে অত্যাধিক ভুল হওয়ার কারণে নামাজ ভঙ্গ হবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। (মালেকী মাজহাবের) প্রশিদ্ধ মত হলো ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ না কোনো নামাজের মধ্যে তার সমান রাকাত বৃদ্ধি করে।

যে ব্যক্তি চার রাকাত নামাজ পড়ে কিন্তু প্রতি রাকাতে একটা করে সাজদা ভুলে যায় তার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের একটি মত হলো,

كَانَ هَذَا يَلْعَبُ، يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا

সেতো খেল-তামাশা করছিলো অতেব শুরু থেকে নামাজ পড়ুক।

[আল-মুগনী]

তবে এসব ক্ষেত্রে আলেমদের বেশিরভাগ অংশ সাজদা সাহুর বিধানকে প্রযোজ্য মনে করেছেন। যেহেতু হাদীসের সাধারন অর্থের মধ্যে এসবই অন্তর্ভূক্ত।

এখন প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি সন্দেহ করে দুই রাকাত পড়েছি নাকি চার রাকাত পড়েছি অথবা সে নিশ্চিত হয় যে দুই রাকাত নামাজ অতিরিক্ত পড়া হয়েছে। সে কি সাহু সাজদা করবে? উপরে আমরা দেখেছি মাগরিবের নামাজ এক রাকাত বেশি হলে কেউ কেউ বলেছেন যেহেতু সাহু সাজদা করতে হয় বেজোড়কে জোড় করার জন্য আর এখানে জোড় হয়েই রয়েছে তাই আরো এক রাকাত বৃদ্ধি করে তারপর সাহু সাজদা করতে হবে। তারা হয়তো এক্ষেত্রেও একই কথা বলবেন। কিন্তু আমরা দেখেছি সাহু সাজদার মূল উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অংশকে মুছে ফেলে মূল নামাজকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। অতএব, যে কোনো অবস্থায় যে কোনো সংখক রাকাত বৃদ্ধি হলে মুছল্লী কেবল সাহু সাজদা করবে। তার রাকাত সংখ্যা জোড় না বেজোড় সেদিকে লক্ষ করবে না, স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কোনো রাকাত বৃদ্ধিও করবে না। পরে অবস্থা অনুযায়ী সাহু সাজদা তার নিজের কাজ করে নেবে। এভাবে তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু স্বেচ্ছায় একটি রাকাত বৃদ্ধি করলে তার নামাজ ভঙ্গ হবে।

জানাযার নামাজে সাহু সাজদা নেই

ইবনে কুদামা বলেন,

وَلَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلسَّهْوِ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ لِأَنَّهَا لَا سُجُودَ فِي صُلْبِهَا

জানাযার নামাজে কোনো সাহু সাজদা নেই। যেহেতু তাতে আদৌ কোনো সাজদা নেই। [আল-মুগনী]

ঈদ ও জুময়ার নামাজে সাহু সাজদা

সাহু সাজদার সাধারন বিধান অনুযায়ী অন্যান্য নামাজের মতোই ঈদ ও জুময়ার নামাজে সাহু সাজদা বিধান প্রযোজ্য হবে এটাই সকল আলেমের মত। হানাফী মাজহাবের আলেমদের মতও এটাই। আল-মাবসুতে ঈদ ও জুময়াতে সাহু সাজদা করার মত উল্লেখ আছে। বাহরুর রায়েকে বাদায়িউস সনাইর বরাতে বলা ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إذَا تَرَكَهَا أَوْ نَقَصَ مِنْهَا أَوْ زَادَ عَلَيْهَا أَوْ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّجُودُ

যদি তা পরিত্যাগ করে বা কিছু কম-বেশি করে বা যথাস্থান ছাড়া অন্য স্থানে আদায় করে তবে তার উপর সাহু সাজদা প্রযোজ্য হবে।

হানাফী মাজহাবে এটাই সাধারন মত। কিন্তু দুররুল মুখতারে বলা হয়েছে।

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ

পরবর্তী যুগের আলেমদের নিকট সঠিক মতো হলো ফিতনা থেকে দূরে থাকার জন্য ঈদ ও জুময়াতে সাহু সাজদা না করা।

এখানে ফিতনা বলতে বোঝানো হয়েছে মুছল্লীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা। হয়তো কেউ মনে করবে এই সাজদা নামাজের অংশ। অথবা কেউ হয়তো বুঝতেই পারবে না সাজদাদুটি কেনো করা হচ্ছে তাই গন্ডোগোলের সৃষ্টি হবে।

ইবনে আবেদীন এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন,

الظَّاهِرُ أَنَّ الْجَمْعَ الْكَثِيرَ فِيمَا سِوَاهُمَا كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ

স্পষটতই বোঝা যায় যে নামাজেই অতিরিক্ত লোক সমাগম হয় সেখানেও সাহু সাজদা না করা উচিৎ। [ফতোয়ায়ে শামী]

এরপর তিনি উল্লেখ করেন,

أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَدَمَ جَوَازِهِ، بَلْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ لِئَلَّا يَقَعَ النَّاسُ فِي فِتْنَةٍ

এখানে উদ্দেশ্য এটা নয় যে এক্ষেত্রে সাহু সাজদা বৈধ নয় বরং উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে ফিতনায় না পড়ে সে উদ্দেশ্যে সাহু সাজদা পরিত্যাগ করাই উত্তম।

এই হিসেবে বলা যায় বর্তমানে যেহেতু ঈদ বা জুমুয়াতে মাইকের ব্যবহার করা হয় অতএব সাহু সাজদা করলেও কোনো গন্ডোগোল বা ফিতনার আশঙ্কা নেই তাছাড়া পূর্বেই মুছল্লীদের এ ব্যাপারে ধারনা দিলে ফিতনার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। সে হিসেবে এখন কোনো নামাজেই সাহু সাজদার বিধান পরিত্যাগ করা নিরর্থক।

অনেক হানাফী আলেম আছে ঈদ বা জুময়াতে সাহু সাজদা করা যায় না কেবল এতটুকু মুখস্থ করে রাখে তারপর যেখানে সেখানে সেই মোতাবেক ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়। যে কেউ ঈদের নামাজে সাহু সাজদা করলে তাকে কঠোরভাবে নিন্দা-মন্দ করে। এরা একদিকে যেমন কুরআ-হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানে না। কেবল অন্ধভাবে তাকলীদ করে চলে। বিপরীত দিকে তাকলীদও ভালভাবে করে না যেহেতু নিজের মাজহাবের মতামত সম্পর্কেও বিস্তারিত জানে না।

প্রশ্ন হলো, সাহু সাজদা একটি আবশ্যক আমল যা পরিত্যাগ করলে কোনো কোনো আলেমের মতে নামাজ নষ্ট হয়। হানাফী মাজহাব মতে যদিও নামাজ শুদ্ধ হয় কিন্তু গোনা হয়। মানুষ ফিতনায় পড়তে পারে এমন যুক্তিতে কিভাবে এই গোনার কাজ করা যেতে পারে!

অতএব সঠিক কথা হলো, ফিতনার আশঙ্কায় এসব পরিত্যাগ করা যাবে না। বরং মানুষকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে যাতে কোনো ফিতনা না হয়। কোনো কারণে একটি ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল এই যুক্তিতে সারা জীবনের জন্য সেটাকে আকড়িয়ে ধরে রাখা বৈধ নয়।